

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

বালকেরা ব্যাকরণ, পদ্ধতিবিদ্যা, ভূগোলাদি সর্বস্বত্ত্বান্বিত করিয়া নিষ্ঠাত্ব ক্লাস্ট হয়, এবং ন্য Novel অর্থাৎ ক্লপক ইতিহাস পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। এক্ষণে কামিনীকুমার, রমিকরঞ্জন, চাহারদুরবেশ, বাহারদানেশ প্রভৃতি যে সমুদ্র ক্লপক ইতিহাস প্রচারিত আছে, সে সমুদ্রায়ই অশ্বীল ভাব ও রুমে পরিপূর্ণ। তৎপাঠে উপকার না হইয়া বরং সর্বতোভাবে অনর্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদ্রায় অবলোকনে বালকদিগের ক্লপক-পাঠের নিমিত্ত কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি বিজয়-বসন্ত নামক এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। ইহা কোন পুস্তক হইতে অনুবাদিত নহে, সমুদ্র বিবরণই মনঃকল্পিত। ইহার আদ্যস্ত কেবল কর্ণ-রসাধ্রিত ও নীতিগর্ভ বিষয়ে পরিপূর্ণ। এতদ্বারা বালক-গণের চিত্তরঞ্জন ও নীতিশিক্ষা বিষয়ে যৎকিঞ্চিং উপকার হইবার সন্তানন্ম। এই গ্রন্থ রচনা করিতে আমি সাধ্যামূলক পরিশ্রম ও যত্ন করিতে ক্রটি করি নাই, কিন্তু কতদুর ক্রতৃ-কার্য হইয়াছি বলিতে পারি না।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, কলিকাতা শ্রী চর্চ স্টেট্যাণ্ড ইনস্টিউশনের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুত ব্রজমাথ বিদ্যালক্ষ্মার মহাশয় ইহার আদ্যোপাস্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মদৰ্মাজের প্রধান উপাচার্য পশ্চিত শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া একবার পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

বিজয়-বনস্তু বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই পুস্তক যে পাঠশালার পাঠ্যকল্পে প্ররিগণিত হইবে, পূর্বে আমার মনে এককর্তৃ আশা ছিল না। কিন্তু অনেকানেক ইংরেজি ও বাঙালী বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হওয়ার, প্রথম বারের মুদ্রিত পুস্তকগুলি নিঃশেষ হইয়াছে। পূর্বে ইহা পঞ্চাধ্যায়ে সম্পূর্ণ ধারায় কোন কোন বিষয় অস্পষ্ট ছিল। এইবাবে সেই সমুদায়ের প্রকাশের নিমিত্ত একটী অধ্যায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এবং কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত ও দুর্লভ শব্দগুলি সহজ করা হইয়াছে। গ্রন্থ-মুদ্রাক্ষন-কালে সংস্কৃত কালেজের বিতীয় সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বিশেষ পরিশ্রমপূর্বক পুনর্বার ইহার আদ্যস্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

কুমারখালী ১৭৮৪ শক } শ্রীহরিনাথ মজুমদার ।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন ।

বিজয়-বনস্ত তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল। এ বারেও অনেক স্থান সংশোধিত, পরিবর্তিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

କ୍ରମିରଥାଳୀ ୧୯୮୭ ଶକ } ଶ୍ରୀହରିନାଥ ମଜୁମଦାର ।

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন ।

বিষয়-বস্তু চতুর্থ বার মুদ্রিত হইল। এ বারেও ইহার
অনেক স্থান পরিবর্তন করিয়া পরিবর্দ্ধনের সহিত সংশোধন
করিয়াছি।

ଶ୍ରୀହରିନାଥ ମଜୁମଦାର ।

বিজয়-বস্তু ।

উপক্রমণিকা ।

একদা পরীক্ষিৎ রাজেন্দ্র সৈন্যে মৃগয়াম গমন করিয়া অরণ্য অবরোধ করিলে, বিপিনবিহারিগণ ভয়াকুল হইয়া ইত্ততঃ নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল । রাজাহু-চরেরা অনেকক্ষণ মৃগের অমুসন্ধানে ও অমুসরণে ক্লান্ত হইয়া, বিস্তৃত তকচ্ছায়াম উপবেশন করিল । রাজা অশ্বাক্রঢ় হইয়া ব্রহ্ম করিতেছেন, এমন সময়ে এক হরিণ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল । তিনি শ্রাদ্ধনে শ্রমসন্ধান করিয়া মৃগপৃষ্ঠে মিক্ষেপ করিলেন । মৃগবর তাহাতে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া নক্ষত্র-বেগে ধাবিত হইল । রাজা ও তাহার অস্তগমনে ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু ঘোটক বন-পর্যটনে ক্লান্ত হইয়া মৃগক্তুল্য-বেগে ধাবিত হইতে পারিল না । হরিণ এই অব-কাশে নয়েজ্জের দৃষ্টিপথাতীত হইল । রাজা অশ্ববেগ সংবরণ-পূর্বক ইত্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, দিবকর মস্তকোপরি উঠিয়া, অনলশিথায়ক্রম কর অবাক করিতেছেন ।

অথ অতিশয় ঘৰ্ম্মাঙ্গ হইয়া সম্মুখে টলিত হইতেছে, এবং ফেনাঙ্গ-নামিকার সমনে নিষ্কান প্রশাস ত্যাগ করিতেছে। আপনার অবস্থাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। পরিধেয় দুকুল ও উত্তরীয় বসন স্বেচ্ছালে একেবারে আর্দ্ধ হইয়া গিয়াছে, তথাপি মৃগাবৈষণে বিরত হইলেন না। অনন্তর তিনি অতিশয় তৃঝার্ত্ত হইয়া জলাবৈষণে সমীপস্থ এক তপোবনে প্রবেশ করিলেন এবং মৌনভূত এক মুনির নিকটে কাতরস্থরে বারংবার জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মুনির অনিবৰ্চননীয় ভাবের আচর্জাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলেন, রাজাৰ বাক্য তাহার কর্ণগোচৰ হইল না; স্মৃতিৰাং তিনি কোন কথার উত্তর দিলেন না। সন্দ্বাট অনেক ক্ষণ পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া, দৈব-দুর্বিপাকে রাগাঙ্গ হইলেন, এবং মহর্ষিকে যৎপৰোনাস্তি তিরস্কাৰ করিয়া কহিলেন, রে তাপস ! রাজাধিরাজ চক্ৰবৰ্তী তোৱ সমক্ষে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান ও পিপাস্ত হইয়া বারংবার জল প্রার্থনা করিতেছেন; অভ্যৰ্থনা দূৰে থাকুক, অহঙ্কাৰ-বশতঃ তুই উত্তৰদানেও বিৰত হইলি। থাক, ইহার উচিত অতিক্রম দিতেছি। এই বলিয়া তিনি চারি দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে এক মৃত সৰ্প দেখিতে পাইলেন। তাহাকে শৰাগ্রে বিক্ষ করিয়া মুনির কঠো অপর্ণপূৰ্বক প্রস্থান করিলেন।

অপ্রমাণিত মুনির পুত্ৰ শৃঙ্গী স্থানান্তরে বয়স্যের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। সন্দীপ্ত মুনির পুত্ৰ কৃশ যদুচ্ছাক্রমে শৰাগ্র উপস্থিত হইয়া বারংবার ক্রীড়াৰ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিলেন। শৃঙ্গী ক্রোধপূৰ্বশ হইয়া কহিলেন ক্ষণে ! আঞ্চ-

গৌরব আৰ বুদ্ধি কৱিস্ম না, তোৱ পিতাৰ যত বিদ্যা বুদ্ধি
সকলই জানি, আমাৰ পিতাৰ সহায়তা তিৱ রাজ-সহনে
থাইতে তাহাৰ মুণ্ডছেন হয়। কৃষ্ণ সক্ষোধে কহিলেন, অৱে
জানি রে জানি শুন্দে ! আৱ গৌৱৰ কৱিস্ম না, রাজাৰ নিকটে
তোৱ পিতাৰ যত প্ৰত্যুষ ও মান সন্মুম, অদ্য তাহা সকলই
ভালুকপে প্ৰকাশ পাইৱাছে ; গৃহে গিৱা দেখ, রাজা পৱী-
ক্ষিৎ তোৱ পিতাৰ কি দুৰ্দশা কৱিয়া পিয়াছেন। শৃঙ্গী
জী০ৰ্ণ-বজ্রবৎ-বাক্যাশ্রবণে এককালে ক্ৰোধসাগৰে ও বিষাণু-
নীৰে নিমগ্ন হইয়া গৃহে গমন কৱিলেন ; এবং দেখিলেন,
তাহাৰ পিতাৰ কৰ্ত্তব্যে মৃত সৰ্প ছলিতেছে। তখন সৰ্প-
সন্দুশ তজ্জন-গৰ্জনে কহিলেন, “ৱে দুৰাত্মন পৱীক্ষিৎ !
ধনগৰৈৰে গৰ্বিত হইয়া নিৰ্দোষী ব্ৰাহ্মণকে বেমন অপমান
কৱিলি, তেমনি সপ্তাহেৰ মধ্যে তক্ষকদংশনে তোৱ প্ৰাণ
বিয়োগ হইবে।”

নিৰ্বাত সময়ে সৱোবৱেৰ হিৱ সলিলে অকস্মাৎ শিলা-
ধুণ নিক্ষিপ্ত হইলে সমুদ্ৰ জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে,
শৃঙ্গিকৃত অভিসম্পাতে মহৰ্ষিৰ অষ্টকৰণ তক্ষণ বিচলিত
হইয়া, তাহাৰ সমাধি-ভঙ্গ কৱিল। তিনি চতুৰ্দিকে দৃঢ়
কৱিয়া কহিলেন, হা বৎস ! কি কৱিলে, যাহাৰ শাসনে
তপস্বিগণ নিকলেগে ধৰ্ম-কৰ্ম সম্পাদন কৱিতেছেন, যাহাৰ
অসাধাৰণ পুণ্যবলে ধৰণী প্ৰচুৰশস্যশালিনী হইয়া প্ৰজা-
সকলকে সুখ সচ্ছন্দতা বিতৰণ কৱিতেছেন, সেই মাত্ৰ-
জননাথ বছুকে কেন এই নিদানৰ শাপে অভিশপ্ত কৱিলো
হৈ রে নিৰ্দম ! ব্ৰাহ্মণকূলে অঞ্চলিক কৱিয়া, বিশুদ্ধ ব্ৰাহ্মণ-

ধিজয়-বসন্ত ।

ধৰ্মকে এককালে কল্পিত করিলে ! দয়া, ধৰ্ম, ক্ষমাগুণেই
এ কুল জগবিধাত ; বৎস ! অদ্য তোমা হইতে সেই নিষ্কলঙ্ঘ
কুল কলঙ্ঘিত হইল। শৃঙ্গী পিতার জৈন্ম-বাক্য-শ্রবণে অমৃ-
তপ্ত হইয়া কহিলেন, তাত ! আমার কথাতে কি হইতে পারে ?
আমি কাহাকে কি না কহিয়া থাকি ? করিশিশুর জ্ঞানে
কি কথন কেশরীর মল হইতে পারে ? মহৰ্দি, বালকের
বাক্য শুনিয়া, হাস্য করিয়া কহিলেন, বাছা ! সর্পশিশু কি
অধৰ্ম অবলম্বন করে না ? তুলসীপত্র-মধ্যে কি ইতর-বিশেষ
আছে ? তুমি কি কথন শুন নাই যে, মুনিতনয় হস্তপ্রিয়ের
অভিসম্পাতে চিত্ররথ গন্ধৰ্বপতি সহোদর ও সহধৰ্মীনীর
সহিত মৰ্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কত কষ্ট পাইয়াছিলেন ?
আহা ! তাহাদিগের সেই অপার দুঃখের কথা মনে হইলে,
আমার হৃদয় অদ্যাপি বিদীর্ঘ হইতে থাকে ।

শৃঙ্গী পিতার প্রযুক্তি শাপভূষ্ট গন্ধৰ্বপতি প্রভৃতির দুর-
বস্তা শ্রবণে, তাহার আদ্যোপাস্ত সকল বৃত্তান্ত শুনিতে একান্ত
উৎসুক হইয়া সবিনয়ে কহিলেন, তাত ! সেই মহাপুরুষের
কি অপরাধে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং কত দিনই বা
মৰ্ত্যলোকে দুর্গতি ভোগ করিয়া পুনরায় স্থানে প্রতিগমন
করেন, শুনিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে । মহৰ্দি
কৃহিলেন, বৎস ! তাহাদিগের সেই দুঃখের বৃত্তান্ত সামান্য
নহে বে সজ্জেপে বলিব । বদি শুনিতে নিতান্ত কৌতুহল
জন্মিয়া থাকে, তবে একগে ক্ষান্ত হও, দিনকর অস্তাচলে
গমন করিলে, অবকাশসময়ে সমুদ্রায় বর্ষন করিব । শৃঙ্গী
পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া, শুর্যের অস্তাচলাবস্থন অপেক্ষা

উপকুমণিকা ।

কৰিতে লাগিলেন। মহৰি সায়ংকালীন কৰ্ত্তব্য-কল্প-সমাধানে অবকাশানন্দে আদীন হইলে, শৃঙ্গী ও অন্যান্য শুনিকুমারেরা ইতিহাস-প্রবণোৎসুক হইয়া, তাহাকে বেষ্টন কৰিয়া বসিল। মহৰি কথা আরম্ভ করিলেন।

মহৰি কহিলেন, বৎসগণ ! শ্রবণ কর। যে বিস্তৃত পৰ্বতমালা ভারতবর্ষের উত্তর সীমা, সেই পৰ্বতের নাম হিমালয়। অতিপূর্বকালে ঐ পৰ্বত গঙ্কর্ব, কিম্বর, অসমৰা অভূতির নিরামস্থাব ছিল। চিত্তরণ নামে পঙ্কর্বরাজ পৰ্বতের অধিপতি ছিলেন। তাহার অঙ্গজের নাম চিত্তরঞ্জ। সেই ছই সহোদরের অকপট স্বেচ্ছের কথা কি কহিব ; অনল অনিলের ন্যায়, তিলাঞ্জিকালও পরম্পরের বিচ্ছেদ ছিল না ।

গ্রন্থিক প্রভাস নদের কৃগবর্তী কাম্যবনমধ্যে, গঙ্কর্ব-পতির বিশ্রামোদ্যান ছিল। সেই উদ্যানটী এমনি শুন্দর, যে, অমরপথ অমরাবতী পরিত্যাগ কৰিয়াও তাহাতে বাস কৰিতে বাসনা করিতেন। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী শুরম্য সরোবর ; তাহার চতুঃপার্শ-ভূমি খেত-শিলায় অঙ্গিত এবং সোপানগুলি নীলবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত ; শুতরাঃ অলঃ-হরণার্থ নিম্নে গমন কৰিয়া হঠাৎ দেখিলে বোধ হইত, যেন নীলপিণ্ডি-শিথরে রাশীকৃত তুষার পতিত রহিয়াছে। সরো-বরের নির্ধল বারিপুঁজে কমল, কুমুদ, কোকনদ অভূতি জল-শুল্প অক্ষুটিত হইয়া, যথুমত মধুকরের চিত্ত নিরস্তর আক-শৈ কৰিত এবং মন্দ মন্দ সমীরণ-প্রভাবে দিবসে যথুন তাহার ভৱসমালা আন্দোলিত হইতে পারিত, তখন আতপ-

বিজয়-বসন্ত ।

প্রভাবে বোধ হইত, নলিনীকান্ত নলিনীর বিরহানলে জ্ঞান ময় হইয়া নলিনী সহিত সরোবরে জলকীড়া করিতেছেন ; হংস, চক্রবাক, সারস, সারসী প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সেই তরঙ্গোপরি ইতস্ততঃ সন্তুষ্ট করিয়া নলিনীনাথের অঙ্গুচিত ব্যবহার অপলাপ করিতেই যেন পক্ষপুট বিস্তার করিতেছে । কদম্ব, চম্পক, বকুল, নাগকেশর, শেকালী প্রভৃতি তরু-মণ্ডলী ; যুথী, জাতী, মলিকা, মালতী প্রভৃতি লতামণ্ডলী, যথানিয়মে শ্রেণীবদ্ধ থাকায়, তন্ত্রিকটবন্তী চতুঃপার্শ্ব-হল একপ শুরুম্য হইয়াছিল যে, পরিশ্রান্ত জনগণ দর্শনমাত্রই বিজ্ঞামসুখে পরিতৃপ্ত হইত ।

একবা গন্ধর্বস্বামী সহোদর ও সহধর্মিণী সহিত শকটি-রোহণে প্রভাস-তীর্থে ধাত্রা করিলেন, এবং প্রভাস নদের সুবিনিময়ে সলিলে স্বানাদিক্রিয়া সমাধা করিয়া, চিন্তবিনোদনাৰ্থ সেই বিশ্রামোদ্যানে উপস্থিত হইলেন । উদ্যান-গালক সহস্রা স্বামীকে সমাগত দেখিয়া সন্তুষ্টিচিত্তে প্রণাম করিল । চিত্ররথ কহিলেন, উদ্যান-গালক, আমরা গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ পর্যান্ত এই স্থানেই অবস্থান করিব, এই সন্দেশ লইয়া তুমি রাজধানীতে গমন কর । উদ্যানগালক যে আজা বলিয়া অস্থান করিল । গন্ধর্বপতি সহধর্মিণী-সহবাসে দিন-ঘামিনী যাপন করিতে লাগিলেন ।

এক দিন প্রভাকরের প্রধর-কর-প্রভাবে উদ্যানহল অতিশয় উত্তপ্ত হইলে, গন্ধর্বস্বামী সীমস্তিনী-সমভিবাহারে জলাশয়ে জলকীড়া আরম্ভ করিলেন । অনেকক্ষণ কীড়া করিতে করিতে ঝাহারা মদমত মাতঙ্গের ন্যায় উন্মত্তায়

হইয়াছিলেন ; স্বতরাং তৎকালে তাহাদিগের হিতাহিত
জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না । এমন সময়ে ধৰ্মিতনয় দ্বন্দ্বপ্রিয়
বনপর্যটনে তৃষ্ণাতুর হইয়া, সরোবরে নামিয়া করপুটে
জলপান করিতে লাগিলেন । ক্রীড়াসক্ত গন্ধর্বপতিদিগের
পাদক্ষিপ্ত জল বারংবার তাহার গাত্রে পতিত হওয়ায়,
প্রথমতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিলেন ; পরিশেষে
রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, “রে নির্লজ্জ ব্যালীক ! ইন্দ্ৰিয়-স্মৃতি-
লালসায় এককালে লজ্জাভয়কে বিমৰ্জন দিয়াছিস্ত, এবং
অবজ্ঞাপূর্বক ব্রাজ্ঞকে অবমাননা করিতেছিস্ত । যদি ব্রজ-
বংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই মহাপাতকের
আয়শিত হেতু নিশ্চিত তোদিগকে মৰ্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ
করিতে হইবে, এবং এখন যেমন তোদিগের অভেদ্য সৌহার্দ
দেখিতেছি, তদ্বপ পরকালে ইহার বিপরীত বিচ্ছেদকৃপ অনলে
দক্ষ হইতে হইবে ।” ঈদুশ অভিসম্পাত করিয়া, তিনি শুন্ধান
করিলেন । যেমন তক্ষক-দংশনে প্রাণিগণ ভূতলে পতিত হয়,
গন্ধর্বেরা শাপগ্রস্ত হইয়া তদ্বপ পতিত হইলেন ।

মহর্ষি গন্ধর্বদিগের শাপবৃত্তান্ত এইমাত্র কহিয়া, নিষ্ঠক
হইলেন । ধৰ্মিতনয়েরা সেই পুরাবৃত্ত শ্রবণোৎসুক হইয়া
বিনয়বাক্যে পুনঃপুনঃ অহুরোধ করাতে, তিনি অগত্যা সম্ভৃত
হইয়া পুনর্বার কথা আরম্ভ করিলেন ।

বিজয়-বসন্ত ।



প্রথম অধ্যায় ।

মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ ! শ্রবণ কর । জয়পুর নামে
বে মনোহর নগর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সেই নগরে
মহারাজ জয়সেন বসতি করিতেন । রাজাৰ নামানুসারেই
উক্ত নগরের নাম জয়পুর হইয়াছিল । তাহার অসাধারণ
প্রাক্তমে সমস্ত ভাৰতবৰ্ষের সম্রাট সৰ্বদা শক্তি থাকি-
তেন । তিনি আপন অধিকাৰের অন্তর্ভুক্তী প্রতিপ্রদেশে
বিদ্যালয়, ধৰ্মালয় ও চিকিৎসালয়, ব্যানিয়মে স্থাপন
কৰাতে, প্রজাবৰ্গ একুশ সভারঞ্জক এবং ধৰ্মপৰায়ণ হইয়া-
ছিল যে, রামরাজ্য ও তদীয় রাজ্যের তুলনাস্থল হইতে
পারে না । মহারাজের এক পটুমহিষী ছিলেন, তাহার
সাম হৈমবতী । তিনি যেকুপ অলৌকিক-কৃপবতী, তদন্তু-
কুপ অসামান্য শুণবতী ও সুশীলা ছিলেন । তিনি সার্বজ্ঞী-
তুল্য সতী, ছায়া-তুল্য পতিৰ অমুগামিনী, ও সথী-তুল্য হিতে-
বিনী ছিলেন । বস্তুতঃ মহিলাৱা যেকুপ সদাচাৰ-শুণে শুক্রজন-
নিকটে প্রতিষ্ঠিতা ও আদৰণীয়া হন, তাহাতে যে সকল
শুণেৰ অভাৱ কিছুই ছিল না । কিন্তু গগনমঙ্গল অসম্ভু

ନକ୍ଷତ୍ର-ମାଳାର ଖଚିତ ହଇଯାଓ ଯେମନ ଏକମାତ୍ର ଚଞ୍ଚ-ବିରାହେ
ବୁଦ୍ଧି ହୁଯ ନା ; ଏବଂ ତରଗଣ ଶାଖାପଲାବେ ଉଲ୍ଲମ୍ଭିତ ହଇଯା
ଶୁଦ୍ଧି ଓ ମନୋରମ ହଇଲେଓ ଫଳବାନ୍ ନା ହୁଯାର ଯେମନ ତେ-
ବାମୀର କ୍ଷୋଭୋପତି ହୁଯ ; ମହିଷୀ ଏତାତ୍ମଶ ଉତ୍କଳ୍ପ-ଶୁଦ୍ଧିମନୀ
ହଇଯାଓ ସଥାକାଳେ ପୁତ୍ରବତୀ ନା ହୁଯାଯ ମେଇକ୍ରପ ଅଶୋଭନୀୟା
ଓ ମହାରାଜେର ବିମର୍ଶର କାରଣ ହଇଯାଇଲେନ ।

ଏହା ନରପତି ଶାରଦୀ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀର ସାଯଂକାଳେ ମହିଷୀ
ସମଭିବ୍ୟାହାରେ ପ୍ରାସାଦୋପରି ଇତ୍ତତ୍ତଃ ଭ୍ରମ କରିଯାବାୟୁମେବନ
କରିତେଛେନ, ଏହି କାଳେ ପୂର୍ବଦିକ ଆଲୋକମୟ କରିଯା ପୂର୍ବ-
ଚଞ୍ଚ ଉଦ୍ଦିତ ହଇଲ ; ଚକୋର ଚକୋରୀ ମେଇ ଶୁଦ୍ଧମୟ କିରଣେ
କ୍ରୀଡା କରିତେ କରିତେ ଶୂନ୍ୟପଥେ ଉଡ଼ିଯିରମାନ ହଇଲ ; କୁମୁଦିନୀ
ଶ୍ରୀତିପ୍ରକୁଳଚିତ୍ତେ ନିଶାନାଥକେ ଦର୍ଶନ କରିତେ ଲାଗିଲ ; ବିଟପି-
ପୁଞ୍ଜେର ହରିଦ୍ଵର୍ଷ ପଲବେ ଚଞ୍ଜେର ଶୁଦ୍ଧ ରଶ୍ମି ପତିତ ହୁଯାର
ଏକ ଆଶ୍ରମ୍ୟ ମନୋହାରିଣୀ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲ ;—ବୋଧ
ହୁଯ, ଯେନ ତରମଣୀ ଅଗଣ୍ୟ ହୀରକଥଣେ ଭୂମିତା ହଇଯା ପରମା-
ଦ୍ଵୋଲିତ ଶାଖା-ବାହ ଦାରା ଖତୁରାଜକେ ଆଗତ ସନ୍ତାପଣ କରି
ତେବେ । ରାଜୀ ଓ ମହିଷୀ ଏଇକ୍ରପ ମୌଳିକ୍ୟ-ମନ୍ଦର୍ମନେ ସାନନ୍ଦଚିତ୍ତେ
ଜଗନ୍ନାଥରେର ଅଚିକ୍ଷ୍ଟା ଶକ୍ତିର ଶୁଣାମୁବାଦ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।

ଏମତ ସମୟେ ରାଜଭବନେର ଅନତିଦୂରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଗଣିଷ୍ଠ
ଆର୍ଥି କରିଯା କ୍ରମନ ଆରାଜ କରିଲେ, ତାହାର ମାତ୍ରା ତାହାକେ
ଅକେ ଧାରଣ କରିଯା, ଅନୁଲି-ସକେତ ଦାରା ଚଞ୍ଚମାକେ ଲଙ୍ଘ୍ୟ
କରିଯା କହିତେ ଲାଗିଲେନ ; “ଦାରା ରେ ! ଚୂପ କର, ଏ ଦେଖ
ମୁଁ ମୀ ଆସିଦେହେ, ଏଥିନି ତୋମାକେ ଧରିଯା ଲାଇବେ ।”
ଶାଶ୍ଵତ ତାହାତେ ଭର ନା ପାଇଯା ବରଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିତେ

ଲାଗିଲ । ମାତା ପୁନରାୟ, “ଚାନ୍ଦ ଆର ଚାନ୍ଦ ଆସ” ବଲିଯା, ଶୁଭଲାଟେ ଅଞ୍ଚୁଲିଶ୍ଚର୍ଷ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।

ସନ୍ତାନବ୍ୟନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଗପତ୍ରୀର ବାଂସନ୍ୟ-ଭାବେର ଏଇକ୍ରପ ମଧୁର ବାକୀ ନରେନ୍ଦ୍ରେର କର୍ଣ୍ଣହରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଇଲେ, ଅପତାନେହ-ମାଗର ଉଦ୍ଦେଲ ହଇଯା ତୋହାର ଚିତ୍ତକ୍ଷେତ୍ର ଏକକାଳେ ପ୍ରାବିତ କରିଲ, ଏବଂ ମେହି ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗେ ହତାଶବାୟ-ପ୍ରଭାବେ ହୁଥେର ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରଟୁ ହୋଯାତେ, ତିନି ଆପନାର ଇଚ୍ଛାତରଣୀକେ ସ୍ଥିର ରାଖିତେ ନା ପାରିଯା, ଅମନି କହିଯା ଉଠିଲେନ,—“ଆହା ! କି ଶୁଣିଲାମ, ଏତ ଦିନେ ଆମାର ଶ୍ରିତ୍ୟୁଗଳ ଶ୍ରାବ୍ୟମୁଖେ ସ୍ଵର୍ଥୀ ହଇଲ । ଆମି ଅପୁର୍ବକ, ଯେ ହୁଲେ ଆମାରଇ ଏକ୍ରପ ହଇଲୁ, ମେ ହୁଲେ ପୁତ୍ରବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୂର୍ବଜନ୍ମାର୍ଜିତ-ସ୍ଵକ୍ରତି-ଫଳେ ଏହି ଅମୂଳ୍ୟ ପୁତ୍ରରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଯା, ପୁତ୍ରେର ଶୁକୋମଳ-ଅଞ୍ଚ-ସ୍ପର୍ଶ-ମୁଖେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ଷଟ ମଧୁର-ବାକ୍ୟ-ଶ୍ରବଣେ ଓ ନବକୁମ୍ଭ-ମଦୃଶ ଶୁକୁମାର ମୁଖଚବିନିରୀକ୍ଷଣେ ଆପନାକେ ଚରିତାର୍ଥ-ବୋଧେ କି ନା ମୁଖ ଦଶ୍ତୋଗ କରେନ । ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷେରୀ କହିଯାଛେନ, ଏକାମାତ୍ର ପୁତ୍ରଇ କେବଳ ଜନକ ଜନନୀକେ ପୁନ୍ରାମ ହୁଃମହ ନରକ-ସ୍ତରଣୀ ହିତେ ପରିତ୍ରାଣକରଣେ ସମ୍ମର୍ଥ । ପୁତ୍ରହେତୁ ରମଣୀରା ପତିଶ୍ରୀଯା ଓ ଅଂଦରଣୀଯା ହନ । ସନ୍ତାନ-ଶୂନ୍ୟ ଗୃହେ ଆର ଶଶାନେ କିଛୁଇ ବିଶେଷ ନାହିଁ । ଯେ ଗୃହ ବାଲକ ଦ୍ୱାରା ପରିବୃତ ନା ହଇଯାଛେ, ମେହି ଗୃହ ଜନଶୂନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଦୀପଶୂନ୍ୟ କୁଟୀର, ଓ ତାରକଶୂନ୍ୟ ଚଙ୍ଗୁଃ ଦ୍ଵରପ । ସମୁଦ୍ର ସେମନ ସକଳ ରତ୍ନେର ଆକର ହଇଯାଇ ଶବଣାଶ୍ରୁ-ଦୋଷେ ମହୁଧ୍ୟେର ପାନ୍ୟୋଗ୍ୟ ନହେ ; ଗୃହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନେ ମୀନେ କୁଲେ ଶୀଳେ ଶୁନ୍ମପନ୍ନ ହଇଯା, ପୁତ୍ରବିହୀନ ହିଲେ ତଜ୍ଜପ ପିତୃଧାମେର ଅର୍ଥୋଗ୍ୟ ହନ । ଗଜହିନ ପଳାଶ ପୁଲ୍, ଅସାର

ଫଳଶମ୍ୟ, ନିର୍ବାତାଯନ ଅଟ୍ଟାଲିକା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ମମୁଷ୍ୟ ଶୋଭନତମ ହଇଲେଓ ଯେମନ ଗ୍ରାହ ନହେ; ଜ୍ଞାନା ସର୍ବୋତ୍ତମାନ୍ତ ଗୁଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଯାଏ ପୁରୁଷତ୍ବ ନା ହଇଲେ, ସେଇକ୍ରପ ଅନାମୃତା ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତ ଓ ପିତ୍ତ ଉଭୟ କୁଳେର ଅଶେଷ ଦୁଃଖେର କାରଣ ହଇଯା ଉଠେ ।” ରାଜା ଏହି ମାତ୍ର କହିଯା ମୌନାବଳସ୍ଥନ କରିଲେନ ।

ମହାମନ୍ତ୍ରେର ମୁଖ ହଇତେ ଏତାଦୃଶ କ୍ଷୋଭଶୁଚକ ଦୁଃଖରୁଦ୍ଧର୍ମ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହଇଯା ରାଜଦାରାର ସ୍ଵକୋମଳ ସବଳ ହୁଦୟେ ତୀଙ୍କ୍ଷାକ୍ରମ ସ୍ଵର୍ଗ ବିନ୍ଦୁ ହଇଲ । ତଥନ ତିନି, ଏକବାରେ ଦୁଃଖେର ସାଗରେ ନିମଶ୍ମା ହଇଯା ଅନ୍ତର୍ବାିଷ୍ଟଭରେ କର୍ତ୍ତାବରକାପ୍ରାୟ ହଇଲେନ, ଏବଂ ରାଜାକେ ଏକଟା କଥାଓ ନା କହିଯା ନିର୍ଜନ ନିକେତନେ ପ୍ରହାନ୍ତ କରିଲେନ । ରାଜା ଅନେକକଷଣ ଦୁଃଖମାନ ଥାକିଯା, ତୀହାର ବାକ୍ୟେ ମହିଷୀ ମନଃପୀଡ଼ା ଥାଇଯାଛେନ ଏହି ଅମୁଶୋଚନା କରିତେ କରିତେ, ଶୟନାଲୟେ ଅବେଶ କରିଲେନ ।

ମହିଷୀ ଧରାସନେ ବସିଯା ବାମ କରେ କପୋଳ ବିନ୍ଦୁକୁ କରିଯା, ଆପନାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ବିଷୟେ ଭାବନା କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ତୀହାର ନୟନଯୁଗଳ ହଇତେ ଅନର୍ଗଳ ଅଞ୍ଚଧାରୀ ନିର୍ଗତ ହଇଯା ବାମଭୂଜ ବହିଯା ଚଲିଲ । ସେଇ ସମୟେ ଭାବ ଭାବନା କରିଲେ ବୋଧ ହୟ, ଯେମ ପଞ୍ଚାସନା ମଦ୍ଦାକିନୀ ମୃଣାଳ-ବାହିନୀ ହଇଯାଇଲେନ । ଏହିକ୍ରପ ଅବସ୍ଥାଯ ତିନି ଧରା-ଶୟାମ ନିଜ୍ଞାଗତ ହଇଲେନ, ଏବଂ ଯାମ୍ବିନୀ ଅବସାନ ହଇବାର କିଞ୍ଚିତ ପୂର୍ବେ ସ୍ଵପ୍ନେ ଏକ ଆଶ୍ରତ୍ୟ ବ୍ୟାପୀର ଦର୍ଶନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ଏକ ବହା-ତେଜସ୍ଵୀ ତାପସ୍ୟ ଯେନ ତୀହାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହଇଯା ମଧୁରଦଙ୍ଗାବ୍ୟଥେ ରହିତେଛେ, “ବଂସେ ! ଆର ବିଶ୍ଵାପ କରିଓ ନା, ଆମି ତୋଯାର ମନୋହଃଥ ଦୂରୀକରଣାଭିଲାବେ ନର-ଜୁଲ୍ଲଭ ହୁଇଟି ମନୋ-

হৰ ফল আনিয়াছি, প্রহণ কর ;” এই বলিয়া দক্ষিণ হস্ত
প্রসারণপূর্বক তাঁহার করে ফল অর্পণ করিতেছেন, এই
কালে মহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল ।

স্বপ্নে এইজন আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করিয়া রাজ-জায়া
বিশ্বযোৎসুকলোচনে চতুর্দিকে দৃষ্টি করিতে গাগিলেন । কিন্তু
কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল প্রাতঃসময়ের শীতল
সমীরণ সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গ সুশীতল ও রোমাক্ষিণ
করিতেছে অমুভব করিলেন, এবং নিকটে কেহই নাই
পূর্বের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এইমাত্র
দেখিতে পাইলেন । অমনি রাত্নত্বস্তু হইয়া গাত্রোথান
করিয়া, দুঃখের দুঃখী স্বরের স্বীকৃত প্রিয়তমা শাস্তা দাসীকে
নিকটে ডাকিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কহিলেন । শাস্তা অতিবৃক্ষ ও
বুদ্ধিমতী, সুতরাং স্বপ্নের মর্ম অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া,
মহাস্যবদনে কহিলেন, ঠাকুরাণি ! ভগবান् আপনার প্রতি
প্রেম হইয়া ফলপ্রদানে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, এ ক্ষণে
ষষ্ঠী দেবীর স্থানে গলবদ্ধে প্রার্থনা করুন, তিনি আপনার
স্বপ্ন সমূলক করিবেন ।

অন্তঃপুর-মধ্যে পরম্পর এই কথার আন্দোলন হওয়ায়
রাজাৰ কৰ্ণ-গোচৰ হইল । যেমন অনাবৃষ্টিতে বিনুমাত্র
মেঘবারি পতিত হইলে, চাতকেৱ নিৱাশ চিত্তে আশালতা
অঙ্গুরিত হইতে পাকে, তজ্জপ মহারাজেৰ হতাশ চিত্তে
কিঞ্চিত্যাত্ম আশাৰ সঞ্চাৰ হইল ।

বাপু সকল ! স্বৰ্থ দুঃখের অবস্থা চিৱকাল সমান যাব না ।
দুঃখাস্তে স্বৰ্থের উদয় এবং স্বৰ্থাস্তে দুঃখের ভাৱ অবশ্যই বহু-

କରିତେ ହୟ । ଅତେବ ଅତିମାତ୍ର ବିପଦ ଉପଶିତ ହଇଲେ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟବଲସନେ କାଳପ୍ରତୀକ୍ଷା କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଦେଖ, ମହାରାଜ ଜୟସେନ ଓ ଏକାଳପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବଲସନେ ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଯାଇଲେ-ବୁକ୍ଷେ ମାନବହର୍ତ୍ତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଲେନ, କେନନା କିମ୍-ଦ୍ଵିବନାନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କନା ହେମବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ହଇଲେନ ।

ଗର୍ଭାଧାନେ ଶଶିକଳା-ସନ୍ଦର୍ଭ ରାଜ-ଲଲନାର ମୁଖଶ୍ରୀ ବୁନ୍ଦି ପାଇତେ ଲାଗିଲ । ତିନି ମଧୁର-ରସାୟନ-ବିରତା ହଇଯା ଦର୍ଶକ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଅମ୍ବରଦୀର୍ଘାଦେ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛାବତୀ ହଇଲେନ, ଅପୂର୍ବ ପଲ୍ୟଙ୍କୋପରିଭାଗ ପରିତାଗ କରିଯା, ଧରାତଳେ ଅଞ୍ଚଳ-ଶୟାମ ଶୁଦ୍ଧକର ବୋଧ କରିତେ ଲାଗିଲେନ, ଏବଂ କ୍ରମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭ ହଇଲେନ ।

ମହିଷୀର ଅସବ-ବେଦନା ଉପଶିତ, ରାଜୀ ଏଇମାତ୍ରଶ୍ରବଣେ ଅମୋଦ-ବାଟିକା ପ୍ରବେଶପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟମନଙ୍କେର ମତ, କଥନ ବାହିରେ କଥନ ଅନ୍ତରେ ଗମନାଗମନ କରିତେଛେନ । ଇତିମଧ୍ୟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ-ନିକାକେ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତଗାମିନୀ ଦେଖିଯା ଅଗ୍ରମର ହଇଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, ବ୍ୟଙ୍ଗନିକେ ! ସମାଚାର କି ? ଅତିବେଗେ ଗମନ କରାତେ ମେ ତ ତଥନ କିଛୁଇ ବଲିତେ ପାରିଲ ନା, କେବଳ “ମହାରାଜ !” ଏହି ସମ୍ବେଦନେ ସଥନେ ନିଶ୍ଚାଳ ପ୍ରେସନ ତ୍ୟାଗ କରିତେ ଲାଗିଲ । ଶେହେର ଧର୍ମଇ ଜନିଷ୍ଟାଶଙ୍କା, ଇହାତେ ରାଜୀ ଏକେ ଆର ବିବେଚନା କରିଯା ତାହାର ମୁଖପାନେ ଚାହିଯା ଥାକିଲେନ । ପରେ ମେ ଗତକ୍ରମ ହଇଯା କହିଲ, “ଆପନାର ଏକଟୀ ଶୁକ୍ଳମାର ହଇରାହେ ।” ରାଜୀ ଆଶାହୁରୂପ ଶୁଭ ସଂବାଦ ଶ୍ରବଣେ

* ଚିତ୍ତରଥ ଗଞ୍ଜରପତି ଦେଇ ଅଦ୍ୟାମନ୍ୟ ହରକର୍ମେର ପ୍ରାୟଚିତ୍ତବ୍ୟକ୍ରମ କଠୋର ଜୀବନ-କୋରାଯାମ୍ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।

ସୁର୍ରତ୍ତିଚିତ୍ରେ ଆପନାର କର୍ତ୍ତତ୍ତ୍ଵିତ ବହୁମାୟ ମଣିମର ହାର ସଂବନ୍ଧରେ ଲାଗିନୀକେ ପୁରୁଷାର କରିଯା ଅବିଲମ୍ବେ ଅନ୍ତଃପୂରେ ଥମନ କରିଲେନ । କୁମାରେର ଶୁକୁମାର ମୁଖ-ଚଞ୍ଚଳା-ନିରୀକ୍ଷଣେ ତୋହାର ହନ୍ଦମୁଦ୍ରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା । ତଥନ ତିନି ନିମେଷଶୂନ୍ୟଲୋଚନେ ବାରଙ୍ଗବାର ଦେଇ ଚଞ୍ଚଳା ଅବଲୋକନ କରିଲେ ଲାଗିଲେନ, କିନ୍ତୁ ତୋହାର ମେତ୍ର-ପିପାଦା ଜ୍ଞାନେ ବଲବତ୍ତି ହେଲେ ଲାଗିଲା । ଫତ୍ତାର ଦେଖେନ ତତ୍ତ୍ଵର ଅଭିନବ ବୋଧ ହସ୍ତ, ଏବଂ ଦେଇ ଶୁକୁମାର ସୌନ୍ଦର୍ୟ-ଶାଳା ନୃତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଧାରଣ କରିଯା ତୋହାର ଚିତ୍ତ-ପଟେ ଅନ୍ତିତ ହେଲେ ଥାକେ । ରାଜୀ ଆନନ୍ଦେ ବିହଳ ହେଲା କହିଲେ ଲାଗିଲେନ, ସଂସାରୀର ସଂସାର-ଭାବେ ଅଭିମାନ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲା ଯେ ପୁତ୍ରେର ମୁଖ୍ୟବଲୋକନେ ସକଳ ହୁଅ ଦୂର କରେନ, ଯେ ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭିରେ ହେଲେ ପିତୃଲୋକ ପରିତ୍ରପ୍ତ ହନ, ଆମି ଆଜି ଦେଇ ପୁତ୍ରେର ମୁଖ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିଲେଛି, ଅତ୍ୟବେଳେ ଆମାର ନ୍ୟାୟ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ କେ ଆଛେ ?

ପୈତୃକରୀତ୍ୟଗୁମାରେ ଶୁଭ କର୍ମେ ସେ କ୍ରିୟା-କଳାପ କରିଲେ ହସ୍ତ, କାଳକ୍ରମେ ତୋହାର କିଛୁରଇ ଅନ୍ୟଥା ହେଲା ନା । କୁଳାଚାର୍ୟ-ଶ୍ରମକୁତ୍ତେର ଅଲୋକିକ କ୍ରମାବଣ୍ୟ ଦେଖିଯା ବିଜୟଚଞ୍ଜଳି ନାମ ରାଖିଲେନ । କ୍ରବେ କ୍ରମେ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସୋପଯୁକ୍ତ-ବସ୍ତ୍ର ହେଲେ, ନୃପତି ଶୁଭସ୍ତ୍ର-ମାମା ପ୍ରଧାନ ମଞ୍ଜୀକେ ଉଦ୍ୟାନମଧ୍ୟେ ଏକ ବିଦ୍ୟାମଦ୍ବିର ପ୍ରସ୍ତତ କରାଇଲେ ଅଜ୍ଞାନ କରିଲେନ । ମତ୍ରିବର ଶ୍ରପତିକେ ଡାକାଇଯା, ଅସିନ୍ଦିଗ୍ରାମୀମତ ବିଦ୍ୟା-ନିକେତନ ନିର୍ମାଣ କରିଲେ କହିଲେନ । ଶ୍ରପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିନେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଅଟ୍ଟାଲିକା ପ୍ରସ୍ତତ କରିଲ । ଅନ୍ତରେ ରାଜୀ ଧୈର୍ୟଶୀଳ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ, ଧର୍ମ-ବିଭାବ, ରୀତିନୀତିଜ୍ଞ, ଦୂରଦୃଶୀ, କୁସଂକ୍ଷାର-ବିଜୟ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ-ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆଚାର୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଯା ତୀହାର ମହିଷା-
ଧାନେ ପାଠାରେ ପ୍ରତିକେ ସମର୍ପଣ କରିଲେନ । ନଗରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ବିଦ୍ୟାଲୟରେ ତ୍ରୈମାତ୍ର ମହିନେ ମିଲିତ ହିଲ ।

ବାହା ମକଳ ! ଶୁଣିଲେ ତ, ଶିକ୍ଷାଚାର୍ୟର କତ ଶୁଣ ଥାକ୍ତା
ଆବଶ୍ୟକ । ଉତ୍ତରକୁଳ ଆଚାର୍ୟ ନା ହିଲେ, ଶୁକୁମାର-ହଦ୍ଦର
ଶିଶୁଗଣେର ଶିକ୍ଷାକାର୍ୟ ସୁଚାକରିତାପେ ସମ୍ପଦ ହେଯ ନା ; କେନନ୍ତି
ପରିଣାମେ ଶିଷ୍ୟଗମ ଶିକ୍ଷକର ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକରଣ କରେ ।
ଯେମନ ତାତ୍ତ୍ଵପାତ୍ରେ ସ୍ଵର୍ଗ ରାଖିଲେ ସ୍ଵର୍ଗ ତାତ୍ତ୍ଵବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଯ, ତତ୍କର୍ତ୍ତା
ଶିକ୍ଷକର ପ୍ରକୃତି ହୀନ ହିଲେ ଶିଷ୍ୟଗଣେରେ ଚରିତ୍ର ହେଯ ହେଯ,
ଥିଲେ ନାହିଁ । ରାଜୀ ଜୀବନେର ହୃଦୟର ଶିକ୍ଷା-
ଶ୍ରୀଗାନ୍ଧି ଏଥିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାର ମନେ ଜୀବନକ ଆଛେ । ଏକମ୍ଭାବି-
ଆମି ବିଦ୍ୟାଲୟରେ ଉପହିତ ହିଲ୍ଲା ଦେଖିଲାମ, ବାଲକଗମ ଏକା-
ବଳୀ-ହାର-ସ୍ଵର୍ଗପ ବୁଝିକାମାଳାର * ବସିଯା ଆଛେ, ଶିକ୍ଷକଗମ
ସେତ୍ର-ସିଂହାସନେ + ବସିଯା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିଲେଛେ ।
ସହମା ଆମାକେ ସମାଗତ ଦେଖିଯା ତୀହାରୀ ସମୁଚ୍ଚିତ ମୁଦ୍ରାର-
ପୂର୍ବିକ ସ୍ଵାଗତ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ ଏବଂ ବାଲକଗମରେ ବିଦ୍ୟ-
ଲୟରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସଜ୍ଜମୟତକ-ବାକ୍ୟ-ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ଦଶାନ୍ତି-
ମାନ ହିଲ । ଆମି ସହାସନ୍ୟଥେ ତୀହାଦିଗକେ ବସିଲେ ବସି-
ଲାମ । ସକଳେ ଉପରୁଶର କରିଲ । ଅଭିନାଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତି
ଶ୍ରେଣୀତେ ଗମନ କରିଯା ଦେଖିଲାମ ବେଳ, ବେଦାଙ୍କ, ହୃତି, ଭୂଗୋଳ,
ଜ୍ୟୋତିର, ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାର ମାନାପ୍ରକାର ଶାନ୍ତର ଆଶୋଚରୀ
ହିଲେଛେ । ପ୍ରାମାଣେର ଭିନ୍ନିତେ ଚିତ୍ର-ଭୂଗୋଳ ଓ ଚିତ୍ର-ଧୋଗୋଳ

শ্রুতি বিচিৰ চিৰ-ফলকে চিৰিত ৱহিয়াছে। অগ্ৰবিধ্যাত্ মহামান্য পঞ্জিগণেৰ প্ৰতিমূৰ্তি, দেশ-বিদেশীয় নানাজাতীয় জীৱ জন্মৰ অবিকল চিৰ সকল, স্বচ্ছাদৰ্শে আৰুত ৱহিয়াছে; এবং খেতপ্ৰস্তুৱ-নিৰ্মিত ভগৱান্ বালীকি, ব্যাস, পৰাশৰ অভূতি মহাআদিগেৰ প্ৰতিকৃতি দ্বাৰা বিদ্যালয় অপূৰ্ব শোভা ধাৰণ কৱিয়াছে;—হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা জীৱিত থাকিয়া বালকবৃন্দেৰ বিদ্যা-বিষয়ে তত্ত্বাবধান কৱিতে-ছেন। তাহাদেৱ অণীত গ্ৰহণমূদ্যাম গ্ৰহণামৰে পুস্তকতলা-বলীতে * শৰে শৰে স্থাপিত ৱহিয়াছে। বিদ্যালয়েৱ আন্তৰে এক ব্যাঘামালয়, দক্ষিণাংশে সঙ্গীতশালা, উত্তৱাংশে শিল্পালয়, যথানিয়মে প্ৰতিষ্ঠিত আছে। বিজয়চন্দ্ৰ পাঠ্য-শ্যাসে নিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত দিনেই সৰ্বশাস্ত্ৰে সুনীক্ষিত হইলেন। আচাৰ্য্যেৱা তাহাকে কৃতবিদ্য দেখিয়া উপযুক্ত প্ৰশংসাপত্ৰ প্ৰদান কৱিলেন। অনন্তৰ তিনি বিদ্যালয়েৱ উচ্চতম শ্ৰেণীতে উন্নীত হইয়া রাজনিয়ম ও ৱণকোশল শিক্ষা কৱিতে লাগিলেন।

ৱাজাঙ্গনা হেমবতী পুনৰ্গৰ্ভবতী হওয়াৰ চিত্ৰঘজ গকৰ্ব তাহার গৰ্ভে জন্মগ্ৰহণ কৱিয়া বথাকালে ভূমিৰ্ষ হইলেন। গ্ৰহণোন্তু পূৰ্ণেন্দু বিমান-মণ্ডলে প্ৰাকাশিত হইয়া বিমল অতা বিস্তাৱ দ্বাৰা দিয়ণুনীকে আলোকময়ী কৱিলে যেমন ঋমণীয় হয়, সদ্যোজাত স্বত দেইজনপ স্তুতিকাগৃহকে ঋমণীয়

কুরিল। ক্ষুৎপিপাসু দীনজনের অসুস্থলাভের সহিত স্বর্ণ-
লাভ হইলে যেমন পরিত্থিত ও আনন্দ জন্মে, এই শুভ সংবাদ
শ্রবণে রাজাৰও তজ্জপ প্রীতি ও আনন্দ হইয়াছিল। সময়ে-
চিত প্রসব-সংস্কার একে একে সমাধা হইতে লাগিল। কাল-
ক্রমে যে যে ক্রিয়াকলাপ আবশ্যক, সে সমুদায়ই সম্পন্ন
হইল। রাজা পুত্রের স্বরূপ মুখত্বী অবলোকনে বসন্ত-
কুমার নাম প্রদান করিলেন। বসন্তকুমার মাতার হৃদয়-
সরোবরে পঞ্চের ন্যায় অক্ষুটিত হইয়া পিতার নেতৃত্বাল্ল
বর্ধন করিতে লাগিলেন। নৃপাল এইস্থাপে পুত্র-কলাত্তা
লাইয়া নিম্নস্বেগে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন।

বৎস সকল ! পূর্বেই বলিয়াছি, এই পৃথিবীতে স্বৰ্ত্তন
ছাঁথের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। যেমন দিননাথ
অস্তগত হইলে, তামসময়ী যামিনীৰ আগমন হইয়া থাকে,
সেইস্থাপ স্বৰ্তনের অবস্থানে ছাঁথের উদয় হয়। রাজা জয়সেন
নিম্নৎকৃষ্ণে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন, অক্ষয়াৎ
মহিষীৰ হৎপিণ্ড বিকৃত হওয়ায় এক অভূতপূর্ব ব্যাধি
তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি দিনদিন কৃশা ও মলিনা
হইতে লাগিলেন। তাঁহার অপরূপ লাবণ্য আর কিছুই
ধাক্কা নাই দেখিয়া পূর্ণশীকে যেন এককালে কৰ-
লিত করিল। অসিক চিকিৎসকগণ আহুপূর্বিক চিকিৎসা
করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। উত্তরোত্তৰ
ব্যাধিৰ আতিশয্য হইয়া, মহিষী অগ্নিতাপিত পুষ্পের ন্যায়
মলিন ও শয়াগত হইলেন। এবং আসনকালে প্রাণধিক
পুত্রবৃক্ষে নিকটে বসাইয়া, বসন্তকুমারের হস্ত ধরিয়া বিজয়-

ଚଞ୍ଜକେ କହିଲେନ, ବାହୀ ବିଜୟ ! ଦୁରସ୍ତ କାଳ ବ୍ୟାଧିକୁପେ ଆମାକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଯାଇଛେ । ଇହାର କଠିନ ହଣ୍ଡ ହିତେ ଆର ଆମାର ଅବ୍ୟାହତି ନାହିଁ । ବାହୀ ରେ ! ଆମାର ମନେର ବ୍ୟଥା ମନେଇ ଥାକିଲ । ଆମି ତୋମାଦିଗକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯାଇ ଚଲିଲାମ । ତୋମରା ଦୁଟି ଭାଇ ଚାନ୍ଦମୁଖେ ଏକବାର ମା ବଲିଯାଇଲାକ, ଶୁନିଯା ଜନ୍ମେର ମତ ବିଦ୍ୟାମ ହିଁ । ଏହି କସେକଟି କଥା କହିବାମାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ବାର୍ଷି-ଭରେ କର୍ତ୍ତାବରୋଧ ହିଲେ, ତିନି ଚିଞ୍ଚ-ପୁତ୍ରଲୀର ନ୍ୟାୟ, ପୁତ୍ରଦିଗେର ପାନେ ଚାହିୟା ରହିଲେନ । ବିଜୟ-ଚଞ୍ଜ ମାତାର ଏତାଦୃଶ ବିଲାପବାକ୍ୟଶ୍ରବଣେ ଓ ତେବେଳୁଟିଟି ଭାବ ନିରୀକ୍ଷଣେ ଅପାର ବିଷାଦ-ସାଗରେ ପତିତ ହିଲେନ, ନୟନ-ସୁଗଲେର ଜଲେ ତ୍ରୀହାର ବକ୍ଷଃତ୍ରଳ ପ୍ରାବିତ ହିଲ । ବସନ୍ତକୁମାର ନିତାନ୍ତ ଶିଶୁ, ମା ବା କି ଜନ୍ୟ କାନ୍ଦିତେହେନ ଏବଂ ଦାଦାଇ ବା କେନ କାନ୍ଦିତେହେନ, ତାହା କିଛୁଇ ବୁଝିତେ ନା ପାରିଯା, କେବଳ ତ୍ରୀହାରା କନ୍ଦିତେହେନ, ଅତଏବ ମା ମା ବଲିଯା ଉଚ୍ଚେଃସ୍ଵରେ ରୋଦନ କରିତେ ଲାଗିଲ ।

ଆହା ! ଅପତ୍ୟମେହେର କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ! ମହିଦୀର ତ ଆର ଅଧିକକ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, କ୍ରମେ ମୃତ୍ୟୁଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇତେ ଲାଗିଲ ; ତଥାପି ଆଗାଧିକ ପୁତ୍ରବୟେର ବ୍ୟାକୁଲାବସ୍ଥା, ଉପହିତ କଟ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ବିଧିକ ବୋଧ ହିଲ । ତିନି ରୋଦନ-ବଦନେ କହିଲେନ, ବାହୀ ବନ୍ଦତ୍ତ ! ଏସ ଆମାର କୋଳେ ଏସ, ଆର କାନ୍ଦିଓ ନା, ତୋମାର ଭୟ କି ? ଅନ୍ତର ବିଜୟଚଞ୍ଜକେ କହିଲେନ, ବାହୀ ! ତୁ ମିଓ କି ପାଗଳ ହିଲେ ! କୋଥାର ବନ୍ଦତ୍ତକେ ସାଙ୍ଘନୀ କରିବେ, ନା ଆପନିହି ଅଧେର୍ଯ୍ୟ ହିଲେ ! ଛି ଛି ! କାନ୍ତ ହୁଁ, ବନ୍ଦତ୍ତକେ କୋଳେ ଲାଇଯା ଅଭାଗିଲୀକେ

ଚରିତାର୍ଥ କର । ଏହି ବଲିଯା ବସନ୍ତକୁମାରକେ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରର ହଞ୍ଚେ ସମର୍ପଣ କରିଯା କହିଲେନ, ଆମାର ଜୀବନେର ଜୀବନ ଅଞ୍ଚଳେର ଧନ ତୋମାକେ ଦିଲାମ । ତୋମାର ଛୋଟ ଭାଇ ବଟେ, ତଥାପି ମାସେର ମାଥାୟ ହାତ ଦିଯା ଶପଥ କରିଯା ବଳ, ଇହାକେ କଥନ କିଛୁ ବଲିବେ ନା, ମର୍ବଦୀ ନିକଟେ ରାଖିବେ । ବିଜୟ-ଚନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣନୟନେ କହିଲେନ, ମା ! ବସନ୍ତକେ କାହାର ନିକଟେ ରାଖିଯା ଯାନ, ଏ ରୋଦନ କରିଲେ ଆମି କି ବଲିଯା ବୁଝାଇବ । ଏଇମାତ୍ର କହିଯା ଉତ୍ତରୀୟବସନ୍ତାଞ୍ଚଳେ ମୁଖାଚ୍ଛାଦନ-ପୂର୍ବକ ହରଶଦେ ରୋଦନ କରିଯା ଉଠିଲେନ । ରାଜୀ ମହିଷୀର ବିଲାପେ ଓ ପୁତ୍ରବୟେର କ୍ରମନେ ସାତିଶୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହଇଯା ରୋଦନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।

ଶାସ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷ୍ମାଂ ଦୂର ହିତେ କ୍ରମନେର ଧରନି ଶୁନିଯା ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଆସିଯା କହିଲ, ଆ ! ତୋମରା କି ସକଳେଇ କିମ୍ପ ହଇଯାଛ । ମା ଠାକୁରାଣୀ ଏକେ ବ୍ୟାଧିର ଜାଲାର ଅଷ୍ଟିର, ତାହାତେ ଆବାର ତୋମରା କାନ୍ଦାକାଟି କରିଯା ଆରଙ୍ଗ ବ୍ୟାକୁ-ଲିତା କରିତେଛ ; ଇହାରା ତ ଛେଲେ ମାତ୍ରୟ, କାନ୍ଦିତେଇ ପାରେ ; ମହାରାଜ ଇହାଦିଗକେ ସାତ୍ତନା କରିବେନ, ନା ଆପନିଷ ଛେଲେର ଯତ ହଇଯାଛେନ । ଏଇକ୍ଲପ କହିତେ କହିତେ ଷାଟ୍ ଷାଟ୍ ବଲିଯା ବସନ୍ତକୁମାରକେ କ୍ରୋଡ଼େ କହିଯା କହିଲ, ବାହା ରେ ! ଚୁପ କର, ଆର କାନ୍ଦିଷ ନା, ତୋମାର ମା ଏଥରି ଭାଲ ହଇ-ବେନ । ପରେ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରର ହଞ୍ଚ ଧରିଯା କହିଲ, ବାହା ବିଜର ! ତୁମି ତ ଅବୋଧ ନାହିଁ, ତୋମାକେ ଆର କି ବୁଝାଇବ, ଏଥନ ତୋମାର କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଦେଖିତେଛ ନା ତୋମାର ମା କେବଳ ସବୁଟେ ପଡ଼ିଯାଛେନ, କାନ୍ଦିଲେ ଆର କି ହିବେ ବଳ,

এক্ষণে পুত্রের যে কর্তব্য তাহাই কর । শাস্তা এইরূপে একে একে সকলকেই সাস্তনা করিল ।

রাণী শাস্তা আসিয়াছে জানিতে পারিয়া, নিকটে বসিতে কহিলেন । শাস্তা নিকটে বসিলে, কাতরস্বরে কহিলেন, শাস্তে ! আমি সংসারের তাৰৎ ভাৱ হইতে অবস্থত হইলাম । তোমাকে যদি কখন কিছু বলিয়া থাকি, সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া, জন্মের মত বিদায় দাও । অধিক আৱকি বলিব, আমাৰ বিজয়-বস্তু আজি হইতে তোমাৰ হইল । এই সংসারে, আমাৰ বলিয়া, উহাদিগের মুখ-পানে চায় এমন কেহই নাই, তুমি মা হইয়া পাঁচন কর । এইরূপ কহিতে কহিতে রাজাৰ দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াৰ কহিলেন, মহারাজ ! এ অভাগিনী আপনাৰ দাসী হইয়া অনেক শুধুমাত্রে কৃত ক্ষমতা ক্ষেত্ৰে নাই ; এক্ষণে আমাৰ আসন্ন কাল উপস্থিত, যদি কখন কোন অপরাধ করিয়া থাকি, দাসীকে অভয়দানে মার্জনা কৰন । আপনি ভূপতি, মনে কৰিলে আমা হইতে শত গুণ-বৃত্তি পাইতে পারিবেন ; কেবল আমাৰ বিজয়-বস্তুই মাত্র-হীন হইল, তাহারা আৱ মা পাইবে না ; আপনি পাছে তাহাদিগকে বিশ্বত হন, আমাৰ এই আশক্তা হইতেছে । দেখা সাক্ষাৎ যা হইবাৰ জন্মের মত হইল । এই বলিয়া রাণী নিষ্ঠক হইলে, রাজা দীৰ্ঘ নিঃখাস পরিত্যাগপূৰ্বক রোদন কৰিতে লাগিলেন ।

জ্ঞে রাজীৰ নিঃখাস প্রশ্বাস কুকু হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে আণবায়ু বায়ুৰ সহিত মিলিত হইল ; ক্ষেপণ

ଆୟାମଗୀ ଛବିମାତ୍ର ଧୂଳାୟ ଧୂରିତ ହିତେ ଲାଗିଲ । ପୁର-
ବାମିନୀଗଣ, କେହ ବା ହା ମାତଃ ! କେହ ବା ହା ରାଜମଙ୍ଗି ! କେହ
କେହ ପ୍ରିୟମଧି ! ସର୍ବୋଧନେ ଉଚ୍ଛେଷ୍ଟରେ ରୋଦନ କରିତେ
ଲାଗିଲ । କେହ ବା ତୋହାର ମୃତ-ଶରୀରୋପରି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ
ଅକ୍ଷପାତ କରିଯା ଅନ୍ତେର ଧୂଳା ଧୂତ କରିତେ ଲାଗିଲ । ଏହି-
କଲପେ ସକଳେର ଶୋକାନଳ ଅନ୍ତିମ ହିତେ ଉଠିଲେ ବିଜୟଚଞ୍ଜଳି ଓ
ବନସ୍କତୁମାର ମା, ମା, ଶକ୍ତ କରିଯା ତାହାତେ ରୋଦନାହତି
ଆନାନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।

ଅଜେଖର ପ୍ରଗୟିନୀର ବିଯୋଗେ ବାକୁଳ ହିତେ ଦଶ ଦିନ୍
ଶୂନ୍ୟ ଦେଖିତେ ଲାଗିଲେନ । ତଥନ ତିନି, ଶୁଦ୍ଧେର ଅବହାୟ
କି ହୁଃଥେର ଦଶାୟ, ଲୋକାଳୟେ କି ବିଜନ ବନେ, ନିଦ୍ରାବହାୟ
କି ଜାଗ୍ରତ-ଅବହାୟ, ଶୂନ୍ୟଗଥେ କି ଧରାତଳେ, ଆଛେନ, କିଛୁଇ
ନିଶ୍ଚଯ କରିତେ ପାରିଲେନ ନା । କଥନ କହିତେ ଲାଗିଲେନ,
ପ୍ରିୟେ ! କୋଣାଯ ଯାଓ, ଆମାକେ ଛାଡ଼ିଯା ଯାଇତେ ପାରିବେ ନା ;
ସଦି ନିତାନ୍ତଇ ଯାବେ, ତବେ କିଞ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆମିଙ୍କ
ତୋମାର ଅମୁଗ୍ଯମନ କରିତେଛି । କଥନ, ହା ସତି ! ତୁମି କି
ନିଷ୍ଠୁର, ଆମାକେ ଅଗ୍ରପାଶେ ବନ୍ଦ କରିଯା ଏଥନ କୋଥାର ଯାଇ-
ତେବେ ଆମି ତୋମା ବେଇ ଜାନି ନା, ଚିରକାଳ ଏକତ୍ର ଛିଲାମ,
ସାଇବାର ସମୟ ଅପରିଚିତତ୍ବେ କିଛୁଇ ବଣିଲେ ନା, ଆମି କି
ଅପରାଧ କରିଯାଇ ? ଆର, ସଦି ଅପରାଧୀ ହିତେ ଥାକି, ତାହା
ହିଲେ ପ୍ରେମାଦୀନକେ ଏକଥ ହୁଃମହ ଯାତନୀ ଦେଓଯା ଉଚିତ
ନୟ । ତାଳ, ଆମାକେଇ ସେନ ବିଶେଷ ଅପରାଧୀ ଜାନେ ପରି-
ତ୍ୟାଗ କରିଲେ, ବଳ ଦେଖି, ତୋମାର ପୁତ୍ରୋଙ୍କ କି ଅପରାଧ
କରିଯାଇଛୁ, ତୁମି ତାହାଦିଗଙ୍କେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା କେନ ଯାଇ-

ତେବେ ? ତୁ ମି ତାହାଦିଗକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ଯାଇତେହ, ତଥାପି ତାହାରା ଦୀନନୟନେ ତୋମାପାନେଇ ଚାହିୟା ଆଛେ । ନରନେ-ଶୀଳନପୂର୍ବକ ଏକବାରରେ ଦେଖିଲେ ନା ?

ମହାରାଜ କରୁଣସ୍ଵରେ ଏବଂବିଧ ନାନାଅକାର ବିଲାପ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଭାବକ ଅମାତ୍ୟବର୍ଗ ମହିସୀର ଶବ୍ଦରେ ଲାଗିଲେନ । ଭୂପତି ପ୍ରଗମ୍ଭିତୀର ବିଯୋଗେ ଶୋକାଗାରେ ଶୟନ କରିଲେନ, ଏବଂ ପୂର୍ବାପର ସମସ୍ତ ବ୍ରତାଙ୍କ ସତହି ତାହାର ଶ୍ରତିପଥାକ୍ରତ୍ତ ହଇତେ ଲାଗିଲା, ତତହି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହଇଯା ଶୋକ-ସାଗରେ ନିଷୟ ହଇତେ ଲାଗିଲେନ ।

ପ୍ରଥାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରନାଥକେ ଶୋକାଗାରେ ଶୟାନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଯା, ପ୍ରାଞ୍ଚଲ-ପୂର୍ବକ କହିତେ ଲାଗିଲେନ,—ମହାରାଜ ! ସାଂସକ୍ରାନ୍ତିକ ଅସାର ମାଯାରେ ମୁଖ୍ୟ ହଇଯା କେନ ଶୋକ-ସନ୍ତାପ ବିନ୍ଦୁର କରିତେଛେ ? ଏହି ଯେ ସଂସାର, କେବଳଇ ସଂସାର । ଯେମନ୍ତ ଶାଟ୍ଯାଶାଳାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳ୍ୟଗଣକେ ନାନାଅକାର କୌତୁକାବହ ବେଶ-ଭୂଷଣ ଧାରଣ କରାଇଯା, ପାର୍ଵତୀ ଦର୍ଶକଦିଗେର ଚିତ୍ରବିନୋଦ-ନାର୍ଥ ନାଟକେର ଭାବାନ୍ତୁମାରେ ଅଭିନୟାରନ୍ତ କରେ, ଅଭିନୟାକାରୀଦିଗେର କେହ ଅଥବା ବ୍ରଜାଣ୍ଡେର ଏକାଧୀଶର ହଇଯା ମଣିମନ୍ଦିର ସିଂହାସନେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୟ, କେହ ଜନଶୂନ୍ୟ-ଉପବୀପ-ବାସୀର ନୟାର ସନ୍ତାପ ଶ୍ରକ୍ଷମ କରେ, କେହ ପୁତ୍ରଶୋକେ କାତର ହଇଯା ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଘ କରିତେ ଥାକେ; କେହ ଚିତ୍ରଶୋଭିଗୀ ପ୍ରବିନ୍ଦିତ ବିରହ-ବେଦନାଯା ବ୍ୟାକୁଳ ହଇଯା ଉତ୍ସନ୍ତପ୍ରାୟ ହୟ, ଏବଂ କେହ ଯା ହୃଦୟଶୋକ-ବିନୋଦନ ଶୁଦ୍ଧ-ବର୍ଜିନ ବଜ୍ରର ମଞ୍ଚିଲନେ ଚିତ୍ରବଳ ଅକାଶ କରିଯା ଥାକେ; ଏହିଜ୍ଞାପେ ନିର୍ମିତ ମମର ଅଭିଦ୍ୟାହିତ

হইলে যাত্রা-ভঙ্গ হয়। তখন কোথা রাজা, কোথা প্রজা, কোথা শোক, কোথা হৃষি, কিছুই থাকে না। বিবেচনা করিলে এই সংসারও তক্ষণ নাট্যাশাল। আপন আপন কৰ্ম-বেশ ধারণ করিয়া জীবগণ নিরস্তর নাট্য-জীড়া করিতেছে, সুতরাং কার্যাত্ম্বে প্রস্থান করিবে; এজন্য শোকৰ হৰ্ষে গ্রহণ কি?

হে অমুজেষ্ট ! আপনি জ্ঞানী হইয়া কিছেতু বিরহ-মিকারে বিচলিতচিন্ত হইতেছেন, এবং অপ্রয়োজন শোক ও অনর্থক অবসান প্রকাশ করিতেছেন ? এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি কার, আপনার কে, আপনা আপনি আপনাকে অপদার্থ বিবেচনায় শোক-সাগরে নিপত্তি করিতেছেন। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মুক্তি, ব্রোং, যে কালে এই পঞ্চ বিকৃত হইবে, সেই কালে এই প্রপঞ্চময়ী পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সকলেই করাল-কাল-কবলে পতিত হইবেন। তন্মিতি অহরহঃ বিরহহৃথ প্রকাশ অতি অকর্তব্য।

হে সার্বভৌম ! সত্ত্ব, রঞ্জঃ তমঃ, পৃথিবী এই জিশুণান ধূর ; এবং পরিবর্তন ভাহার স্বভাব। সুতরাং জ্ঞানীর্জন্ম মূরীভূত হইয়া, বাবতীয় জীব অস্ত এবং বৃক্ষলতাদি অভিনব কৃপ ধারণ করিতেছে। বাস্তবিক, অনন্তত্বকাণ্ডপতির সুকোশল-সম্প্রয় পরমার্থস্থ নিধিল ব্রহ্মাণ্ড-বিষয়ে চিন্তা করিলে, একবারে নির্মল আনন্দনীরে নিয়ম হইতে হয়, এবং তত্ত্বিক অমুধাবনপূর্বক অবলোকন করিলে, বিষয়া-প্রমাণ না হয়, এবং ব্যক্তিই বিরল। মহারাজ ! সহসা মৃক্ষেরই অস্তঃকরণে বিবেক বৈষ্ণবগু উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে।

ক্রিয়ৎক্ষণ হিন্দুস্তানের বিবেচনা করিলে, দেদীপ্যমানবৎ-প্রকাশিত হইবে বে, এই মহীমগুলে সকলই পরিবর্তন-প্রবর্তন ও সকলই অনিত্য। হাব ভাব রূপ লাভণ্য বিষয়ে পরিবর্তন হইতেছে। দৈর্ঘ্য গান্ধীর্য গ্রিশ্য মাধুর্য সুখ-স্বচ্ছতা বিষয়ে পরিবর্তন হইতেছে। মান বিষয়ে পরিবর্তন হইতেছে, এবং প্রেমবিষয়ে পরিবর্তন হইতেছে।

উষাকালে গান্ধীর্থান করিয়া কুসুম-বনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে, মকরন্দে পরিপূরিত প্রফুল্ল কুসুম-কলিকা সকল দৃষ্ট হয়। মধুব্রতকুলের মধু-মিশ্রিত আনন্দধৰনিতে প্ররমানন্দরসে চিন্ত অভিষিক্ত হইতে থাকে। স্বাস-কুসুম-বানিত-সুশীতল-সমীরণ-সেবনে সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইলে, কৃতজ্ঞচিত্তে জগত্বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে হয়। কিন্তু মেই প্ররমরমণীয় প্রাণিহর প্রসূনারণ্যে মধ্যাহ্নকালে দৃষ্টিপাত করিলে, অচণ্ড তেজোময় প্রভাকরের করে সমগ্র কুসুমের মলিনত্ব, ষট্পদের তপ্ত-চিন্ততা, মন্দ মন্দ মারুতের উক্তত্ব, ব্যাতীত আর কিছুই অমুভূত হয় না। এবং মেই অচণ্ড তেজোময় রবি মধ্যাহ্নকালে বেঁপুরুষ জ্যোতিশান্ন দৃষ্ট হন, সামাজিক তাঁহারই বা সে প্রথম ময়ুরমালা কোঁখায় থাকে, ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া তিরোহিত হয়। শুল্কা প্রতিপদ্ম হইতে শশিকলা প্রতাঙ্গ ও ক্রমশঃ পৌর্ণমাসীতে বোঝুশ কলা পরিপূর্ণ হইয়া, নির্মল জ্যোতিঃ বিকিরণ দ্বারা ধরণীকে কিরণমণির শোভায় শোভিত করে, এবং মেই সুচারু-চম্পকা-ধ্যানে কুহার অস্তঃকরণে উৎপানন-রসের প্রবাহ অবাহিত না হইতে থাকে। অনন্তর অংশ-পরম্পরার স্বরূপ হইলে,

শ্বেত-তিমিরায়ত অমাবস্যাতে সেই নির্মল দ্যুতির আর কিছুই নির্দশন থাকে না ।

মহুয়েরও বাল্যাবস্থার সহিত কৈশোর, প্রৌঢ় ও বৃক্ষাবস্থার তুলনা করিলে, বোধ হয়, বিশ্ববিধাতার বিশ্বরাজ্য কেবলই পরিবর্তনশীল । মহুষ্য প্রথমে সংজ্ঞাবিহীন পঙ্কু ও পরাধীন থাকেন । পরে ক্রমে প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইলে বোধ হইতে থাকে, একপ সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্যের মধুর মাঝুর্য্য কখনই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না । কিন্তু বৃক্ষাবস্থার যৌবনাবস্থার সেই সুন্দর রূপ লাভণ্যের স্মৃদৃশ্যতা আর কিছুই দৃষ্ট হয় না । শ্যামবর্ণ কেশ শুভবর্ণ ধারণ করে ; কপোল-কষ্ঠ-পিণ্ডিত লোলিত হয় ; শক্তি-অভাবে তৃতীয়পদতুল্য-যষ্টি-ধারণ আবশ্যক হইয়া উঠে । দশনাভাবে বসনা স্পষ্ট বক্ষুতা করিতে সমর্থ হয় না । এবশ্চকার সঙ্গীব ও নিঞ্জীব সকল পদার্থেরই নিরস্তর পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে । অতএব অনিত্য প্রাণী ও অপ্রাণী পদার্থের বিয়োগে বিছেনহঃথাপন্ন হওয়া বিজ্ঞ লোকের উচিত নয় ।

বদি বলেন, নিয়মকাল প্রাপ্ত না হইতে কালপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ কি ? মহারাজ ! এ বিষয় কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিলে, দেবীগ্যামানক্রপে প্রকাশিত হইবে যে, পরম-কারুণিক পরমেষ্ঠ আমাদিগকে বহুবিধ মনোবৃত্তি অদ্বান্ত করিয়া, বৃক্ষিবৃত্তির সহিত বাহ বস্তসমূদায়ের সম্বন্ধ রাখিয়া, সুচাক্ষ-কৌশল-প্রদানে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎস্বরূপ এই অভিপ্রায় বিধান করিয়াছেন,—যার্জিতবৃক্ষসহকারে সমগ্র মনোবৃত্তি সংকালিত করিয়া, সচ্ছন্দাবস্থার সুস্বরক্রপে স্মৃথসঙ্গেগ কর।

কর্তব্য । আমরা মনোবৃত্তি সকল পরিচালন করিয়া ভোজ্য, ব্যবহার্য সমগ্র সামগ্রী প্রস্তুতকরণপূর্বক বিবিধপ্রকার স্থুৎ জ্ঞানোগ করিতেছি ; হিমাগম-কালে বিচির পট্টবস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া হিমের হিমত হইতে শরীর রক্ষা করিতেছি, এবং রিশেষ বিশেষ আত্মতে বিভিন্ন বীজ রোপণ বা বপন করিয়া, বৃত্তপ্রকার স্থস্থান উদ্ভিদ প্রাণী হইতেছি । তুঙ্গ-শৈলাকাচ হইয়া কাষ্ঠাদি কর্তৃন করিয়া, তরণীগঠনস্থারা ভূরি ভূরি উর্ধ্বমুখী শ্রোভস্থতীর পারাবতীর্থ হইতেছি ; এবং বিকটা-কার মজ মাতঙ্গ, তুরঙ্গতি তুরঙ্গ, বলিষ্ঠ বৃষত, শ্রমশীল উষ্ট্র, সহিষ্ণু গর্দভাদি পশ্চকে যৎসামান্য বোধে বশীভূত করিয়া, স্বস্মনোনীত কর্ষে নিযুক্ত করিতেছি । আমরা অসাধারণ-বুদ্ধিবলে পরমমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের পরমমঙ্গলপ্রদ তৌতিক নিয়ম সকল একপে অবগত হইতেছি যে, অনল-জলাদির নিকট হইতে মানবজ্ঞাতির অতীব সাবধানতা আবশ্যক, কারণ ইহার দ্বারা মনুষ্যের জীবন অনাঙ্গাসে নষ্ট হইতে পারে । আবার এই বুদ্ধি দ্বারা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতেছি ।

দূষিত বায়ু সেবন করিলে এবং আহার-বিহারাদি প্রাতঃ-চিক ক্রিয়ার যথানির্মের কিঞ্চিৎ বৈপরীত্য ঘটিলেই রোগগ্রস্ত হইতে হয় । সেই রোগে উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা শৃঙ্খল না হইলে, স্বতরাং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কারণ হইয়া উঠে । আর, সেই যে ভয়ঙ্কর হৃত্য—যাহার নাম শুনিলে জীবমাত্রেই হৃকস্প হইতে থাকে, কিন্তু কিম্বৎক্ষণ আলোচনা করিলে জাজল্যমানবদে অজীত হইবে, কেন্দ্রে সেই শৃঙ্খলে

জগহিতাতা স্থজন করিয়া জগতের প্রতি অমৃত বর্ষণ করিয়া-
ছেন। কারণ, অচিকিৎস্যরোগগ্রস্ত, ও জলে পতিত হইয়া
খাস প্রধান রুক্ষ, হটলে যে প্রকার অসহ্য বাতন। উপস্থিত
হয়, সেইরূপ বাতনা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধাকিলে, কি কঠের
বিষয় হইত, তাহা বচনাতীত। অতএব করুণাময় পরমেশ্বর
মৃত্যু স্থষ্টি করিয়া এই সকল দ্রঃসহ যন্ত্রণা হইতে জীবগণকে
পরিত্বাণ করিবার উপায় করিয়াছেন। তদ্বিমিত শোকাম
কুল হওয়া বিজ্ঞ মহুষোর কথন উচিত নয়।

মন্ত্রীর প্রবোধবাক্যে রাজার অস্তঃকরণ অনেক সুস্থির
হইল। তখন তিনি শাস্তাকে ডাকাইয়া কহিলেন, শাস্তে !
আমার বিজয়-বসন্ত তোমার হইল। তুমি একালপর্যন্ত
পালন করিয়াছ, এইহেতু ইহারা তোমাকে 'আরি' সম্বোধন
করিয়া থাকে; এক্ষণে অতিপালিত ধন অতিপালন কর।
আমার বলা বাছল।

শাস্তা কহিল, মহারাজ ! বিজয়-বসন্তের জন্য আপনি
চিন্তা করিবেন না। এ ক্ষণে এই প্রার্থনা, আপনি সুই
হইয়া রাজ-কার্য করিন। শোক করিলে আর কি হইবে,
বিধাতার নির্বক কথন ধনুন হয় না। এ ক্ষণে প্রায় সকল
ঘরেই এইরূপ হইতেছে।

অনস্তর শাস্তা অস্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া বিজয়চন্দ্র ও
বিসন্তকুমারকে লইয়া বহির্বাটার এক প্রকোঠে বাস করিতে
আগ্রিম।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

একদা ভূপতি বিচারাসনে আসীন হইয়া ন্যায়ান্যায় বিবেচনা-পূর্বক বাদী ও প্রতিবাদীর অভিযোগের বিচার করিতেছেন, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া অবনতশিরে নিবেদন করিল—মহারাজ ! আপনার কুলপুরোহিত উগবান্ধোম্য বহির্বারে দণ্ডায়মান আছেন, আদেশ হইলে আনিয়া আশীর্বাদ করেন। মহীপাল সম্মান-পূর্বক আনিতে আজ্ঞা করিলেন। পুরোহিত রাজ-সন্নিহিত হইয়া আশীঃপুণ্য প্রদান করিতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। রাজা প্রণিপাত-পূর্বক কুসুম গ্রহণ করিয়া, আসন গ্রহণ করিতে আহিলেন। ধৰ্মিবর মণিময়-চতুর্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন। এই কালে সভা-ভঙ্গ-স্থচক দুলভিন্নবনি হইল, পাত্র-মিত্র প্রশ্নকর লেখক প্রভৃতি কর্ম্মকর ও কর্ম্মচারিগণ প্রস্থার করিলেন।

ধৰ্ম্য ধৰ্মিবর রাজাৰ অবকাশ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এ ক্ষণে তাঁহাকে নির্জনে পাইয়া কহিলেন, মহারাজ ! লক্ষ্মী-স্বরূপণী রাজীৰ পুরস্কোকপ্রাপ্তি হওয়াৱ, আমি জীবন্ত তবৎ হইয়া আছি। সাধ্য কি, সকলই জীবন্তের নিয়মাধীন, চিন্তা করিলে আৱ কি হইবে, উপায়াস্তু নাই। সর্বদা শোকে মগ্ন ধাকিলে নৃপতিৰা শুচাঙ্গৰ্হপে রাজকার্য পর্যাপ্তোচ্চ।

করিতে পারেন না, সুতরাং রাজ্যমধ্যে অবিচার হইয়া উঠে। অনর্থক চিন্তা, শরীরের লাবণ্য ও মনের স্থুতি বিনাশ করিয়া মহুষ্যকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে; অতএব এক্লপ চিন্তা পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। কিন্তু মহুষ্য বিষয়-কর্মাদি হইতে অপসৃত হইয়া একাকী থাকিলে চিন্তা স্বত্বাবতই সহচরী হয়। এক্লপ অবস্থায় কেবল প্রিয়তমা সহধর্মীনীই মধুর বাক্যালাপে চিন্ততোষণ করিয়া চিন্তা দূর করিতে সমর্থ। সহধর্মীনীর সহিত সতত বাস করিলে পুরুষ কখনই ব্যভিচার আশ্রয় করে না। অতএব এ ক্ষণে এই অনুরোধ, পুনর্বার পাণিগ্রহণ করুন। রাজা কহিলেন, তেগবন্ন! আপনার বাক্য শিরোধার্য; কিন্তু অনেক কাল গত হইয়াছে, বৃক্ষকালে এমত অনুমতি করিবেন না; পুত্র-প্রয়োজনে ভার্য্যা; দীঘরেচ্ছায় আমার ছাইটা পুত্র জন্মিয়াছে, এক্ষণে আর পরিণয়স্থল্যে বদ্ধ হওয়া শ্রেষ্ঠ: নহে।

পুরোহিত কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া পুনর্বার কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা কহিতেছেন যথার্থ, কিন্তু গৃহা-শ্রমীর এ নিয়ম অবলম্বন করা উচিত নয়; কারণ, সংসারান্তরে নারী শ্রেষ্ঠতরা, স্ত্রীহীন গৃহ শুশান্তুল্য। স্ত্রীর গৃহের শ্রীস্বরূপা; বিবেচনা করিলে, স্ত্রীতে আর কীভে কিছুই বিশেষ নাই। পুরুষ নিজ পুণ্যবলে যদি সাধুবী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরিণামে বিপক্ষ হবে না। অগ্রে পতির মৃত্যু হইলে, সতী তাহার অমৃগা, মিনী হইয়া অভয় প্রদান করেন। পতি অতিথোর কল্পে ক্লুষ্টি হইলে, সতী অক্ষতপুণ্যার্থপ্রদানে পতিত পতিকে

শাপপক্ষ হইতে পরিআণ করেন। বিশেষতঃ শূতদ্বার ব্যক্তির সাংসারিক কোন ক্রিয়াকলাপে অধিকার নাই।

হে সার্বভৌম ! সতীর শুণে কত শত মহাপরাক্রমশালী মহাআরাও আত্মরক্ষা করিয়াছেন ! মহাবীর্যা সত্যবান মরেন্তে বিজন বনে প্রাণত্যাগ করিয়াও কেবল পতি-প্রাণ সতী সাবিত্রীর শুণেই পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র সীতা সতীর অনামান্য শক্তিসাহায্যে দুর্জয় দশঙ্কক রাবণকে পরাজয় করেন। মহাধূর্কির পার্থ কেবল বল ভদ্রের অমুঝ। শূতদ্বার শকটপরিচালন-কৌশলে সমুদ্র-সদৃশ যাদব-সৈন্য-দলে জয়ী হইয়াছিলেন। পুরুষ মহারোগাক্রান্ত হইলে, বক্তু প্রতারণা-পূর্বক দূরে পলায়ন করেন, পুরুষ নিকটে আসিতে বিরক্ত হন, কন্যা দূরে থাকিয়াই ক্রুদ্ধ করিতে থাকেন, কিন্তু পতী-প্রাণ। সতী প্রাণকে পরিত্যাগ করেন, তথাপি পতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি পতির জীব্ব দেহ জ্বোড়ে করিয়া শুক্রষা করিতে আরম্ভ করেন। অতএব স্ত্রী সম্পদের শ্রী, বিপদের আশ্রয় এবং আর্তহনের জননীশুরুপ। মহারাজ ! এমন স্ত্রী-গ্রাহণে আপনি কখন অসম্ভত হইবেন না।

পুরোহিতের এতাদৃশ-বাক্য-শব্দে রাজা দাব-পরিগ্রহে সম্মত হইলেন, এবং ধোঁয়াও স্বষ্টানে প্রস্থান করিলেন। শাস্তা তাঁহার পরিণয়সূচক কথার আন্দোলন জালিতে পৌরিয়া, একদা বিজন নিকেতনে বিষ্ণবদলনে কহিল, মহারাজ ! অঙ্গীতি বর্ষে কি আবার আপনার বিবাহ দেখিতে হইবে ? অথন কি আপনার আর ইহা সার্জে ? দ্বিতীয়েছার বিজয়চতুর্থ

ବିବାହେର ସୋଗ୍ୟ ହେଇଥାହେନ, ଆପନି ତୋହାର ବିବାହ ଦିଯା ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଅବଶେଷ କାଳ ସାପନ କରିତେ ପାରେନ । ଆପନାର ପକ୍ଷେ ଏଥନ ତ ଇହା ଭାଲ ଦେଖାୟ ନା । ଲୋକେ ଶୁଣିଲେଇ ବା କି କହିବେ । ଛି ଛି ! ଆପନି କଥନ ଏମନ କର୍ମ କରିବେନ ନା । ଭାଲ, ଜିଜ୍ଞାସା କରି, ମୃତ୍ୟୁର ହଇଲେଇ କି ବିବାହ କରିତେ ହୟ ? କାଳାକାଳ କି କିଛୁଇ ବିବେଚନା କରିତେ ହୟ ନା ? ଆପନି ସର୍ବଶାନ୍ତରଦଶୀ, ଆପନାକେ ଆର ଅଧିକ କି ବଲିବ । ଥାହା କରିଲେ ଭାଲ ହୟ, ତାହାଇ କରନ । ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇକ୍ରପ କହିଲେ, ରାଜୀ ମନ୍ତ୍ରକ ଅବନତ କରିଯା ରହିଲେନ । କିଛୁଦିନ ପରେ ପୁରୋହିତ ରାଜୁସନ୍ନିହିତ ହେଇବା କହିଲେନ, ମହା-ରାଜ ! ଏ କଣେ କେବଳ ଆପନାର ଆଗମନାପେକ୍ଷା, ଆର ସକଳ ଉଦ୍ଘୋଗ ହେଇଥାହେ, ଶୁଭ କର୍ମେ ଆର ବିଲବ କି ? ସେଇ ହୁଲେ ଗମନ କରିତେଓ ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇ ଦିବସ ହେବେ, ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆରୋହଣ କରନ । ରାଜୀ ପୂର୍ବେ ଅସ୍ତ୍ରିକାର କରିଯାଇଲେନ, ଅଗତ୍ୟା ପରିଣୟମୁଚ୍ଚକ ପରିଚନ ପରିଧାନ-ପୂର୍ବକ ଶକ୍ତାରୋହଣେ ଗମନ କରିଲେନ ।

କନ୍ୟାକର୍ତ୍ତାର ନିକ୍ଷେତନେ ନିର୍ମିତ ଦିନେ ଉପନୀତ ହଇଲେ ମକ୍ଲେ ଶ ଶ ସୋଗ୍ୟମୁକ୍ତ ଉପବିଷ୍ଟ ହଇଲେନ । ରାଜୀ ଦେଶ-ଧ୍ୟେବହାରେର ବାଧ୍ୟ ହେଇଯା ଦ୍ଵୀ-ଆଚାର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତଃପୁରେ ଗମନ କରିଲେନ । ମହିଳାଗଣ ମହିପାଳକେ ଦର୍ଶନ କରିଯା କୌତୁକ-ଛଳେ କହିତେ ଲାଗିଲେନ, ଆଃ ! ଈଶ୍ୱରେର କି ବିଡୁଷନା, ଆମା ଦେହ ଛର୍ଜୁମୟୀ କୋମଲାଙ୍ଗୀ, ଲବିନ୍ୟା, ସୁବତ୍ତୀ, ଏ ଦିକେ ତ ସରେର ସର୍ବତ୍ର ଶେଷ । ଅଜ୍ଞେର ଗଲାର କି ଗଜମୁକ୍ତା ସାଜିବେ ? ଏକ ହର୍ଷମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଅଦ୍ୟ କହିଯା ଉଠିଲ, ବିଦିଲ । ତୁମି ମିଳେ କେବେ

রাজা'কে ব্যঙ্গ করিতেছ, রাজা'র দোষ কি? অর্থলোভে ধৰ্মী ব্যৰ্থ হইল। দুর্জয়মী'র পিতা দুর্জয় ও তাহার মাতা দুর্নামী গোপনে কিছু অর্থ পাইয়াছেন, নহিলে কেন বৃক্ষ পাক্ষে সাধের কন্যা সম্পদান করিবেন? অতি স্বশীলা, জ্ঞানবতী এক যুবতী কহিল, হেমলতে! তুমি কেন দুর্জ'রের দুর্নামী রটাইতেছ, লোভে শান্ত্রলোপ হইল। ধৌম্য মুনি লোভে পড়িয়া শান্ত্রলোপের কারণ হইয়াছেন। আমি পতির মুখে শুনিয়াছি, ভগবান् মহু কহিয়াছেন—উন্মত্ত, বধির, থঙ্গ, অঙ্গ, বাল, বৃক্ষ প্রভৃতির বিবাহ করা অকর্তব্য; রাজা'র এ নিয়মের পালন করিয়া থাকেন; কিন্তু ঔষধ রোগনিবারণ করিবে কি, নিজেই রোগগ্রস্ত হইয়াছে। ললনাগণ কৌতুক-ছলে ভূপতিকে এইরূপ তৎসনা করিয়া গমন করিল। রাজা অতিশয় লজ্জিত হইয়া, “ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যথন” এই প্রবোধে বিবাহ কার্যা সম্পাদন করিলেন। পরে অৱাজে অত্যাগমন পূর্বক, রাজ্যশাসনে ও প্রজাপালনে অবৃত্ত হইলেন।

বাছা সকল! শেষ সংসারের কি অন্তর্যনীয় বশীকরণ-শক্তি! অতিমাত্র সবিদ্বান্ত ও জ্ঞানশীল ব্যক্তিও, যেমন বুসে মীন, স্বরে হরিণ, গঁকে ভুঁস, ক্লপে পতঙ্গ, হতজ্ঞান হয়, তদ্বপ নবপ্রণয়নীর প্রেম-পাশে বদ্ধ হন। রাজা জয়সেন ও তরুণ তরুণী'র লাবণ্যে মুক্ত হইয়া পুত্রবয়ের প্রতি ত্রুমশঃ ভগ্ন-স্নেহ হইতে লাগিলেন।

বিজয়চক্র, জনকের স্বত্বাব একপ বিপরীত-ভাবাবস্থা করিয়াছে, জানিতে পারিয়া, অতিশয় ক্ষোভযুক্ত হইলেন।

କିନ୍ତୁ ତଜ୍ଜନ୍ୟ ବାକ୍ୟକ୍ଷେଟ୍ଟୋ କରିଲେନ ନା । ଏକ ଦିନ ତିନି ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟାତ୍ମେ କିଞ୍ଚିତ୍ ପୂର୍ବେ ସହୋଦର-ସମଭିବ୍ୟାହାରେ ପ୍ରାସାଦୋ-ପରି ଇତ୍ତତଃ ଭରଣ କରିତେଛେନ, ରାଜମହିସୀ ଅନ୍ତଃପୁର ହଇଲେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଯାଇ ଶାନ୍ତାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, ଶାନ୍ତେ ! ବିଜୟ-ବସନ୍ତେ ଅନ୍ତଃପୁରେ ନା ଆସିବାର କାରଣ କି ? ଆମି ଯେ ଅବଧି ଏ ଥାନେ ଆସିଯାଇଛି, ତାହାରୀ ମେହି ଅବଧି ବହିର୍ଭୟୋ-ତେହି ଥାକେ, ଏକ ଦିନେର ଜନ୍ୟୋ ଅନ୍ତଃପୁରେ ଆଇମେ ନା । ଆମାର ଇଚ୍ଛା, ଅନ୍ତଃପୁରେ ଆନିଯା ଲାଲମ ପାଲନ କରି । ଶାନ୍ତା କହିଲ, ଠାକୁରାଣି ! ଆପଣି ଆପନ ପୁତ୍ର ପାଲନ କରିବେନ, କାହାର ଅନୁମତିର ଅପେକ୍ଷା କରିତେଛେ ? ଆମି ଯାଇ, ବିଜୟ-ବସନ୍ତକେ ଅନ୍ତଃପୁରେ ଆସିତେ କହି ଗିଯେ । ଏହି ବଲିଯା ଶାନ୍ତା ଗମନ କରିଲ ।

ମହିସୀ ପିତ୍ରାଲୟ ହଇଲେ ଦୁର୍ଲଭାନ୍ତାଙ୍ଗୀ ଏକ ପରିଚାରିକାଙ୍କେ ମଜ୍ଜେ ଆନିଯାଇଲେନ । ମେହି ଦୁର୍ଲଭ ଅନ୍ତରାଳେ ଥାକିଯା, ମହିସୀ ଆର ଶାନ୍ତା ଦାସୀତେ ଯେ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ହଇତେଛିଲ, ଦୟ-ଦାୟ ଶୁଣିତେ ପାଇଯା, ନିର୍ଜନେ ରାଣୀକେ କହିଲ, ଓଲୋ ଦୁର୍ଜ୍ଞ-ଯାହି ! ଶାନ୍ତାର ମଜ୍ଜେ ଗଲାଗଲି ହଇଯା କି କଥା କହିତେଛିଲେ ? ମନେ ବୁଝି କରେଇ ମତିନୀପୁତ୍ର ପାଲନ କରିବେ ? ରାଣୀ କହିଲେନ, ଦୁର୍ଲଭ ! ତୋମାର ଏମନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିତେଛି କେନ ? ଏମନ କଥା, କହିଓ ନା, ଆମି ମନେ ବ୍ୟଥା ପାଇ । ବିଜୟ-ବସନ୍ତେ ମା ନାହିଁ, ଆମି ତାଦେର ଯା ହେ ।

ଦୁର୍ଲଭ ମୁଖ ବାଁକାଇଯା କି କଥାର ରାଣୀର ମନ କିମ୍ବାଇବେ, ଏହି ଚିନ୍ତାଇ କରିତେ ଲାଗିଲ । ଏବଂ କିମ୍ବକଣ ମୌନବତୀ ଥାକିଯା କହିଲ, ଓଲୋ ଦୁର୍ଜ୍ଞଯାହି ! ଏକଟୀ ବିଚାର କରିଯା ଦେଖ, ବିଜୟଚକ୍ର,

ରାଜୀ ହିଲେ ତୋମାର କି ଦଶା ହିବେ । ଯଦି ଈଶ୍ଵରେଚ୍ଛାୟୀ ତୋମାର ଛୁଇ ଏକଟୀ ପୁତ୍ର ହୁଏ, ତାହାରା ବିଜୟ-ବନ୍ଦତ୍ତର ଜ୍ଞାତ ଦାସ ହିଲା ଥାକିବେ । ବିଶେଷତଃ, ସାପିନୀର ସନ୍ତାନକେ ଛଞ୍ଚ ଦିଯାରୀ ଥାଲନ କରିଲେ କାଳେ ଆପନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରେ । କଟକ-ଶୁକ୍ଳ ଉଦୟାନେ ରୋପଣ କରିଲେ ସକଳ ଉଦୟାନ କଟକମର ହୁଏ । ସେମନ ଏକ ଗାଛେର ସାକଳ ଅନ୍ୟ ଗାଛେ ଲାଗେ ନା, ଦେଇମତ ସତିନୀର ପୁତ୍ରଙ୍କ କଥନ ଆପନ ହୁଏ ନା ।

ବ୍ୟସ ସକଳ ! ଛୁଃଶୀଳୀ ରମଣୀଗଣେର କଥାର ଛନ୍ଦୋବନ୍ଧ ବିବେଚନା କରା ଯୋଗୀ ଜନେରଙ୍କ ଛୁଃସାଧ୍ୟ । ଏକେ ଦ୍ଵୀପାତି, ତାହାତେ ଅନ୍ନବସନ୍ଧା, ସୁତରାଂ ମହିଷୀ ଦୁର୍ଲଭାର ଦୁଷ୍ଟ ଅଭିଆୟନ ବୁଝିତେ ନା ପାରିଯା କହିଲେନ, ଦୁର୍ଲଭେ ! ଆମି ଏ କଣେ ବୁଝିଲାମ ବିଜୟ-ବନ୍ଦତ୍ତ ଆମାର ପୁତ୍ର ନହେ, ଶକ୍ତ । ଯାହାତେ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ପାଇ, ତାହାରେ ଉପାୟ କର । ଦୁର୍ଲଭୀ ହାସ୍ୟ କରିଯା କହିଲ, ହୀ ବାଚ୍ଚା ! ଅଥନ ପଥେ ଏମ । ବୁଝୋଛ ତ, ତାହାରା ତୋମାର ଶକ୍ତ କି ନା ? ଆମି କାହାରଙ୍କ ମନ୍ଦ କରି ନା, ନକଳେରଇ ହିତ କରିତେଇ ଆମାର ଚିରକାଳଟା ଗେଲ । ଆର ବ୍ୟତ ହିତେ ହିବେ ନା, ଆମାର କଥା ଶୁଣ, ସହରେଇ ଇଷ୍ଟସିଙ୍କି ହିବେ । ଶାସ୍ତ୍ର ବିଜୟ-ବନ୍ଦତ୍ତକେ ଅନ୍ତଃପୁରେ ଆନିତେ ଗିଯାଇଁ, ତାହାରା ଆସିଯା ସଥଳ ଶ୍ରୀଗାମ କରିବେ, ତୁମି ସନ୍ତାଯଣ କରିବୁ ନା, କାହେଇ ଅନ୍ତରେର ଶକ୍ତ ଅନ୍ତର ହିବେ । ପରେ ଅନ୍ତାଭରଣ ପାରିଭ୍ୟାଗ କରିଯା ଶୁଣାର ଶରନ କରିବେ । ରାଜୀ ଅନ୍ତଃପୁରେ ଆସିଯା କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସିଲେ ରୋହନ-ବନ୍ଦନେ କହିବେ, କୁପ୍ତ ବିଜୟ-ବନ୍ଦତ୍ତ ଅନ୍ତଃପୁରେ ଆସିଯା ଆମାକେ ଦେଖିବାର ପରାର କରିଯାଇଛେ ତାହାତେ କ୍ଷଣକାଳେର ଅନ୍ୟ ଦୀର୍ଘିତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ତାହା

ହିଲେଇ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଇଷ୍ଟସିଙ୍କିର ପଥ କରିଯାଇ ଦିବେନ । ହରତୀ
ଏଇକପ କହିଯା ଅହାନ କରିଲ ।

ଯହିକୀ ହରତାର ହୃଦୟଭିତ୍ତିର ବିଷୟ ମନେ ମନେ ଆମ୍ବୋଳନ
କରିତେହେମ, ଏମନ ସମୟ ବିଜୟଚଞ୍ଜ ଓ ବସନ୍ତକୁମାର ଶାନ୍ତାର
ମଙ୍ଗେ ଆସିଯା ପ୍ରଣାମ କରିଲେନ । ରାଣୀ କିଛୁଇ କହିଲେନ ନା,
ବରଂ ସେପର୍ଯ୍ୟଷ୍ଟ ତୀହାର ତୀହାର ନିକଟେ ଥାକିଲେନ, କେବଳ
ଦୈଷ-ଭାବେରଇ ଚିହ୍ନ ପ୍ରକାଶ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ଶାନ୍ତା,
ରାଣୀର ସ୍ଵଭାବ ବିପରୀତ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯାଇଛେ, ବୁଝିତେ
ପାରିଯା ଛଟା ମହୋଦରକେ ମଙ୍ଗେ ଲାଇଯା ପ୍ରତିଗମନ କରିଲ ।
ତୀହାରା ଗମନ କରିଲେ, ରାଜ୍ଞୀ ପରିଧେମ ନୀଳ ବସନ ଥଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡ
କରିଯା ଅଙ୍ଗାଭରଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲେନ, ଏବଂ ସ୍ଵ-କରାରାତରେ
ମିଜ ଅଜେ ପ୍ରାହାର-ଚିହ୍ନ କରିଯା ଈସବ୍ରକ୍ତଭାବେ ଅବହାନପୂର୍ବକ
ବାମ କରତଣେ କପୋଳ ସଂଲପ୍ତ ଓ ଗୁହଭିତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା
ଅର୍ଜିଶୟନେ ରୋଦନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ମୁକ୍ତ କବରୀ ଓ ଅଲିଜ
ବେଣୀ, ଅଲମଜାଲେର ନାମ, ତୀହାର ମୁଖଚଞ୍ଜକେ ଆଂଶିକ ଅୟବୃତ
କରିଲ । ଯହିକୀର ଅନନ୍ତରୁତ ଅଙ୍ଗ ପତିବିମୋଗ-ବିଧୁରୀ ରତ୍ନର
ତହୁକୁଳ୍ୟ ହଇଲ । ପରିଚାରିକାଗଣ କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସିଲେ, ତିରି
କାହାର ଓ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଲେନ ନା ।

ରାଜ୍ଞୀ ଅନ୍ତଃପୁରେ ଆସିଯା, ଯହିକୀକେ ଐକ୍ରପ ନିଯାସିଲେ
ବିକ୍ରିକଣ କରିଯା, କିଞ୍ଚିତକଣ ଚିଆର୍ପିତପ୍ରାୟ ଦଙ୍ଗାୟମାନ ଥାକି
ଲେନ । ପୁରସ ସୁନ୍ଦରାଲେ ମହାନେ ନାରୀର ବଶୀତ୍ତ ହେଲା
ତୁମ୍ଭପେକ୍ଷାତ୍ ଦୈଷ, ଶୁତରାତ୍ ବାନ୍ତ ହଇଲା ମଲିଲେନ, ଅଛେ ! କି
ମିମିତ ଚଞ୍ଚଳ ବାତମ ହେଲିତ ହିଲ୍ଲା କମଳଦଳାଶ୍ରୟ କରିଯାଇଛେ ?
ଦୈଷମାନ ଧରା ମୁହଁନ କରିଲାହେ ? ମଲାକିନୀ ହୃଦୟକ-ଶିଖର

ମଞ୍ଜନ କରିଯା ବେଗବତୀ ହଇଯାଛେ ? ନୀଳାହରୀ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଯାଛେ ? ଭୂଷଣ ସକଳ ତୋମାର ଅଙ୍ଗ-ବିରହେ ଧୂଳାର ପଡ଼ିଯା ରୋଦନ କରିତେଛେ ? ରାଣୀ କିଛୁଇ ଉତ୍ତର ଦିଲେନ ନା, ଏବଂ ପୁର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକତର କ୍ରମ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ରାଜୀ ହତ ଧରିଯା ପଲ୍ୟକେ ବସାଇଲେନ, ଏବଂ ପରିଧେଇ ବମନାଙ୍କଳେ ପାତ୍ରେର ଧୂଳା ଓ ଚକ୍ରର ଜଳ ଘୋଚନ କରିତେ ବଞ୍ଚି କରିଲେନ ଅକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେତ୍ର କରିଯାଇଲେନ, ପ୍ରିୟେ ! ଅକ୍ଷ୍ମାଂକ କେନ ଏମନ ହଇଲେ ? ତୋମାର କୋନ ପ୍ରିୟତମେର କି ଅମଙ୍ଗଳ ହଇଯାଛେ, ଅଥବା କୋନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରକ୍ଷୁଷ ମାତ୍ରେ ଆରୋହଣ ଓ ସର୍ପବିବରେ ହତାର୍ପଣ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରିଯାଛେ ? ଅକାଶ କରିଯା ବଳ, ତାହାର ପ୍ରତିକଳ ଉତ୍ତମରୂପେ ଦିତେଛି । ମତ୍ୟ କରିତେଛି, ପୁତ୍ର ହଇଲେଇ କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ହଇବେ ନା ।

ମହିଷୀ ରାଜାର ଅଭିପ୍ରାୟ ବୁଝିଯା କପଟ-ରୋଦନ-ବଦନେ କହିଲେନ, ମହାରାଜ ! ଆପନାର ଛୁଟା କୁପୁତ୍ର ବିଜୟ-ବସନ୍ତ ଅକ୍ଷ୍ମାଂକ ଅନ୍ତଃପୁରେ ଆସିଯା ଆମାକେ ଅନେକ ଅଧୋଗ୍ୟ କଥା କହିଲ । ପରେ ଯେଥିକାର ପ୍ରହାର କରିଲ ତାହା ଆର କି ବଲିବ, ପ୍ରଜ୍ୟକ୍ଷର୍ତ୍ତ ଦେଖିତେଛେନ । ତିଳାର୍କିକାଳ ଆର ବାଁଚିତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ମୁଣ୍ଡ ହଇତେଛେ ଅନଳେ ପ୍ରରେଶିଯା ସକଳ ହୁଃଖ ନିର୍ବାଣ କରି, ଆପନି ପୁତ୍ର ଲାଇଯା କୁଥେ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି । ଆମିଂତ ପ୍ରିୟ ଜନ ନାହିଁ, ଆମାକେ ଆର କି ପ୍ରରୋଧନ ? ରାଜୀ ମହିଷୀର କପଟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣା-ମେବକେର ନ୍ୟାୟ ଏକବାରେ ହତବୁଦ୍ଧି ହଇଲେନ ଏବଂ ମଗନ-ପୀଳକେ ଡାକାଇଯା କହିଲେନ, ମଗନପାଳ ! ବିଜୟ-ବସନ୍ତ ହିନ୍ଦୁର୍ଭକ୍ତି ଅଧ୍ୟ ରଜନୀତି କାରାବନ୍ଧ କରିଯା ରାଥ, ଆମାକେ

ଉପଯୁକ୍ତ ଦଶ ବିଧାନ କରା ଯାଇବେ । ନଗରପାଳ ଅନୁଚରନ୍ଦିଗକେ ସଙ୍ଗେ ଲାଇସ୍ନା ରାଜାଙ୍କା-ପାଲନେ ତ୍ରୟିପର ହିଲ ।

ରେମ୍ସଗଣ ! ରାଜା କୋପାବିଷ୍ଟ ହିଲ୍ଲା ପୁତ୍ରଦିଗକେ ବନ୍ଦନ କରିତେ ଆଦେଶ କରିଲେନ । ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ତାହାଦିଗେର ମୁଖପାନେ ଚାହ, ଏମନ ହିତୀୟ ଜନ ଛିଲ ନା । ମେହି ଶାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ-କ୍ଷରେ ଗିଲ୍ଲା ରାଜା ଓ ମହିଷୀର କଥେପକଥନ-ଶ୍ରବଣାର୍ଥ ଅନ୍ତରାଳେ ଦଶାୟମାନ ଛିଲ । ସଥନ ରାଜାର ମୁଖ ହିତେ “ବିଜୟ-ବସନ୍ତ ହୁଇ ହୁର୍ବୁକ୍ତକେ କାରାବକ୍ତ କର” ଏହି ନିଦାରଣ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହିଲ, ତଥନ ଶାସ୍ତ୍ରା ହା ଫୈର ! ବଲିଲ୍ଲା ଭୂତଲେ ମୁର୍ଛା ଗେଲ । ପରେ ଚିତନ୍ୟ ପାଇସା କହିତେ ଲାଗିଲ, ହା ନିଦାରଣ ବିଧାତଃ ! ଏତ ଦିନେ କି ଏହି କରିଲେ ? ହା ଧର୍ମ ! ତୁମି କୋଥାୟ ? ସମୟେ କି ତୁମିଓ ଅନ୍ତ ହିଲେ ? ଅରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଯ ପକ୍ଷପାତ ! ତୁଇ ତ ସାମାନ୍ୟ ନହିସ୍, ଏମନ ଗଞ୍ଜୀରାଙ୍କୁତିକେଓ ଗୁଣଶୂନ୍ୟ କରିଲି ? ଆହା କି ପରିତାପ ! ସାଗର ଲଜ୍ଜନ କରିଯା ଆସିଲାମ, ତଟେ ପ୍ରାଣ ଦାସ ! ବିଧାତାର କି ଦୋସ, ଆମି ଅତି ଅଭାଗିନୀ, ଚିର-କାଳ ପରେର ଜାତୀୟ ଜୁଲିତେଛି । ପରେର ଛେଲେ ମାହୁସ କରିଲେ ଆପନ୍ୟର ପ୍ରାଣ ହିତେ ଅଧିକ ହୟ, ଲୋକେ ତାହା ବୁଝେ ନା । ହା ଧର୍ମ ! ବଡ଼ ଆଶା କରିଯା ଛଟି ଭାଇକେ ଏକାଳପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲିତେଛିଲାମ, ଆମାର ଦେ ଆଶା ଏକେବାରେ ନିର୍ମୂଳ ହିଲ ।

ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇକୁପ ବିଲାପ-ବଦମେ ବିଜୟଚଞ୍ଜଳି ଓ ବସନ୍ତକୁମାରେର ଲିଙ୍କଟେ ଗେଲ । ତାହାରା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, ଆସି ! ତୁଇ ଜ୍ଞାନିଦିନ କେବ ? ତୋର କି ହିଲାଛେ ? କେ ତୋରେ ଆଜି ଏମନ କୁରେ କୋଦାଇଲ ? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲ, ବାହା ରେ ! ଆମାର ମନେର

ব্যথা বলিবার নহে। বলিতে বাক্য সরে না। বুঝ ফাটিয়া যাইতেছে। তোদের বিমাতা-সাপিনী অজ্ঞাতসারে তোদিগকে দংশন করিয়াছে, আর উপার নাই। আমি তোদের পিতাকে পুনর্বার বিবাহ করিতে পুনঃ পুনঃ নির্বেষ করিয়াছিলাম, তিনি তাহা না শুনিয়া ডাকিনীকে বিবাহ করিলেন। সেই অবধি আমার মনে সর্বক্ষণ যে আশঙ্কা হইত, আজি তাহাই ঘটিয়াছে। কালিনী রাজাকে যে কথা কহিল, তাহা অকথ্য। রাজা বিচার না করিয়া তোদিগকে বাধিতে কহিলেন। কালি প্রভাতে প্রাণনাশ করিবেন। হায় হায়! কি সর্বনাশ! অকস্মাৎ কেনই বা এমন হইল, এ বিষম সন্ধানে কে তোদের পক্ষ হইবে? এখানে ত সকলেই রাজার তোধামোদ করে। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই বিচার-সন্ধত হইবে। কাল বজনী প্রভাত হইলে আর দেখিতে পাইব না। চাঁদ-মুখে সুধামাখা কথা আর শুনিব না। তোদিগকে আর কোলে লইতে পারিব না। আর রে বিজয়! আর রে আমার নয়নপুত্রলি বস্তু! আয়, এ জন্মের মত একবার কোলে করি।

শাস্তা এইরূপ কহিতে কহিতে ছুটি ভাইকে বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরিল, এবং সকরণস্থলে কহিতে লাগিল, অরে বিজয়! তোদের মা ত ভাগ্যবত্তী, পুত্র রাধিয়া অগ্রে গমন করিয়া ছেন। কেবল আমাকেই ছাঁধের ঘরে চাবি দিয়া পূর্ব-জন্মের সাদ সাধিলেন। হা সতি! তুমি কোথায়! তোমার বিজয়-বস্তু কালিনীর মাঝাজালে বন্ধ হইয়া বিষম সন্ধানে পড়িয়াছে, এ ঘোরাপদের সময় একবারও দেখিলে না? হা!

স্মৃতা ! তুমি কোথায়, এখনও আমাকে লইলে না ? আমি বারংবার তোমাকে স্মরণ করিতেছি, তুমিও কি দুঃখিনী বলিয়া আমাকে স্পর্শ করিলে না ! পৃথিবি ! আমার হৃদয় বিদীর্ঘ হইল, তবু তুমি বিদীর্ঘ হইলে না ! একবার কৃপা করিয়া বিদীর্ঘ হও, তাহাতে প্রবেশ করি । হে বজ্র ! তোমার অবল প্রতাপে কত কত পর্বতের চূড়া চূর্ণ হইতেছে, আমার বক্ষে পতিত হইয়া কিছুই করিতে পারিলে না ? সময়ে কি তোমারও প্রতাপ থর্ব হইল ! অরে নিষ্ঠুর প্রাণ ! শোহ হইতেও কি তুই কঠিন, এখনও বাহির হইলি না ? আর কি স্মৃথি দেহে রহিয়াছিস ? হায় কি হল রে ! ইহা ত আমি স্মপ্তেও জানি না যে, আমার বিজয়-বসন্তের এমন বিপদ্ধ হইবে ! হা কালিনি ! তোমার মুখে মধু অঙ্গের গরল, ইহা ত আগে জানিতে পারি নাই । হা দুর্ভে ! রাজবংশধর্মকারিণ ! ধর্মপথে একেবারে জলাঞ্জলি দিলি । শাস্তা এই-ক্রম নানাপ্রকার বিলাপ-বাক্যে রোদন করিতেছে, এমন সময়ে নগরপাল যমদূতের ন্যায় ভৱস্তর বেশ ধরিয়া তর্জন-পর্জনে দ্বারে দণ্ডায়মান হইল ।

নগরপালের শরীর যেন্নপ ক্রমবর্গ, তেমনি সূল ও দীর্ঘ । দুই চক্ষু জবাপুল্পের ন্যায় আরক্ষ, গও অবধি নামিকাতল পর্যাপ্ত দীর্ঘ শুক্র । পরিধান রক্তবস্তু, পৃষ্ঠদেশে ঢাল, কক্ষ-স্থলে তরবারি, এবং ইষ্টে বক্সমরজ্জু । কথাগুলা অতি কর্কশ, হঠাৎ শুনিলে পিণ্ডাচ-শব্দ বেলে হয় । মহুষা দূরে ধাক্ক, তাহার মেই ভৌবণ মুর্তি দেখিলে, সিংহ ব্যাঘাত ও আগভয়ে পলায়ন করে । নগরপালেরা স্বত্বাবতঃ নির্দিষ্ট

তাহাতে আবার রাজাৰ আজ্ঞা, অতএব গভীৰস্থৰে কদৰ্য্যাৰ্থকে ভৰ্তাৰ কৰিতে লাগিল। তাহার তর্জনে বিজয়চন্দ্ৰ প্ৰবাহস্থিত সুকোমল তৱ-তুল্য কাঁপিতে লাগিলেন। তাহার ছুটী নয়নে বাঞ্ছাৰি-সঞ্চাৰ হইয়া আসিল, বাক্ষণ্ডি রোধ হইল, এবং প্ৰফুল্ল মুখচন্দ্ৰ রাহতে এককালে মলিন হইয়া গেল। তিনি দুঃখ কাহাকে বলে তাহার কিছুই জানিতেন না। অকস্মাৎ এই আসন্ন বিপদ্ধ দেখিয়া, একেবাৰে হতজান হইলেন, দুৰস্ত নগৱপালেৰ কথাৰ কিছুই উত্তৰ দিতে পাৰিলেন না। কেবল চিৰপুত্ৰলিপ্ৰায় দণ্ডায়মান থাকিলেন।

নগৱপাল আৱ বিলম্ব না কৰিয়া স্পন্দিপূৰ্বক গৃহমধ্যে অবেশ কৱিল এবং বন্ধন কৱিতে উদ্দেৱ পাইল। তখন বিজয়চন্দ্ৰ কাঁপিতে কহিলেন, নগৱপাল ! তুমি কি দোষে আমাদিগকে বন্ধন কৱিতে আনিয়াছ ? আমৱা ত কোন অপৰাধ কৰি নাই। পিতা অকাৱণে ক্ৰোধ কৱিয়া যদি কাৱাৰক কৱিতে আদেশ কৰিয়া থাকেন, তবে তল, যে থানে রাখিবে দেই থানেই থাকিব, বন্ধন কৰিয়া কেন অধিক ক্ৰেশ দাও। নিশা প্ৰভাতে তোমাৰ হস্তে আমাদেৱ নিশ্চয় মৱণ, তবে কেন বন্ধন কৰিয়া অগ্ৰেই আণন্দ কৰ। না হয়, এখনি কেন প্ৰভাত-কালেৱ কৰ্ম সমাধা কৰ না। তাহা হইলে বন্ধন-যাতনা আৱ সহ কৱিতে হইবে না। মৰ্মিয় নগৱপাল বিজয়চন্দ্ৰেৰ বিনয়-কাক্ষে কৰ্ণপাতও কৱিল না, তাহার হস্তবৰ দৃঢ়কৃপে বন্ধন কৰিয়া কসিতে লাগিল। বিজয়চন্দ্ৰেৰ শৰীৰ নবনীত স্বৰূপ সুকোমল। কঠিন বন্ধনেৰ ক্ৰেশে হৃদয় বিদীৰ্ঘ হইতে

ଲାଗିଲ, ଏବଂ ନୟନେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚ ନିର୍ଗତ ହଇଯା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରାବିତ କରିଲ ।

ନଗରପାଳ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରକେ ବନ୍ଧନ କରିଯା ବସନ୍ତକୁମାରକେ ବନ୍ଧନ କରିତେ ଉପକ୍ରମ କରିଲ । ବସନ୍ତକୁମାର ଅତି ଶିଶୁ ; ନଗର-ପାଳକେ ଦେଖିବାନାତ୍ରଇ ଭୟେ ତାହାର ପ୍ରାଣ ଟଢ଼ିଯା ଗେଲ ; ତଥନ ତିନି ଆତକେ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରକେ ବେଟନ କରିଯା ଧରିଲେନ୍ ଏବଂ କାଂପିତେ କାଂପିତେ କହିଲେନ, ଦାଦା ! ଓ କେ ? ଉହାକେ ଦେଖିଯା ଭୟ ହିତେଛେ, ଆମାକେ କୋଳେ କର ।

ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ବସନ୍ତକୁମାରକେ ବ୍ୟାକୁଳ ଦେଖିଯା ଶୋକାନ୍ତ ହଇଯା ବକ୍ରଭାବେ ହୁଦୟ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ କରିଲେନ । ହଣ୍ଡ-ବନ୍ଧନ ଜନ୍ମ କ୍ରୋଡ଼େ କରିତେ ପାରିଲେନ ନା । କେବଳ ନୟନନୀରେ ଅମୁଖେରେ ଶିରୋଦେଶ ସିଙ୍ଗ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ନଗରପାଳ ଅନ୍ତାଙ୍ଗ ଜାତି, ସହଜେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ରୋଡ଼ ହିଟିତେ ଅନ୍ତର-କର-ଗେଛାର ବସନ୍ତକୁମାରକେ ବାରଂବାର ଆକର୍ଷଣ କରିତେ ଲାଗିଲ । ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ନିରୂପାର ହଇଯା ବିନରପୂର୍ବକ କହିତେ ଲାଗିଲେନ, ନଗରପାଳ ! ତୋମାର ଛୁଟି ପାଇଁ ଧରି, କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ, ବସନ୍ତକେ କିଛୁ ବଣିଓ ନା । ଏହି ଦେଖ, ବସନ୍ତ ତୋମାର ଭୟେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଇଯା ଆମାକେ ବେଟନ କରିଯା ଧରିଯାଇଛେ, ବାୟୁଚାଲିତ କରିଲୀ-ପଦ୍ରେର ମାୟର କଲ୍ପିତ ହିତେଛେ, ଇହାର ଚାଁଦମୁଦ୍ରା ଛଲିନ ହିରାଇ ପିଲାଇଛେ, ନୟନେ ନିରନ୍ତର ବାରି-ଧାରା ବହିତେଛେ, ଦେଖିଯା ଦୟା ହୁଏ ନା ? ତୋମାର କ୍ଷବ୍ଦ କି ଏବନ କଟିନ ?

ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନଗରପାଳ ତଥାପି ନିର୍ମିତ ହିଲ ନା ; ଏବଂ ପୂର୍ବକ ଶେଷ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିତେ ଲାଗିଲ । ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର କରିଲେନ, ନର୍ତ୍ତପାଶ ! ତୋମାର କଟିନ ବନ୍ଧନେ ଆସାର କରିଲୁ

ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହିତେଛେ, ବସନ୍ତେ ଅଙ୍ଗ ନିତାନ୍ତ କୋମଳ, କଥନ ମେ
ବନ୍ଧନ-ସାତନା ମହ୍ୟ କରିତେ ପାରିବେ ନା, ପ୍ରାଣେ ମରିବେ । ବସ-
ନ୍ତକେ ବନ୍ଧନ କରିତେ ଯଦି ନିତାନ୍ତିଇ ପ୍ରୟାସ ହିଯା ଥାକେ, ତବେ
ତୋମାର ଶାନ୍ତି ତରବାରେ ଅଗ୍ରେ ଆମାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କର;
ପଞ୍ଚାଂ ଯେବେଳପ ଅଭିରୁଚି କରିଓ । ଆମାର ମାଙ୍କାତେ ବସନ୍ତକେ
କିଛୁ ବଲିଓ ନା, ଉହାର ସାତନା ଆମି କଦାଚ ଦେଖିତେ ପାରିବ
ନା, ଆମାର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହିତେଛେ । ଏହି ବଲିଯା କ୍ରନ୍ଧନ
କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।

ନଗରପାଳ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରର ଅମୁନଯେ କର୍ଣ୍ଣପାତାତେ କରିଲ ନା,
ପ୍ରତ୍ୟୁତ ତାହାର କ୍ରୋଡ଼ ହିତେ ବସନ୍ତକୁମାରକେ ଆକର୍ଷଣପୂର୍ବକ
ବନ୍ଧନ କରିତେ ଉଦ୍ୟତ ହିଲ । ବସନ୍ତକୁମାର ଏକେ ଶିଶୁ, ସହ-
ଜେଇ ଭୀକ୍ଷ, କାଂପିତେ କାଂପିତେ କହିଲେନ, ନଗରପାଳ ! ଆମି
କିଛୁଇ ଦୋଷ କରି ନାହିଁ, ଆମାକେ ବେଁଧ ନା, ତୋମାର ଦୁଖାନି
ପାଇଁ ଧରି, ଛେଡ଼େ ଦାଓ, ଆମି ଆସିର କାହେ ଯାଇ । ନଗରପାଳ
ନିର୍ବନ୍ଧ ନା ହୋଯାଯ, ବସନ୍ତକୁମାର ବାଲକ-ସ୍ଵଭାବ-ବଶତଃ କିଞ୍ଚିତ
କ୍ରୂଦ୍ଧ ହିଯା କହିଲେନ, ଯାଓ ନଗରପାଳ ! ତୁ ମି ବଡ ଥାରାପ,
ଆମାର ହାତେ ବ୍ୟଥା ଦିଓ ନା, ଛେଡ଼େ ଦାଓ । ଯଦି ନା ଦାଓ, ତବେ
ବାବାର କାହେ ସବ କଥା ବଲେ ଦିବ, ଦାଦାକେ ମେରେହ ଆବାର
ବେଁଧେଛ, ତାଓ ବଲେ ଦିବ, ତା ହଲେ ତୁ ମି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ହବେ ।

ନଗରପାଳ ବସନ୍ତକୁମାରର ଏହି ସକଳ କର୍କଣ-ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ
କରିଲ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପାଦାଗ-ହୃଦୟେ କିଛୁମାତ୍ର ଦୟାର ମଞ୍ଚାର
ହିଲ ନା; ଅନ୍ୟାନ୍ୟେ ବସନ୍ତକୁମାରର ଶୁକୁମାର କରହୁ ମୃତ୍ୟୁପେ
ବନ୍ଧନ କରିଲ । ବସନ୍ତକୁମାର ବିପରୀତ ବନ୍ଧନ-ସାତନା ମହ୍ୟ
କରିତେ ନା ପାରିଲା ଉଚ୍ଚେଷ୍ଟରେ ରୋଦନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।

নগরপাল সে আর্তনাদে কর্পাত না করিয়া দুই সহোদরের বন্ধন-রজ্জু ধারণপূর্বক গৃহের বাহিরে লইয়া যাইতে উপক্রম করিল ।

শাস্তা রোদন করিতে করিতে নগরপালের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং অক্ষপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিল, নগরপাল ! আমি অতিবৃক্ষা, চিরকাল তোমাদের মহারাজের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছি, এইজন্য দুটো কথা বলি, আমার কথা রাখ, দুটী ভাইয়ের বন্ধন-দড়ী খুলিয়া দাও । উহাদিগের দুঃখ আর দেখিতে পারি না, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে । আমি অতি দুঃখিনী, ইহারা ভিন্ন আর আমার কেহই নাই । তোমার পায় ধরি, আমার দুটী নয়ন পুতুলিকে আবাত করিও না । ইহারা রাজাৰ ছেলে, অতি যতনেৰ ধন, স্বৰ্গ বিনা কখন দুঃখেৰ বেদনা জানে না । তুমি চোৱেৰ মত বাঁধিয়াছ, বল দেখি কেমন কৰিয়া সহ করিবে ।

নগরপাল শাস্তার এইক্ষণ কাতৰ-বাকে অভাস্ত কোপা-বিষ্ট হইয়া তাহার গলদেশে ধাক্কা মারিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল এবং দুটী সহোদরকে লইয়া নিবিড়ান্তকার কারাব কুন্দ করিল । আহা ! দেই সময়েৰ ভাৰ কি স্বদৰবিদীৰ্ঘকৰ ! যেন শ্রীরামচন্দ্ৰ লক্ষণেৰ সহিত রাবণপুত্ৰ দুর্জয় মহী-রাবণেৰ কাৰাবাদে নিক্ষিপ্ত হইলেন !

বসন্তকুমাৰ বন্ধন-যাতনাৰ কাতৰ হইয়া বিজয়চন্দ্ৰকে কহিতে লাগিলেন, দাদা ! আমি আৱ সহিতে পারি না, আমাৰ হাতেৰ দড়ী খুলিয়া দাও ; আপনি কোথাৰ আছেন

ଆମି କିଛୁଇ ଦେଖିତେ ପାଇତେଛି ନା, ଆମାର ବଡ଼ ଭୟ ହାତେଛେ, ଶୀଘ୍ର ଆମାର ନିକଟେ ଆସୁନ, ଆମାକେ କୋଳେ କରୁନ । ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଅମୁଜେର ଏଇଙ୍କପ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଯା ଅଞ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନେ କହିଲେନ, ବସ୍ତ୍ର ! ଆମି କି କରିବ, ଆମାର ହତ୍ତ ପଦ ଶୂଞ୍ଜଲେ ବକ୍ଷ, ଆମି ଉଠିତେ ପାରି ନା । ତୁମି ପରମ କରୁଣାମସ୍ତ୍ର ପରମେସ୍ତରକେ ଶ୍ରବଣ କର, ତିନି ତୋମାକେ ରକ୍ଷା କରିବେନ । ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଙ୍କପ କହିତେ କହିତେ ମୁର୍ଚ୍ଛିତ ହଇଯା ପଡ଼ିଲେନ । ବିଭାବରୀ ଅବନାନ ହଇଲ, ପ୍ରଭାତେ ବିହୁମଦଳ ସୁଲାଲିତସ୍ଵରେ ଜଗଦ୍ଵିଦ୍ଵାତାକେ ଶ୍ରବଣ କରିତେ ଲାଗିଲ । ବୋଧ ହଇଲ ଯେନ ବିଜୟ-ବସ୍ତ୍ରେର ହୃଦୟମୋଚନାର୍ଥ ଏକାନ୍ତମନେ ପରମ ପିତାକେ ଡାକିତେଛେ ।

ରାଜା ପ୍ରାତଃସମୟେ ସଭାମଣ୍ଡପେ ଉପହିତ ହଇଯା ପ୍ରଥମତଃ ନଗରପାଳକେ କହିଲେନ, ନଗରପାଳ ! ବିଜୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ହୁଇ ହୁବୁକୁ ଶୀଘ୍ର ଆମାର ନିକଟେ ଲାଇଯା ଆଇନ । ଆମି ରାଜା, ଅନ୍ୟ ହୁବୁକୁ ହିଲେ ସଥୋଚିତ ଦଣ୍ଡ କରିଯା ଥାକି; ଆମାର ଗୃହେ ଏମନ ନରାଧମ ଜୟଗ୍ରହଣ କରିଯାଛେ, ଆମି ଇହାର ସମୁଚ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଦିବ । ଏଇଙ୍କପ କହିତେ କହିତେ ତୋହାର ଚକ୍ରବର୍ଯ୍ୟ ଆରକ୍ଷ ହଇଲ । ସଭ୍ୟଗଣ ଭୂପତିକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋପାବିଷ୍ଟ ଓ କିଞ୍ଚିତଭାବ୍ୟ ଦେଖିରୀ ବିକ୍ରିପନ୍ନ ହିଲେନ । ନଗରପାଳ ହତ୍ତପଦବକ୍ଷ ହୃଟା ଭାଇକେ ଆନିଯା ରାଜାର ସମ୍ମଧେ ଉପହିତ କରିଲ । ରାଜା ପୁତ୍ରଙ୍କରେ ସକ୍ରୋଧନଯନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିତେ ଲାଗିଲେମ । ତୋହାର ହଦୟେ ବିଳୁ-ପରିମାଣେ କର୍ମାର ସଂକାର ହଇଲ ନା, ବରଂ ତିନି ମାତିଶୟ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କରିଯା କହିଲେନ, ଓରେ ନୟନପାଳ ! ଏହି ହୁଇ ହୁବୁକୁ ହତ୍ୟାଶୟେ ଲାଇଯା ଶୀଘ୍ର ମିଶାଇ

କର ; ଆମାର ସମ୍ମୁଦ୍ରେ ଆର ରାଥିନ୍ ନା ; ଇହାଦିଗଙ୍କେ ଦେଖିଯା ଆମାର ଅନ୍ତଃକ୍ରମରେ ଅନଳ ଆରଙ୍ଗ ପ୍ରଜଳିତ ହଇଯା ଉଠିତେହେ । ନଗରପାଲ ରାଜାଜ୍ଞାପାଲନେ ଉଦ୍ୟତ ହଇଲ ।

ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ସବକକରପୁଟେ ରାଜୀର ଚରଣ ଧରିଯା କହିଲେନ, ପିତଃ ! ଆମରା କି ଉତ୍କଟ ଅପରାଧ କରିଯାଛି ? କି ଅପରାଧ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ନଗରପାଲେର ହଞ୍ଚେ ଜୟେର ମତ ସମର୍ପଣ କରିଲେନ ? ଏଇମାତ୍ର କହିତେ କହିତେ ତାହାର ବାକ୍ୟ-ଶକ୍ତି କୁନ୍କ ହଇଲ, ଏବଂ ନୟନଦୟେ ବାଞ୍ଚିବାରି ନକ୍ଷାବିତ ହଇଯା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ନିର୍ଗତ ହଇତେ ଲାଗିଲ । ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରର ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନା ହଇତେ ହଇତେଇ ରାଜା ଗଭୀରଥରେ କହିଯା ଉଠିଲେନ, ଶୁରେ ନଗରପାଲ ! ଏ ପାପ ଆମାର ସମ୍ମୁଦ୍ରେ କେନ ରାଥିଯାଛିସ । ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ରାଜୀର ତର୍ଜନେ କାଂପିତେ କାଂପିତେ କହିଲେନ, ପିତଃ ! ଆମିଇ ଯେନ ଆପନାର ଚରଣେ ଅପରାଧୀ ହଇଯାଛି, ଆମାକେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହାଇ କରନ ; କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଅତିଶିଖ, ସେ କୋନ ଅପରାଧ କରେ ନାହିଁ, ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କରା କଥନ ବିଚାରମ୍ବନ୍ତ ହଇତେ ପାରେ ନା । ଏକବାର ସଦରନୟନେ ଦେଖୁନ, ବସନ୍ତ ଭାବେ ଭୌତ ହଇଯା ପାତ୍ରିହାରା ବ୍ୟମେର ନ୍ୟାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ କେମନ କରିଯା ଚାହିତେହେ ; ନଗରପାଲେର କଠିନ ବନ୍ଧନେ ଉହାର ଛଟା ହଞ୍ଚେର ଚର୍ଚ୍ଚ ଭେଦ ହଇଯା ରଜଧାରା ନିର୍ଗତ ହଇତେହେ, ଯାତନାର ଚାନ୍ଦମୟୁଦ୍ଧ ମଲିନ ହଇଯା ଗିଯାଛେ, ଛଟା ଚକ୍ର ସଘନେ ଧାରା ବହିତେହେ । ପିତା ହଇଯା ସନ୍ତାନେର ଛଃଖ କେମନ କରିଯା ଦେଖିତେହେନ ! ଆପନାର କିଞ୍ଚିତ ଦୟାଓ ହସ ନା ? ମେଇକୁପ ସଦର ହନ୍ଦୟ କି ଏକଥେ ପାଦାଣେ ବୀଧିଯାଛେ ? ନତ୍ବା ପିତା ହଇଯା କିଙ୍କପେ ନିରପରାଧ ସନ୍ତାନେର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କରିତେ ଉଦ୍ୟତ ହଇତେହେ ?

ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଏଇକ୍ରପ ସକଳଗବାକ୍ୟ ରୋଦନ କରିତେଛେନ୍; ବନ୍ଦତ୍ତକୁମାର ସହନ ରାଜାର ସନ୍ନିହିତ ହଇଯା ଘୃତସ୍ଵରେ କହିଲେନ, ବାବା ! ଈ ନଗରପାଳ ଆମାକେ ବେଁଧେଛେ, ଦେଖ ବାବା ! ଆମାର ହାତ ଦିଯା କେମନ କରେ ରତ୍ନ ପଡ଼ିତେଛେ । ଉହାରା କେହିଁ ଖୁଲେ ଦିଲ ନା, ଆପନି ଶୀଘ୍ର ଖୁଲେ ଦିନ । ନଗରପାଳ ଆମାପାନେ ବାରେ ବାରେଇ କେମନ କରେ ଚାଲେ, ଓ ବୁଝି ଆମାକେ ଆବାର ବାଧିବେ, ଆପନି ଶୀଘ୍ର କୋଳେ କରନ, ତା ହଲେ ଓ ଆର ବାଧିତେ ପାରବେ ନା । ଏଇକ୍ରପ କହିଯା ରାଜାର କୋଳେ ଉଠିତେ ଚାହିଲେ, ରାଜା ହତ୍ତ ଧରିଯା ଭୂମେ ନିକ୍ଷେପ କରିଲେନ । ବନ୍ଦତ୍ତକୁମାର ପିତାର ନିକଟେ ଅନାଦୃତ ହଇଯା ଛଳ-ଛଳ-ଚକ୍ରେ ସଭ୍ୟଗଣେର ପ୍ରତି ଇତ୍ତତ୍ତଃ ଦୃଷ୍ଟି କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ସଭ୍ୟଗଣ ଅତିଶ୍ୟ ହୁଣିତ ହଇଯା ରାଜାର ଭୟେ ଅଞ୍ଜଳ ଅସ୍ତରେ ସଂବରଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ, ଏବଂ ରତ୍ନ-ବାକ୍ୟ-ପ୍ରାୟ ହଇଯା ପରମ୍ପରର ମୁଖପାନେ ଚାହିଯା ଥାକିଲେନ ।

ଅଧାନ ଅଭାତ୍ୟ ବନ୍ଦତ୍ତକୁମାରେର ମଧୁମୟ କାତର ବାକ୍ୟ ମେହାର୍ଜ ହଇଯା ରାଜାକେ କହିଲେନ, ମହାରାଜ ! ବିଜୟ-ବନ୍ଦତ୍ତ ସଦିଓ ଆପନାର ନିକଟେ ଅପରାଧୀ ହଇଯାଛେନ, ତଥାପି ପୁତ୍ରହତ୍ୟା କରା କଥନ ଉଚିତ ହୟ ନା । ପୁତ୍ରହତ୍ୟା ମହାପାତକ, ପାରତ୍ରିକେ ଈଶ୍ୱର-ସମ୍ମାପେ କଥନ କ୍ଷମାୟୋଗ୍ୟ ହଇବେନ ନା, ଏବଂ ଗ୍ରହିକେଓ ଅଭୂତାପ-ଜନିତ ଅସହ ସାତମା ପାଇବେନ ଓ ଲୋକାଲୟେ ଅଶେଷକ୍ରମେ ଅପରାଦିତ ହଇବେନ ।

ରାଜା କହିଲେନ, ଅଭାତ୍ୟ ! ଉହାରା ମାତୃହତ୍ୟାକାରୀ ମହା-ପାତକୀ । ଆମି ଉହାଦିଗେର ମୁଖ ଆର ଦେଖିବ ନା ଏବଂ

উহাদিগকে আমার রাজ্যও বাস করিতে দিব না । অদ্য হইতে উহারা আমার ত্যাজ্য পুত্র হইল । এ ক্ষণে তোমার যেকোন অভিকৃতি তাহাই কর । রাজা এই বলিয়া অস্তঃপুরে গমন করিলেন ।

অমাত্য রাজার আশ্বাস পাইয়া, দুটী সহোদরের বন্ধন-
বন্ধু স্বহস্তে খুলিয়া দিলেন এবং মন্ত্রী হইতে দুইটী অশ্ব
আনিয়া বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, যুবরাজ ! সহোদরের সহিত
ঘোটকারোহণে রাজ্যাস্ত্রে অস্থান করুন । নতুবা রাজা
যেকোন বিপরীত স্বত্বাব আশ্রয় করিয়াছেন, কখন কি করেন
বলা যায় না । মন্ত্রীর বাক্যাত্মসারে দুই সহোদর অশ্বা-
রোহণে গমনোচ্যুত হইলেন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার রাজাৰ নিকট চিৰ-বিদায় হইয়া
দেশান্তরে গমন কৱিতেছেন, শাস্তা এই নিদাকৃণ সংবাদ
পাইয়া দৌড়াদৌড়ি রাজপথে আসিল এবং পথ আগুলিয়া
মজলনেত্রে কহিতে লাগিল, আহা ! আমি মনে মনে কত
আশা কৱিয়াছিলাম, বিজয়চন্দ্রকে বিবাহ দিয়া বধুৰ সহিত
একত্র লালন পালন কৱিব। বিজয় রাজা হইবে, দেখিয়া
তাপিত আণ শীতল কৱিব। হায় হায় ! আমাৰ দে
আশা একবাৰে নিৰ্ম্মল হইল ! কোথায় রাম রাজা
হইবেন, না বনবাসে গমন কৱিলেন ! উঃ ! কি নিদাকৃণ
কথা ! এতাবৎ কহিতে কহিতে মুছিত হইয়া তৃতল-
শায়িনী হইল। কিয়ৎক্ষণ পৱে চৈতন্য পাইয়া কহিল,
বসন্ত ! বাছা তুমি কেমন কৱিয়া বিদেশে যাইবে ? সুর্যো-
দয় না হইতেই ক্ষুধায় কাতৰ হও, আমাৰ বক্ষস্থল না
হইলে নিদ্রা যাইতে পাৱ না, তিলার্জিকাল আমাকে না
দেখিলে তোমাৰ বিধুবদন নয়নজলে ভাসিতে থাকে। হা
পৱমেশ্বৰ ! শুমাইলে যাহাকে চিয়ান যায় না, আদৰ্শে
আপনাৰ মুখ দেখিয়া যে আপনি ধৰিতে চাহ, আপনাৰ
বন্ধু-কান্দে যে আপনি বন্দী হয়, আপনাৰ উচ্ছিষ্ট যে গুৰু-
জনেৰ মুখে দেৱ, আপন পৱ যাহাৰ কিছুই বিবেচনা নাই,
অৱণ্যে এই অবোধ শিশু পশুসমাজে কিঙ্গোপে রক্ষা পাইবে।
হে বিধাতা ! তুমি শিশুৰক্ষক ; পশুপতি, মহাদেৱ ! তুমিই

পিতা, তুমি মাতা, এই বিষম সঙ্কটে আমার বিজয়-
বসন্তকে রক্ষা কর।

শাস্তা এইরূপ খেদ করিয়া, বিজয়চন্দ্রকে কৃহিল, বিজয় !
বদি তোমরা গমন করিলে, তবে এই প্রাণশূন্য দেহে আমার
কি ফল । আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব, আমাকে লইয়া
চল । বিজয়চন্দ্র সজলনয়নে কহিলেন, আমি ! আপনি
অতি বৃদ্ধ ! কেমন করিয়া গমন করিবেন ? আপনা ব
বিপদ হইলে আমরাও বিপদে পড়িব । এ ক্ষণে গৃহে
গমন করুন, জীবিত থাকিলে অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে ।
বসন্তকুমার কহিলেন, আমি ! তুই কাদিস্ম কেন ? আমরা
যাই, এখনি আসিব । এই বলিয়া শাস্তা গলদেশ ধরিয়া
ঘোটক হইতে নামিলেন, এবং উত্তরীর বসনে শাস্তাৰ
চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন । শাস্তা এইরূপ অনেক-
ক্ষণ পর্যন্ত বক্ষঃস্ত্রে রাখিয়া রাজাৰ ভয়ে বিদায় করিল ।
দুটী সহোদৰ গমন করিলেন, কিন্তু শাস্তা যেপর্যন্ত
অনুষ্ঠ না হইল, মেপর্যন্ত এক এক বার পশ্চাদ্বিকে কিরিয়া
ফিরিয়া চাহিতে লাগিলেন । শাস্তা ও যতক্ষণ দেখিতে
পাইল, একদৃষ্টি চাহিয়া রহিল ; অবশেষে একবারে অনুশ্য
হইলে, দীর্ঘনিঃস্থাপ পরিভ্যাগপূর্বক উচৈঃস্থানে রোদন
করিতে লাগিল ।

শুন বৎসগণ ! তাহারা রাজপুত্র, কখন গৃহের বাহির
হন নাই । কোন পথ অবলম্বনে কোন দিকে গমন
করিতে হয়, সে বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না ; অবশ্য
বে-পথে বলম্বনে ধাবমান হইল, অগত্যা সেই পথেই গমন

করিলেন। ঘোটকহয় কত রাজধানী, কত শত গ্রাম্য
নগর, উদ্যান, নদ, নদী, দ্বীর্ঘিকা, সরোবর ও পৰল প্রভৃতি
পশ্চাত করিয়া, বেলা ছিতীয় প্রহরের সময় এক নিবিড়
বনে প্রবেশ করিল। সেই বনটি ব্যাত্র-ভন্ধুকানি হিংস্র
জন্মের নিবাসস্থান। তথায় মহুয়ের সমাগম নাই। দুই
সহোদর সেই ভয়স্কর বন দর্শনে স্মৃতিশয় ভীত হইলেন।
অস্থময়, দিনমান তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয় এই কালে,
এক-পর্বত-সন্নিহিত হইয়া গমনে নিবৃত্ত হইল।

ঐ পর্বতের উপত্যকা অতিশয় সুদৃশ্য ও অনোরম,
কেবনা অপরিচ্ছবি তরুমাত্রাই তাহার নিকটে ছিল না।
কেবল কতকগুলি তাল, তমাঙ, বকুল প্রভৃতি আঁচীন বৃক্ষ
শ্রেণীবস্ত থাকায়, পথশ্রান্ত পথিকের বিশ্রাম-নিকেতনস্থলগুলি
হইয়াছিল, এবং তত্ত্বাদ্যে একটি বৃক্ষমূল মণ্ডলাকারে খেত-
শিলা-মণ্ডিত; বোধ হয়, যেন পথ-শ্রান্ত পর্যটকগণের
শ্রমাপনোদন-জন্য জগৎপিতা অপূর্ব সিংহাসন সন্নিবেশ
করিয়া রাখিয়াছেন। একটি অনতিদীর্ঘ জলাশয় পর্বতের
গার্ভদেশ অত্যাক্ষর্য শোভায় শোভিত করিতেছে।
তাহাতে নিরস্তর নির্বান-বারি ঝৰ ঝৰ শব্দে পতিত হওয়ায়
সহস্র সহস্র বিষ এককালে বিকীর্ণ হইয়া আদিত্যাভাস
নানা বর্ণে অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; এবং সেই
জলাশয়ের এক পার্শ্ব তেম করিয়া একটি অবাহ বনাঞ্চরে
আবাহিত হইতেছে। তাহার এক দিকে পাষাণময় কুঁজিক
সোপান নির্মিত থাকায়, অতিরিমলীয় শিল্পৈগুণ্য অবাহ
গাইতেছে।

বিজয়চন্দ্র এতাদৃশী মনোযোহিনী ভূমি নিরীক্ষণে বিশ্রাম-প্রত্যাশায় অথবা হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং হস্ত ধরিয়া বসন্তকুমারকে নামাইয়া সোপানোপরি বসাইলেন। রাশরঞ্জ মুক্ত হইলে, অশ্বব্রহ্ম ইতস্ততঃ নবদুর্বোদ্ধানি তক্ষণ করিতে লাগিল। সহোদরব্রহ্ম সোপান-শয়ায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, হস্ত পদ মুখ প্রকালন-পূর্বক করপুটে জল পান করিলেন; তাহাতে অনেক শান্তির অস্ত হইল।

পুনর্বার সোপান-শয়ায় উপবিষ্ট হইলে, বসন্তকুমার কহিলেন, দাদা ! আমাকে কোথায় আনিলে ? এখানে ত একটী লোকও নাই, চারি দিকে জঙ্গল দেখিতেছি। আমাদের ধাঢ়ীর কোটা কই ? শান্তা আয়ি কই ? কিছুই না দেখে আমার বড় ভয় হইতেছে। আমাকে ধাঢ়ী লইয়া চলুন। আমি শান্তা আয়ির কাছে থাই। আমার বড় কুধা হইয়াছে। বিজয়চন্দ্র বসন্তকুমারের এইরূপ বাক্য শ্রবণে অঙ্গপূর্ণনয়নে কহিলেন, বসন্ত ! আর কি আমাদের মে দিন আছে ! আমরা সকল বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া অপার ছঃখসাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। শান্তা আয়িকে আর কেন মনে করিতেছ ? আমরা তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছি। আর রোদন করিও না, আমার কোলে এস। এই বলিয়া ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিতক্ষণ পরে রোদন সংবরণ করিয়া কহিলেন, বসন্ত ! তুমি এই স্থানে বলিয়া থাক, বন হইতে বল নইয়া আমি শীঘ্র আসিতেছি। এই প্রকারে তিবি বন্ধু

কুমারকে সান্ত্বনা করিয়া ফলচয়নার্থ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

ৰৎসগণ ! বিপদ্ধ কথন একাকী আসে না, সঙ্কৰ-ব্যাধিৰ ন্যায় অনুচৰণিগকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়া থাকে ; একের সহিত সাক্ষাৎ করিলে অপরের সহিত অগোণে সাক্ষাৎ করিতে হয়। শিলাবৃষ্টি বড় ও বজুপাতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে সকলপ্রকার বিপদ্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে। বিজয়চন্দ্ৰ গমন করিলে, বসন্তকুমার একদৃষ্টে তাহার প্রবেশ-পথ-পানে চাহিয়া থাকিলেন। এই সময় সন্নিহিত বৃক্ষ হইতে রক্তবর্ণ একটী মনোহৰ ফল ভূমে পতিত হইয়া ক্রমে নিম্নে যাইতে যাইতে বসন্তকুমারের সম্মুখে অবস্থিত হইল। বসন্তকুমার অতি কৃত্ত্বাতুর হইয়াছিলেন, ঐ ফল ভক্ষণ করিবামাত্র অচেতন হইয়া সোপান-শয্যায় শয়ন করিলেন। রিষমবিষের আলায় তাহার স্মৰণ-বর্ণ বিবরণ ও শ্বাস অশ্বাস ক্রন্ত হইল, এবং বিষাধৰে অনবরত বিষ উঠিতে লাগিল।

এ দিকে বিজয়চন্দ্ৰ নিবিড় কাননে ফল চয়ন করিতে-ছিলেন, সহসা তাহার চিকিৎসক চক্ষল হইয়া হৃদয় যেন বিদীৰ্ণ হইতে লাগিল। নয়ন-যুগলে বাঞ্চ-বারি পরিপূৰ্ণ হইয়া আসিল। ছিৱ ফল হস্ত হইতে ধৰাতলে পতিত হইতে লাগিল এবং অস্তঃকরণে কত অশিখ ভাবেৱ উদয় হইল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই অপার ছুঃখেৰ উপর আবার কি দুঃখ উপস্থিতি। রাজ্যস্বত্ত্বপ্রত্যাপনা-লতা একবারে নির্মূল হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন অমুকল কুইলে আমাৰ মন একপ ব্যাকুল হইবে কেন। বুঝি আগ্-

ধিক বসন্তের কোন বিপদ হইয়া থাকিবে । এই ভাবিয়া তিনি ক্রত প্রত্যাগমন করিলেন এবং কিঞ্চিৎ দূর হইতে বসন্তকুমারকে সোপান-শব্দ্যায় শরান নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে হৃদয় ! তুমি যে আশঙ্কা করিয়া বিদীর্ঘ হইতেছিলে, আমার ভাগ্য তাহাই ঘটিয়াছে । আবার মনে করিলেন, বসন্ত ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া বুঝি সোপান-শব্দ্যায় নিন্দ্রা যাইতেছে, আমি কেন তাহার অমঙ্গল চিন্তা করিতেছি । অন্তঃকরণে এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে নিকট-বর্তী হইয়া, সচেতন-বোধে কহিলেন, বসন্ত ! উঠ উঠ এত কাতর কেন ? নিদ্রালস্য ত্যাগ কর । আহা ! সমুদ্রস্ব দিন গত হইয়াছে, কিছুই থাও নাই । সূর্যের ধৰতর কিরণে চাঁদমুখ আরক্ষ হইয়া ক্রমে মলিন হইয়া গিয়াছে । আমি অনেক আয়াসে তোমার জন্য ফল আনিয়াছি, এই ধর, উঠিয়া ভক্ষণ কর । এইরূপ উত্তরান্তর ভাকিতে ভাকিতে চৈতন্যাভাব-বিবেচনায় বসন্তকে জ্ঞাতে করিতে উদ্বাত হইয়া দেখিলেন, সর্পদংশন-সদৃশ তাহার বিষাধৰে বিষ উঠিতেছে, শাস প্রশাস কৃক হইয়াছে । এই অমঙ্গল-ষট্টীয়ান্দর্শনে বিজয়চন্দ্র, সর্পদংশনে অমুজের মৃত্যু বিবেচনা, বসন্ত রে—বসন্ত ! এই শব্দ করিয়া উচ্চুলিত কদলী-তক্র ন্যায় সোপানোপরি পতিত হইলেন । অনেক ক্ষণ পঁচে উঠিয়া বসন্তকুমারকে জ্ঞাতে করিয়া কহিলেন, বসন্ত ! তুমি নগরপালের ভয়ে পিতার কোলে উঠিতে গিয়াছিলে, পিতা অনাসুর করিয়া তোমাকে তুরে নিষেপ করিয়াছিলেন । বুঝি সেই অভিমানে প্রাণ-ত্যাগ করিলে ? তোমা

বিনা আমার আর কেহই নাই। মাতা ত্যাগ করিয়াছেন, পিতা ত্যাগ করিলেন, তাই তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে? আমার গতি কি হইবে? আমি কাহার মুখ্যানে চাহিয়া দুঃখানন্দ শীতল করিব? দাদা বলিয়া কে আমার কোলে উঠিবে? কিঞ্চিতকাল ধাকিয়া, শোকে বিহ্বল হইয়া পুনরায় কহিলেন, বসন্ত! এত নির্দ্রাশ কেন? তুমি না এখনি বলিয়াছ, 'দাদা, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে।' আমি অনেক পর্যটনে ফল আনিয়াছি, এই ধর, ভক্ষণ কর। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে, বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, ছটী বাহু প্রসারিয়া আমার কোলে উঠিয়া একবার চাঁদমুখে দাদা বল, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক। কিঞ্চিতক্ষণ মৌনী ধাকিয়া কহিলেন, বসন্ত! তুমি উঠিলে না, তবে এই ধানেই থাক, আমি চলিলাম। কিন্তু গমন করিয়া, অত্যাগমনপূর্বক কহিলেন, বসন্ত! আমি তোমাকে একা রাখিয়া কোথায় যাইতেছি। আমার দুদয় বড় কঠিন, তুমি বুঝি ভয় পাইয়াছ, এস তোমাকে কোলে করি। তদন্তের বসন্তকুমারকে বক্ষঃস্থলে ধারণ-পূর্বক শাস্তাকে উদ্দেশিয়া কহিলেন, শাস্তে! তুমি যাহাকে কখন কোল হইতে নামিতে দাও নাই, যাহার দুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ ঘৰ্যাকৃ হইলে অঞ্জলের স্বার্বী বাতাস করিয়াছ, যাহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইলে ব্যতিযাপ্ত হইয়া উব্ধ-অব্ধেশে ব্যগ্রা হইয়াছ, এবং সুস্থ হইলে পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছ; তোমার অঞ্জলের লিঙ্গি, যতনের ধন, দেই বসন্তকুমার আপি শুণায় শুণিত

ହିତେହେ, ଶୀଘ୍ର ଆସିଯା କୋଳେ କର । ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଏଇକ୍ରପ ନାନାଅକାର ବିଳାପ କରିଯା ବିବେଚନା କରିଲେନ, ଯଦି ସମ୍ମ ଆମାକେ ନିଭାସ୍ତିଇ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲ, ତବେ ଜୀବିତ ଥାକିଯା ଆମାର ଆର କି ମୁଖ ଆଛେ । ଏହି ଜଳାଶୟେ ପ୍ରବେଶ କରିଯା ଶୋକାନଳ ନିର୍ବାଣ କରି । ତିନି ଏହି ସ୍ଥିର କରିଯା ଜଳମଗ୍ନ ହିତେ ଉପକ୍ରମ କରିଲେନ ।

ନିକଟେ ଏକ ପରମହଂସେର ଆଶ୍ରମ ଛିଲ । ଦେଇ ମାଧୁ ତଥନ ବନ-ପର୍ଯ୍ୟଟନେ ଗମନ କରିଯାଇଲେନ ; ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତ୍ରିକାଳେ ଦେଇ ଥିଲେ ଉପହିତ ହିଲେନ ଏବଂ ଦୂର ହିତେ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରେର ଅଭିସର୍ଜି ବୁଝିତେ ପାରିଯା, “ସର୍ବନାଶ ! ଓ କି ! ଓ କି କର ?” ଏହି ଶବ୍ଦ କରିବେ କରିତେ ଦ୍ଵାରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହିଯା ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରେର ହତ୍ସାରଣପୂର୍ବକ କହିଲେନ, ଏ କି ! ଏ କି କର ! ଆୟହତ୍ୟା ମହାପାତକ, ବିଶ୍ଵତ ହିୟାଛ ? ତୁମି କି ଜାନ ନା, ଆୟହତ୍ୟା-କାରୀ ଅପେକ୍ଷା ପାପାୟା ଆର ନାହିଁ । ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେନ, ‘ତଗବନ୍ ! ଆମାର ଜୀବନ ଅଗ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଯାଛେ, ଏକଣେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହ ଜଳମଗ୍ନ କରିତେ ଯାଇତେଛି, ଇହାତେ ଆୟଧାତୀ ପାତକୀ ହଇବ କେନ ? ଏଇମାତ୍ର କହିତେ କହିତେ ଶୋକାଛର ହିୟା ବାଟିକୋମୂଲିତ-ତକ୍ରତୁଳ୍ୟ ସୋପାନଶାୟୀ ହିଲେନ ।

‘ପରମହଂସ ସ୍ୟତିବ୍ୟାସ ହିୟା ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରକେ ହତ ଧରିଯା ତୁଳିଲେନ ଏବଂ ଅନେକଅକାର ମାତ୍ରନା କରିଯା କହିଲେନ, ବ୍ୟାସ ! ମୃତ ଶିଶୁଟୀର ମକ୍ଷଣ ଦେଖିଯା ଆମାର ବିଳକ୍ଷଣ ଅର୍ଥମିତି ହିତେହେ ତେହାର ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ ନାହିଁ । ତବେ କି ନା ବିଦ୍ୟାକୁ ଫଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକପ ଘଟନା ହିୟା ଥାକିଲେ, ଇହାର ପାଇସାର ମଧ୍ୟରେ ହିତେ ପାରେ । ଅନିମିତ୍ତ-ଧୂର ଧାରୁଳ,

হইতেছে কেন? বোধ হয়, জগন্নীশ্বর অবিলম্বেই বিপদ্বত্তন করিবেন। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং সত্ত্বেই ঔষধ লইয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক ঐ ঔষধ ফুৎকার দ্বারা বসন্তকুমারের কর্ণ ও নাদিকারকে প্রবিষ্ট করাইলে, তাহার কিঞ্চিং আস প্রাপ্তি বহিতে লাগিল। বসন্তকুমার কিয়ৎক্ষণাত্মে নিন্দাভঙ্গের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন, এবং বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, দাদা! আমি যুমারেছিলাম। আপনি ফল আনিতে গিয়াছিলেন, কৈ ফল কৈ, আমাকে দিন, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে। বিজয়চন্দ্র বসন্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া সজলনয়নে কহিলেন, বসন্ত! যথার্থ বটে, তুমি চিরনিদ্রায় নিন্দিত হইয়াছিলে, আমিও মহানিদ্রায় নিন্দিত হইতেছিলাম, ভাগ্যে এই ভগবান্ কৃপা করিয়া দুঃজনকেই চৈতন্য প্রদান করিলেন, নতুবা সাক্ষাৎ হইবার আর সন্তানবন্ধ ছিল না।

তদনন্তর বিজয়চন্দ্র সঞ্চিত ফলাদ্বি বসন্তকুমারকে ভক্ষণ করাইয়া, অবশিষ্টার্ক্ষ আপনি ভোজন করিলেন। তাহাতে তাহাদের ক্ষুধা অনেক শান্ত হইল। পরমহংস দুটি সহোদরের আপাদ-মন্ত্রক অনেক ক্ষণ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, আমার বিলক্ষণ অহুমান হইতেছে, তোমরা দুইজন কোন রাজকুল অলঙ্কৃত করিয়াছ, কিন্তু কিনিমিত্ত এই দুর্গম বনে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছ, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিজয়চন্দ্র আদ্যোপাস্ত সন্মাগ্র বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, দিগন্ধৰ কর্ণকুহৰে হস্তার্পণপূর্বক বিশ্বয়োৎকুলান্তঃকরণে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, মিষ্টি

মহুয়েরা, বিপুরতন্ত্র হইয়া কি না ধৰ্মবিগৃহিত কৰ্ম করিতে অবৃত্ত হয় ! অপত্যস্নেহ-সেতু ভঙ্গ করিয়া অপত্য-হত্যা করিতেও অবৃত্ত হইয়া থাকে ! হা পরমেশ্বর ! তুমি কি সহিষ্ণু !

তত্ত্বজ্ঞানী এইরূপ চিন্তা করিয়া বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস ! রজনী আগতা, হিংস্র জন্ম সকল জলপানাশয়ে এই নীরাশয়ে ধাবিত হইবে। অতএব এই স্থানে আর অবস্থিতি করা কর্তব্য নহে। অদ্য রজনীতে আমার আশ্রমে আতিথ্য-সংকার গ্রহণ কর। বিজয়চন্দ্র “আপনার অনুমতি শিরোধার্য্য” বলিয়া, দক্ষিণ হস্তে অনুজ্জের হস্ত, এবং বামহস্তে অশুব্ধয়ের রঞ্জু, ধরিয়া তপোনিধির পশ্চাত্ত পশ্চাত্ত গমন করিলেন।

পরমহংস দেই পর্বত-কঙ্কালে এক প্রশংস্ত গুহায় বাস করিতেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, দ্বারোদ্ধাটন-পূর্বক গুহা প্রবেশ করিলেন। দিষ্টগুল যতই অস্কারে আবৃত হইতে লাগিল, কন্দর-স্থান দিনমানের ন্যায় ততই অদীপ্ত হইল। বিজয়চন্দ্র চমৎকৃত হইয়া ইতন্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্বক দেখিলেন, একখান প্রস্তরের জ্যোতিতে একপ আশুর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। তদনন্তর গুহাদ্বারে ছুটি অশ্ব বঙ্গন করিয়া স-সহোদর গুহা-প্রবেশ করিলেন। পরমহংস আহাৰীয় নানাপ্রকার সুস্বাচ্ছ ফল মূল অদান করিলে, তোষনাস্তে বসন্তকুমার নির্দাগত হইলেন। বিজয়চন্দ্র পরমহংসের সহিত ধৰ্মালাপে অধিকাংশ যাঘিনী অভিবাহিত করিয়া, পরে নির্দিত হইলেন।

পুর দিন সহোদর-স্বর পূর্ব দিকে দিননাথকে উদ্দিত

দেখিয়া, পরমহংসকে শ্রগাম-প্রদক্ষিণ-পূর্বক তুরঙ্গারোহণে ঘাতা করিলেন। অশ্ব-বয় সেই পর্বতের নিম্ন ভূমি দিয়া ক্রমাগত পূর্বাভিযুক্তে গমন করিতে লাগিল। সেই পথ অতিশয় দুর্গম, স্ফুতরাং বিজন। তাহার দক্ষিণ প্রদেশ পর্বত-ময়, উত্তর প্রদেশে অরণ্য ব্যবধান, স্থানে স্থানে শিলাধঙ্গ ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমূদায় পতিত হইয়া পথিকদিগের অতিশয় দুঃখদ হইয়াছিল। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের এই পথেই তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। তথাপি তাহারা তাহার অন্য কোন দিকে আর পথ পাইলেন না। পরিশেষে কুংপিপাসায় কাতর হইয়া ছিল তরুপল্লবের নায় এককালে মলিন এবং ক্রমে ক্রমে বাক্ষক্রিহীন ও দুর্বল হইলেন, তখন কেবল ঘোটকাবল্লম্বনে গমন করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় কিয়দুর গমন করিলে, তুরঙ্গদ্বয় এক লতা-ধলৰে উপস্থিত হইয়া পথাতাবে দণ্ডাবমান হইল। সেই স্থানটা আবার এমনি তরক্কর যে, স্থান দিবসেই রজনী বোধ হয়। তাহার দুই দিকে কণ্টকী বেণুবন, এবং মধ্যস্থলে নরকপাল ও বৃহৎ বৃহৎ পৰ্বতাদির অস্থি সকল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সমীপবর্তী পর্বতকক্ষালে এক বিস্তৃত শুরঙ্গ। তাহা হঠাৎ দেখিলে সাধারণ মরুভ্যগণ পাতালগ্রামের পথ অহুমান করে। বাস্তবিক ঐ শুরঙ্গটা তাড়কা রাঙ্কসীর বাসুহান ছিল। ত্রেতায়ুগে ভগবান् শ্রীরামচন্দ্র যখন মিথিলা-নগরে, গমন করেন, এই স্থানে সেই দুরস্ত। নরনাশিকা তাহাকে আক্রমণ করে। তিনি সম্মুখ-সংগ্রামে তাহাকে মৃত করিয়া,

মিথিলাগমনের স্বল্প পথ নিষ্কর্ণক করেন। বিজয়চন্দ্ৰ
অৰ্থ হইতে অবৰোহণ কৰিয়া বসন্তকুমাৰকে অভয় দিয়া
কহিলেন, বসন্ত ! এত ব্যস্ত হইতেছ কেন ? ভয় কি, আমি
ত তোমাৰ সঙ্গেই আছি। অনন্তৰ ইতস্ততঃ গমনে পথা-
ন্ত্বেষণ কৰিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন্ত দিকে পথ থাকিল,
অন্ধকাৰ-প্ৰযুক্ত তাহাৰ কিছুই নিশ্চয় কৰিতে পাৰিলেন না।
সূৰ্যাস্তেৰ কত বিলম্ব আছে, জানিবাৰ জন্য এক সুদীৰ্ঘ বৃক্ষা-
ৰোহণ কৰিলেন, দেখিলেন দীৰ্ঘনাথ পশ্চিমাচলে লুকাই-
তেছেন এবং অন্ধকাৰ তাহাৰ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাৰমান হইতেছে,
তিনি ক্রোধে আৱক্তৰ্বৰ্ণ হইয়াছেন। বিজয়চন্দ্ৰ বৃক্ষ হইতে
শীঘ্ৰ নামিয়া দীৰ্ঘনিশ্বাস পৰিত্যাগপূৰ্বক মনে মনে কহিতে
লাগিলেন, অদ্য এই স্থানে আমাদেৱ প্ৰাণ বাইবে, সন্দেহ
নাই ; হয় ত এই সুৱাস হইতে অজগৱ ভুজঙ্গ বাহিৰ হইয়া
আমাদিগকে ঝাস কৰিবে, না হয় কোন কৱাল-বদন নৱ-
ধাদক আনিয়া সংহাৰ কৰিবে, এ বিষম সন্তুষ্টি আমাদেৱ
আৱ নিষ্ঠাৰ নাই। কালিনী মায়েৰ মনোৰ্বাণী বুঝি আছি
পূৰ্ণ হইল। হায় ! মৱণেৰ সময় বন্ধু বান্ধুৰ কাহাৰও সঙ্গে সাক্ষাৎ
হইল ম। হা শাস্তে ! তুমি কোথায় ! বিজন বনে আমিৱা
আণত্যাগ কৰিলাম, তুমি ইহাৰ কিছুই জানিতে পাৰিলে
না। এইক্ষণ ধেন কৰিতে লাগিলোন। কিন্তু বসন্ত পাছে
ভয় পায়, এই ভয়ে মনেৰ ভাৰ কিছুই প্ৰকাশ কৰিলেন না।
নয়নে বাঞ্ছৰাবি সঞ্চাৰ হইয়া আসিলো, পৰিধেয়বন্ধাঙ্কলে
সংবৰণ কৰিতে লাগিলোন।

সুসন্তকুমাৰ অগ্ৰজেৰ ভাৰ ভঙ্গিতেই বুঝিতে পাৰিয়া

কহিলেন, দাদা ! ও কি, তুমি কাঁদ কেন ? যদি তুম পাইয়া
থাক, তবে কেন শাস্তি আয়িকে ডাক না ? সে তোমার কথা
শুনিতে পাইলে, অমনি দৌড়াদৌড়ি আসিবে । বিজয়চন্দ্ৰ
সহোদৱকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া রোদন সংবরণ কৰিলেন,
এবং চিন্তা কৰিতে লাগিলেন, কিৰূপে এই কাল রজনী
অতিবাহিত কৰিব ; একপ ভয়কৰ স্থানে অনল ব্যতীত থাকা
উচিত নয়, যেহেতু অগ্নি দেখিলে সৰ্প, ব্যাক্র, ভল্লুকাদি হিংস্র
জন্ম নিকটস্থ হয় না । এই জনশূন্য অৱণ্যে বা কিৰূপে
অগ্নি প্রাপ্ত হইব । ক্ষণকালের পৰ দুইথান শুষ্ক বেণুগুৰু
আনিয়া পৰম্পৰ দৰ্শণ কৰিলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে তন্মধ্য হইতে
বুন্দ ও অগ্নিশূলিঙ্গ নিৰ্গত হইতে লাগিল । ইহাতে অনল
উদ্বীপন কৰিতে তাহাকে আৱ অধিক কষ্ট পাইতে হইল
না । অগ্নি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰজলিত হইলে, সেই স্থানটী কিঞ্চিৎ
আলোকময় হচ্ছে । বিজয়চন্দ্ৰ অৰ্থব্রহ্মের পৰ্য্যাণ ও মুখবক্ষ
শুলিয়া শব্দ্যা প্ৰস্তুত কৰিলেন । বসন্তকুমাৰ ক্ষুধা তৃকাম্ব অত্যন্ত
কাতৰ হইয়াছিলেন, সেই পৰ্য্যাণ-শব্দ্যায় নিদ্রা যাইতে
লাগিলেন । ঘোড়া দুটী এদিক ওদিক লতা পত্ৰ তৃণ খাইতে
লাগিল ।

বৎস সকল ! সময়ে কি না কৰে । অগ্ৰিময় পৰ্য্যক্ষে
কুসুমতুল্য সুকোমল শব্দ্যায় শয়ন কৰিয়া বে বসন্তকুমাৰেৰ
মিদ্বা হইত না, এক্ষণে সামান্য পৰ্য্যাণ-শব্দ্যায় তাহার সু-
মুণ্ডিৰ অবস্থা হইল । বিজয়চন্দ্ৰ কথন কোন বিপদ্ধ ঘটে এই
আশঙ্কায় নিদ্রা না যাইয়া অহুজৰ নিকট বসিয়া থাকিলেন,
প্ৰৱং অনলেৰ উত্তাপে তাহাৰ শৰীৰ ঘৰ্ষাঙ্গ হইলৈ উক্তৰীয় ।

বসনাঞ্জলে বাতাস করিতে লাগিলেন । এই অবস্থার
প্রেমে সমস্ত বজনী গত হইলে বসন্তকুমারের নির্দারিত হইল ।
তখন তিনি অত্যন্ত পিপাসায় শুকর্ক হইয়া কহিলেন, দাদা !
আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, আমি কখন কহিতে পারি
না, আমাকে শীত্র জল আনিয়া দাও । বিজয়চন্দ্র কহিলেন,
বসন্ত ! এমন সময়ে কোথায় জল পাইব বল, কিঞ্চিংকাল
সহ্য করিয়া থাক, প্রভাতে জল আনিয়া দিব ।

পরে শৰ্বরী অবসান হইল, বিহঙ্গকুল কলরব করিয়া
উঠিল, তুষারবিন্দু মুক্তাহারের ন্যায় তক্ত-পল্লব-স্থলিত হইতে
লাগিল, পূর্ব দিক্ রক্ত বন্ধ পরিধান করিল । ক্রমে ক্রমে
অঙ্ককার তিরোহিত হইয়া, লতাবিতান অত্যন্ত আলোকিত
হইয়া আসিল । বিজয়চন্দ্র আর বিলম্ব না করিয়া, বসন্ত-
কুমারকে হাত ধরিয়া অথ-পৃষ্ঠে উঠাইয়া দিলেন, এবং
আপনিও অশ্বাসীন হইয়া, ইতস্ততঃ পথান্বেষণ করিতে
করিতে হঠাতে গিধিলা-গমনের পথ দেখিতে পাইলেন ।
বসন্তকুমার ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, স্ফুরাণ
কিয়দূর গমন করিয়া নিতান্ত অশক্ত ও অশপৃষ্ঠে লুঠিত হইয়া
পড়িলেন । না হইবারই বা বিষয় কি, একে ছেলে
মানুষ, তাহাতে আবার দিবারাত্রি নিরম্ভু উপবাস ।
তখন তিনি শৃঙ্খলে কহিলেন, দাদা ! আমি আর অশ্বে
থাকিতে পারি না, আমার শরীর অবশ হইয়াছে, আমাকে
ঘোঢ়া হইতে শীত্র নামাও, না হয় পড়িলাম । বিজয়চন্দ্র
আরনি ব্যাপ্ত হইয়া ঘোটক হইতে অবরোহণপূর্বক বসন্ত-
কুমারকে জোড়ে করিয়া নামাইলেন, এবং সজল-নেজে

কহিলেন, বসন্ত ! তুমি কিঞ্চিক্ষণ আমার অপেক্ষা করিয়া থাক, আমি জল লইয়া শীত্র আসিতেছি। এই বলিয়া জলাদেবগে গমন করিলেন। বসন্তকুমার অনিমিষ-লোচনে তাহার পথপানে চাহিয়া থাকিলেন। এবং পীয়ুষ-পিপাসু আবন্দ গোবৎস যেমন ক্ষণে ক্ষণে শব্দ করে, তদ্বপ তিনিও দাদা দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

বিজয়চন্দ্র প্রসিদ্ধ পথ ধরিয়া কতক দূর চলিয়া গেলেন, কিন্তু জল বা কোথায়, কোন্দিকেই বা যান, কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, এক তমাল-তরু-তলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন একটা শশকী কতকগুলি শিশু সন্তান লইয়া তাহাদের গাত্র লেহন করিতে করিতে আসিতেছে। শশক-শিশুদিগের কাহারও গাত্রে কর্দম-চিহ্ন, কাহারও সর্ব শরীর জলার্দ্র। বিজয়চন্দ্র শশ-দর্শিত পথাব-লম্বনে গমন করিয়া অনতিবিলম্বে একটা সুন্দীর্ঘ জলাশয়ের নিকটবর্তী হইলেন, এবং “আমার সঙ্গে পাত্র নাই, কিপ্রকারে জল লইয়া যাইব” এই চিন্তা করিতেছেন, হঠাৎ পার্শ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটা দিগ্গংজ মন্ত্রকোপরি শুণ তুলিয়া অতিবেগে ধাবিত হইতেছে। অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডামান হইলেন। করিবর দূর হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, বিজয়চন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া দেই দিকেই ধাবিত হইল।

বিজয়চন্দ্র ভয়ে জড়ীভূত হইয়া কহিলেন, হা পরমেশ্বর ! এবার এই হস্তীর হস্তেই আমার আগ গেল। আমি মরিলাম দেজন্য দুঃখ নাই, কিন্তু বসন্তকুমার বিজন বনে পড়িছি।

জলাভাবে আহি আহি করিতেছে, সেই জনশূন্য অরণ্য-
মধ্যে জল-দানে কে তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে ? হায় কি
সর্বনাশ ! এ দিকে দুরস্ত বারণ আমাকে বিনাশ করিতে
আসিতেছে, ও দিকে পিপাসায় বসন্তকুমারের ওষ্ঠাগত প্রাণ
হইয়াছে। কি করি, এখানে এমন কেহ নাই, যে তাহাকে
বনস্তের কথা বলিয়া দি। হে করুণাময় পরমেশ্বর ! মৃত্যুসময়ে
আমি কাতরে এই প্রার্থনা করিতেছি, সেই নিরাশৰ
বালককে রক্ষা কর। বিজয়চন্দ্র এইক্রম কহিতে কহিতে
আতঙ্কে মূচ্ছিত চইয়া ধরাতলে পড়িলেন। মত দন্তী
তাহাকে কর-বেষ্টন-পূর্বক মস্তকে তুলিয়া প্রচণ্ড শব্দ করিতে
করিতে ধাবিত হইল ।

এ দিকে বসন্তকুমার ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত অস্থির হইয়া
মৃতপ্রায় ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছেন, বাক্য-প্রয়োগের শক্তি
নাই, তথাপি মৃচ্ছারে দাদা বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে মুখ-বাদান
করিতেছেন। তাহার বিষ্঵াদৰ বিবর্ণ ও শুক হইয়া
গিয়াছে। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্রাবিত হইয়াছে। এমন
সময় সারদাজ মুনি সেই পথে গমন করিতেছিলেন, বসন্তকু-
ম্যারকে তদবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—
এই বালকটী আকার প্রকারে রাক্ষসু অমুমান হইতেছে;
কিন্তু কিছিন্য এট বিজন বনে একাকী আসিয়া এইদশাগ্রস্ত
হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা আর কেহ ইহার
সঙ্গে আসিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি, যেহেতু দুইটা
বোটক দেখিতেছি। এ ক্ষণে ইহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা
করিবার সময় নাই; অগ্রে জলদানে স্বৃষ্ট করি, পরে সবিশেষ

ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ । ତଦନ୍ତର ଏକ କମଣ୍ଡଲୁ-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରି ଆନିଯା ପ୍ରଥମେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପରିମାଣେ ବସନ୍ତକୁମାରେର ଜିଜ୍ଞାସେ ଦିତେ ଲାଗିଲେନ । ପରେ ତିନି କିଞ୍ଚିତ ସୁନ୍ଦର ହିଲେ, ସ୍ଵହଞ୍ଚେ କମଣ୍ଡଲୁ-ଶିତ ନମ୍ବର ଜଳ ପାନ କରିଯା, ମୁନିର ମୁଖପାନେ ଚାହିଯା କହିଲେନ, ମହାଶୟ ! ଆପନି କେ, ଆମାର ପ୍ରାଣ ଯାଓଯାର ସମୟ ଜଳ ଦିଯା ବାଁଚାଇଲେନ ? ଆପନି ବଲିତେ ପାରେନ, ଆମାର ଦାଦା କୋଥାଯି ଗେଲେନ ? ତିନି ଆମାର ଜନ୍ୟ ଜଳ ଆନିତେ ଅନେକ କ୍ଷଣ ଗିଯାଛେନ, ଏଥନ୍ତି ଫିରିଯା ଆସିଲେନ ନା । ବସନ୍ତକୁମାରେର ଏତାଦୃଶ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣେ ତପଞ୍ଚୀ ବୁଝିତେ ପାରିଲେନ, ଇହାର ସଙ୍ଗେ ଇହାର ଅଗ୍ରଙ୍ଗ ଆନିଯାଛେ । ବୋଧ କରି ତାହାର କୋନ ବିପଦ୍ମ ହିଲେ ଥାକିବେ, ନତ୍ରବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆମିବାର କାରଣ କି ? ଦେ ଯାହା ହଟକ, ଏକଣେ ଇହାକେ ସାହୁନା କରା ଆମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ମୁନିବର ପ୍ରବୋଧ-ବାକ୍ୟେ କହିଲେନ, ବ୍ୟସ ! ତୋମାର ଭୟ କି ? ବୋଧ କରି ତୋମାର ଦାଦା ଏଥନି ଆସିବେନ । ତିନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆଇବେନ, ଆମି ତୋମାର ନିକଟେ ଥାକିବ । ବାହା ରେ ! ତୋମାକେ ଏକଟା କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରିତେଛି, ବଳ ଦେଖି, ତୋମରା ଛଟା ଭାଇ କିଜନ୍ୟ ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ବନପଥେ ଆସିଥାଛ ? ବସନ୍ତକୁମାର କହିଲେନ, ମହାଶୟ ! ଆମି ତା ଭାଲଙ୍ଗପ ଜାନି ନା, ଦାଦା ଆସିଲେ ତାବେ ବଲିତେ ପାରେନ । ଏତ୍ୟ ଶ୍ରବଣେ ମୁନିବର ବିବେଚନା କରିଲେନ, ଏ ଯେକ୍କପ ବାଲକ, ଇହାକେ ଛୁଇ ଏକ କଥା ଜିଜ୍ଞାସା ତିନି ଇହାଦେର ଏକପ ଅବଶ୍ୟାନ ଅବଶ୍ତିତ ହଇବାର କାରଣ ଜାନିବାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ; ଅତରେବ ସେକ୍ରପଇ ଜିଜ୍ଞାସା କରି । ବ୍ୟସ ରେ ! ତୋମରା କାର ଛେଲେ ? ତୋଥା-

দের বাড়ী কোথায় ? বসন্তকুমার কহিলেন, আমার পিতার নাম রাজা জয়সেন, দাদার নাম বিজয়চন্দ্র, আমার নাম বসন্তকুমার; বাড়ী জয়পুরে। তপোধন এই কয়েকটী কথা শুনিয়া অসুম্ভান করিলেন, শুনিয়াছি জয়পুরাধিপতি রাজা জয়সেন, প্রথম সংসার গত হওয়ায় পুনর্বার বিবাহ করেন। বোধ করি তাহাকর্তৃক এই ঘটনা হইয়া থাকিবে। ভাল, বিশেষ করিয়া খিজাদা করি। তপস্তী কহিলেন, বাহা বসন্ত বল দেখি তোমার বিমাতা কি তোমাদিগকে কিছু বলিয়া- ছিলেন, না তোমাদের পিতা তোমাদিগকে মারিয়াছেন ? বসন্তকুমার কহিলেন, না মহাশয় ! মা কিছুই বলেন নাই। আমরা কোটাৰ ভিতৰ বসিয়াছিলাম, শাস্তা আয়ি আনিয়া দাদার কাছে কি বলিয়া যেন কাঁদিতে লাগিল। খানিক পরেই নগরপাল আমাকে আৱ দাদাকে দড়ী দিয়ে বাঁধিয়া এক অঁধার ঘৰে রাখিল। এই দেখুন তাহার দাগ এখনও আমার হাতে রহিয়াছে, বলিয়া তিনি তপস্তীকে হাত দেখাইতে লাগিলেন। মুনিবৰ দৃষ্টি করিয়া চমৎকৃত ও দুঃখিত হইয়া কহিলেন, হাঁ বাহা ! তাৱ পৰে কি হইল ? বসন্তকুমার কহিলেন, রাত্ৰি প্ৰভাত হইলে, নগরপাল আমাকে আৱ দাদাকে লইয়া পিতার সন্ধুখে বাঁধিল। তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। দাদা তাহার দুখানি পা ধৰিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তবু তিনি শুনিলেন না। পৰে মন্ত্ৰী মহাশয় আমা- দেৱ হাতেৱ দড়ী খুলিয়া দিয়া এই ঘোড়া (আনিয়া) দিলেন ; আমি একটায়, আৱ দাদা একটায় চড়িয়া চলিলাম।

ଦାନୀ ଆମାକେ ଏ ଥାନେ ଆନିଯାଇନେ, ଆମି କତ ବାରି
କହିଲାମ, ଦାନୀ, ଚଲ ବାଡ଼ୀ ଯାଇ, ତିନି ତା ଶୁଣିଲେନ ନା ।
ଭାଲ ମହାଶୟ ! ଆପନି ନା ବଲିଲେନ, “ତୋମାର ଦାନୀ ଏଥନି
ଆସିବେନ” ; କୈ ତିନି ତ ଏଥନେ ଆସିଲେନ ନା । ଆମାର
ବଡ଼ କୁଧା ହଇଯାଇଁ, ଆମି କାରି କାହେ ବଲିବ ?

ତାପମଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବସ୍ତ୍ରକୁମାରେର ଏହି ମକଳ କଥା ଶୁଣିଯା,
ତୋହାଦିଗେର ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଵାରା ଘଟିଯାଇଲ, ତାହା ସହଜେଇ ବୁଝିତେ
ପାରିଲେନ । ତପସ୍ତ୍ରୀଦିଗେର ଚିତ୍ତ ସ୍ଵଭାବତଃ ଦୟାର୍ଦ୍ଦ୍ର, ତାହାତେ
ଆବାର ଏହି ମକଳ ଦୁଃଖଜନକ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରାୟ ଏକବାରେ
ଶ୍ରବ ହଇଯା ଗେଲ । ତଥନ ତିନି ଦୁଃଖଗନ୍ଧ ହଇଯା କହିଲେନ,
ବାହା ବସ୍ତ୍ର ! ତୋମାର ଅତାନ୍ତ କୁଧା ହଇଯାଇଁ ? ତୁମି ଏହି
ଥାନେ କିଞ୍ଚିକାଳ ବସିଯା ଥାକ, ଆମି ବନ ହଇତେ ଫଳ
ଆନିଯା ଦିତେଛି । ଏହି ବଲିଯା ଗମନୋନ୍ୟ ହଇଲେନ ।
ବସ୍ତ୍ରକୁମାର ଅତି କାତରସରେ କହିଲେନ, ଠାକୁର ମହାଶୟ !
ଆପନିଓ କି ଆମାକେ ଫେଲିଯା ଚଲିଲେନ ? ଆମାର ଉପାୟ
କି ହବେ ? ଏହି କରେକଟା କଥା ବଲିତେ ବଲିତେ ନୟନ-ଜଳେ
ତୋହାର ବକ୍ଷ-ଶ୍ଵଳ ଭାସିତେ ଲାଗିଲ । ତପସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେନ, ବାହା
ରେ ! ଅମି ଆର ତୋମାକେ ତ୍ୟାଗ କରିଯା ଯାଇବ ନା । ତୁମି
ଏ ଆଶକ୍ତା କେବ କରିତେଛ ? ସବୀ ତୋମାର ବିଶ୍ୱାସ ନା ହୁଏ,
ତବେ ଆମାର ଏହି କାଂଧା ଆର କମଣ୍ଡଲୁ ରାଖ । ତାହା ହଇଲେ
ଆମି ଆର ଯାଇତେ ପାରିବ ନା । ମୁନି କାଂଧା କମଣ୍ଡଲୁ ବସ୍ତ୍ର-
କୁମାରେର ନିକଟେ ରାଖିଯା ଫଳାବେଷରେ ଗମନ କରିଲେନ ଏବଂ
ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନେ ଆତା, ପେଯାରୀ ପ୍ରଭୃତି କତକଶୁଳି ପାର-
ଣ୍ଟ ଓ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମ ଫଳ ଆନିଯା ଦିଲେନ । ବସ୍ତ୍ରକୁମାର ପରିତୋଷ-

পূর্বক ভোজন করিলেন। মুনিবর বিজয়চন্দ্রের আগমনাপেক্ষায় অনেক ক্ষণ তথায় অবস্থিতি করেন, এ দিকে বেলা তৃতীয় শ্রেণির উত্তীর্ণ হয়। বিজয়চন্দ্রের আর আগমনের সন্তাননা না দেখিয়া কহিলেন, বাছা বসন্ত! তোমার দাদা বুঝি আর আসিলেন না। যদি জীবিত থাকেন, তবে কোন সময়ে অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। তুমি আমার সঙ্গে আইস। মুনির এই বাকা শ্রবণ করিবামাত্র বসন্তকুমার দাদা, দাদা, বলিয়া উচ্চেঁচুরে রোদন করিতে লাগিলেন। তপোধন প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন, বাছা রে! আর কাঁদিও না, চুপ কর, তুমি কি শুনিতেছ না, বনের মধ্যে বাষ ডাকিতেছে। আর এ থানে থাকা হয় না, চল আমরা শীত্র শীত্র যাই। বসন্তকুমার ভবে অমনি চুপ করিলেন। তপস্বী তাহাকে হস্ত ধরিয়া অশ্পৃষ্টে উঠাইয়া দিলেন এবং স্বহস্তে লাগাম ধরিয়া চলিলেন। দ্বিতীয় অশ্টটি পঞ্চাংশ পঞ্চাংশ চলিল।

মুনিবর সক্ষ্যার প্রাক্কালে নিজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমবাসিগণ, একে একে সকলেই তাহার নিকটবর্তী হইয়া বসন্তকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তৎসম্বৰ্কীয় সমন্ত বিবরণ আদ্যোপাস্ত বর্ণন করিলে, তপস্বী-সম্প্রদায় চমৎকৃত ও সাতিশয় দৃঃধিত হইলেন।

সারদাজ মুনি অনপত্তি, এজন্য তদীয় পঞ্চী সুদক্ষিণ সর্বক্ষণ পর-পুত্র-গালনে একাস্ত ইচ্ছাবতী ছিলেন। বসন্তকুমারকে দেখিয়া, তাহার আর আক্ষনাদের পরিসীমা ধাকিল না। আরাম বসন্তকুমারের এমনি সুন্দর মুখভূঁটি ছিল, যে শত-

পুত্রপ্রস্তি ও তাহার মুখপানে চাহিলে, লালন পালন করিতে ব্যগ্রা হইত। বিশেষতঃ মুনিপঙ্কী সন্তান-বিহীনা, স্বতরাং তিনি আহলাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া বাহ্যগল প্রসারণপূর্বক বসন্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কুটীরে গমন করিলেন। রজনী অভাব হইল। মুনিকুমারের বসন্তকুমারের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে কুটীরদ্বারে দণ্ডয়মান হইলেন। তিনি অপরিচিত হেতু কাহারও নিকট গেলেন না; রজনীতে কেবল ব্রাহ্মণপঙ্কীকে দেখিয়াছেন, অতএব তাহারই নিকটে বনিয়া থাকিলেন। যখন তাহার অস্তঃকরণে বিজয়চন্দ্রের কথা জাগ্রৎ হইতে লাগিল, তিনি অননি দাদা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দ্বিজরমণী তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া হরিণ-শিশু ও করভ দেখাইয়া প্রবোধ-বচনে স্বস্থির করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় দুই চারি দিন গত হইল। যখন তাপস-তনয়দিগের সহিত তাহার প্রণয়নঞ্চার হইল, এবং ক্রীড়া কৌতুকে অস্তঃকরণ সর্বদা বাগ্র রহিল, তখন বিজয়-চন্দ্রের কথা ক্রমে অস্তর হইতে অস্তর্হিত হইতে লাগিল।

এতদবস্তায় কিছু কাল অতিবাহিত হয়। তাপসশ্রেষ্ঠ সারদাজ অন্যান্য মুনিকুমারের সহিত বসন্তকুমারের পাঠ্যাভ্যাস করিতে সময় নিরূপণ করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ তাহাতে তাহার কিঞ্চিৎ কষ্ট ও বিরক্তি বোধ হইল বটে, কিন্তু যৎকালে কিঞ্চিৎ বোধ হইয়া উঠিল, তখন তিনি ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত প্রতিজ্ঞাপূর্বক বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন। একে রাজপুত্র স্বতাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহাতে আবার তপস্বীদিগের উপদেশ, স্বতরাং

অত্যন্ত পরিশ্রমেই চিত্তোৎকর্ষ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও ধৰ্মপ্রবৃত্তি সমুদায় বৰ্দ্ধিত হওয়ায়, নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি সকল তাহার স্বণার্থ হইল। ইহাতে আর বিদ্যাভ্যাসের কল কি মা দর্শিল ?

বাছা সকল ! সংসারী ব্যক্তিগণ নানা বিদ্যায় বিভূবিত হইয়াও গ্রস্থবাহক-চতুর্পদ-তুল্য। ষে হেতু তাহারা কাপট্য, চপলতা, মিথ্যা, প্রেক্ষণা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুত্রিম স্বভাবের বশবত্তী হন। তপস্বীদিগের সেরূপ ব্যবহাৰ কিছুই নাই। লোকালয়ে সুস্বভাব মহুষা প্রাপ্ত হওয়া সামান্য ব্যাপার নহে ; সদাঃ প্রসূত শিশু মাতৃকোড় হইতে কুত্রিম প্রকৃতি অবলম্বন ও চাতুর্য, বঞ্চকতা শিক্ষা কৱিতে আৱস্ত কৱে, আৱ যাবজ্জীবন তদমুশীলনেই ব্যাপৃত থাকে। তপস্বিগণের ব্রাহ্ম্যবধি বাস্তুক্য পর্যন্ত কেবল সত্যসূচনা, ধৰ্মামুষ্টান, ধৰ্মশাস্ত্র শ্রবণ, মনন, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এই সকল সংগুণেরই পরিচালনা হইয়া থাকে। ইহাতে আৱ তপোবন-বাসীরা কুত্রিম স্বভাবের বশীভূত কেন হইবেন ?

বসন্তকুমাৰ আনন্দপূৰ্বীক সকল শাস্ত্রে পারদশী, এবং ক্রমে কৈশোরাবস্থা পশ্চাত কৱিয়া ঘোবনোদ্যানে উপস্থিত হইলেন। তাপনশ্রেষ্ঠ সারবাজ, তাহার স্বাগত ঘোবনা-বলোকনে নিৰুট্টে বসাইয়া, চৱিত্পরীক্ষার্থ গলছলে তাহাকে একটী পুঁজি কৱিলেন।

বাছা বসন্ত ! মনুজনামা এক ব্রাহ্মণকুমাৰের কৈশোরা-বস্থা গত হইলে, তিনি ঘোবনেৰ প্রারম্ভে সন্দেহ-পছাদ ইতস্ততঃ গমন কৱিতে কৱিতে, সমুখে এক চিষ্টাশৈল

ଦେଖିତେ ପାଇଲେନ ; ମେଇ ପରତେର ଶିଥରଦେଶ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ଶ୍ରୋଷ ହଇଯା ଗଗନ ପ୍ରର୍ଥ କରିଥାଇଁ । ମହୁଜ ତାହାର ସମୀକ୍ଷା-ବର୍ତ୍ତୀ ହଇତେ ସମୁଦ୍ରକ ହଇଯା ଦ୍ରତବେଗେ ଗମନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ଷୁର ଭୂମି ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବାରଂବାର ତାହାର ପଦସ୍ଥଳନ ଓ ଗତିରୋଧ ହଇତେ ଲାଗିଲା ; ସୁତରାଂ କ୍ଲେଶ ପାଇତେ ଲାଗିଲେନ । ତିନି ବହୁଧା ସନ୍ତୋଷ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଇଯା ଦେଖିଲେନ, ମେଇ ଶୈଳେର ଶିଥରଦେଶ ହଇତେ ଦୁଇଟି ଦିବାଙ୍ଗନା ବହିର୍ଗତା ହଇଯା ତାହାର ନିକଟେ କୁଞ୍ଚରଗମନେ ଆସିଥିଲେ । ତମ୍ଭେ ଏକଟି ଅଙ୍ଗନା ବିଚିତ୍ର ବନ୍ଦାଳକାରେ ବିଭୂଷିତ ଓ ଚଞ୍ଚଳପ୍ରକୃତି । ବିତୀଯ ଅଙ୍ଗନାଟି ଅତି ସୁଶୀଳା, ସାଧୁମତି, ସଲଜ୍ଜବଦନା ଏବଂ ଅଙ୍ଗ-ସୋଷ୍ଟବେହି ଅଳକ୍ଷତା ହଇଯାଇଛେ ।

ଏହିରୂପ ଦୃଷ୍ଟି କରିତେ କରିତେ ଶ୍ରୋଷା ରମଣୀ ଦ୍ରତଗମନେ ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତିନୀ ହଇଯା ଅପାଞ୍ଜ-ଭଙ୍ଗିତେ କହିଲେନ, ମହୁଜ ! ତୁମି କି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ? ତୋମାର ଏତ ବିଚାରେ ପ୍ରୋତ୍ସହନ କି ? ଆମାର ଏହି ସୁଗମ ପଥେ ଗମନ କର । ମହୁଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟନା ନିରୀକ୍ଷଣେ ଚମ୍ବକ୍ତ ହଇଯା କହିଲେନ, ଆପଣି କେ କିନିମିତ୍ତ ଆମାର ନିକଟେ ଆଗମନ କରିଥାଇଛେ ?

ସ୍ଵାଗତା ଲଳନା ଉତ୍ତର କରିଲେନ, ଆମି ପ୍ରେସଃ, ତୋମାକେ ଉତ୍ତମ ପଥେର ସନ୍ଧିଷ୍ଠାନେ ଦଶ୍ମାଯମାନ ଦେଖିଯା ସୁଗମ ପଥ ଦେଖାଇତେ ଆସିଥାଇଁ । ଆମାର ପଶ୍ଚାତ ଯିନି ଆସିଥିଛେନ, ତାହାର ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ । ତାହାର ଅନୁର୍ଧିତ ପଥ ଏମନ ଦୁର୍ଗମ ଯେ, ମେ ପଥେ ଯାତ୍ରିଗଣ କିଞ୍ଚିତ ଗମନ କରିଯା ଆଯାଇ ଅତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେନ । ଉନି ମହୁଜଦିଗକେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଭାବି ସୁଧେର ଅତ୍ୟାଶ୍ଚା ହିଯା ଥାକେନ ; ମେ କେବଳ ଆଶାମାତ୍ର, ତାହା କୋନ କାଳେ

পরিপূর্ণ হয় কি না, সন্দেহ। স্বতরাং মানবমাত্রই সেই পথের পাছ হইতে ইচ্ছুক নহেন। আমার এই পথ স্বগম্ভীর জানিয়া এ ক্ষণে প্রায় সকলেই ইহার অনুবন্তী হইতেছেন। অধিক কি বলিব, যাত্রিগণের সমাগমে সকল শান পরিপূর্ণ হইয়াছে।

প্রেরোঙ্গনা এইক্রম কহিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রেয়োঙ্গনা ধীরাগমনে মহুজের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া মৃছ মধুর সন্তানে কহিলেন, বাঁচা মহুজ ! তোমাকে উভয় পথের সন্তুষ্টানে দণ্ডায়মান দেখিয়া সাধুপথ প্রদর্শন করাইতে আমি এ পর্যন্ত আসিয়াছি। এ ক্ষণে তুমি বিচার করিয়া সৎপথ অবলম্বন কর।

প্রেরোঙ্গনা কহিলেন, মহুজ ! তুমি শ্রেয়ের কথায় মুঝে হইও না। উঁহার প্রদর্শিত পথে স্বৰ্থ পাওয়া বড় কঠিন। তুমি আমার প্রদর্শিত পথে চল, আমি এ পথের বে সমুদ্র স্বৰ্থ বর্ণন করিব, তাহার ফল প্রত্যক্ষই দেখিবে। আর, ও পথের পথিকদিগের বে দুর্গতি, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আমার এ পথের পাছদিগের যে কত স্বৰ্থ, আহা ! তাহা এক এক মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় ? দেখ, এক বনস্পতিকালেই বা কত স্বৰ্থ ; নব কুমুমিত তরু সকল দৃষ্টি করিলে অস্তঃকরণে কত নব নব ভাবেরই সঞ্চার হইতে থাকে, এবং প্রকৃতি কমল-দলে মধুকরকে মধুপান করিতে নিরীক্ষণ করিলে পথিকের অস্তঃকরণে কি অনির্বচনীয় ভাবেরই উদয় হয় ! আতপ-ভাষিত ব্যক্তি বখন মলুর সমীরণের স্মৃতি সঞ্চারে সুশীতল-বকুল-মূলে উপবেশন করে,

ମେହି ସମୟ ଅଲିବୁନ୍ଦ ଗୁଣଗୁଣ ଧରନିତେ, କୋକିଳ କୋକିଳା କୁହରବେ, କି ଆଶର୍ଯ୍ୟ ସୁଧେ ତାହାକେ ସୁଧୀ କରିଯା ଥାକେ ! ଆବାର ବିଷୟବିଳାସୀ ମହୁୟଗଣ, ହିତଳ, ତିତଳ, କେହ କେହ ତତୋଧିକତଳ ଗୃହେ ମନିମୟ ପର୍ଯ୍ୟକେ କୁନୁମତୁଳ୍ୟ ସୁକୋମଳ ଶୟ୍ୟାଯ ଉପବିଷ୍ଟ ହଇଯା, ରତ୍ନିକ୍ରପା କାମିନୀ-ସଙ୍ଗେ ହାସ୍ୟ କୋତୁକେ, ତାହାଦିପେର ନୃତ୍ୟ ଓ ଅପାଙ୍ଗ-ଭଞ୍ଜିମାୟ ଏବଂ ସୁରଭି ମୁଖଚଞ୍ଚମା-ଭ୍ରାଣେ, କି ନା ସୁଥ କି ସୁଥ ସନ୍ତୋଗ କରେନ ? ତାହାର ନିକଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠେର ଭାବି ସୁଥ କି ସୁଥ ବଲିଯା ଗଣ୍ୟ ହଇତେ ପାରେ ? କୋନ୍ତମୁର୍ଦ୍ଧବ୍ୟାପକ କୋତୁକେ, ତାହାର ନିକଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠେର ଭାବି ସୁଥ କି ସୁଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ?

ଶ୍ରେଷ୍ଠ : କହିଲେନ, ବାଚା ମହୁଜ ! ପ୍ରେସଃ ସାହା କହିଲେନ, ତାହା ସଥାର୍ଥ ବଟେ, କେନନା ଆମାର ଏ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଅର୍ଥମତଃ କିଞ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ସ୍ଥିକାର କରିତେ ହୟ, ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଜିନ୍-ସଂସ୍ଥମ ବାତୀତ ଏ ପଥେର ପାଞ୍ଚ ହଇତେ କେହ ସମର୍ଥ ହୟ ନା । ଶମ-ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉଥାର ମନୁଷ୍ୟୋର ପ୍ରକୃତିସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ମହୁୟ ସକଳ ଜ୍ଞମେ କୁତ୍ରିମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଲୀର ବଶବନ୍ତୀ ହେଉଥାଯା, ଆପନ ସ୍ଵଭାବଦୋଷେ ଇଞ୍ଜିନ୍-ନିଶ୍ଚାହ ସହ୍ୟ କରିଯା, ଅମୂଳ୍ୟ ଶାନ୍ତି-ସମ୍ପଦି ହଇତେ ପରାମ୍ରୁଥ ହଇତେଛେନ । ଏ କ୍ଷଣେ ସକଳେଇ ତାହାକେ କଷ୍ଟମାଧ୍ୟ ବୋଧ କରେନ । କିନ୍ତୁ ଯେ ମହାୟା କୁର୍ଜନ-ସହବାନ ବିଷବ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ଇଞ୍ଜିନ୍-ବଶୀକରଣ ହାରା ସାଧୁ-ସନ୍ନାବ-ଲସ୍ଥନେ ଆମାର ଏହି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଥେର ପଥିକ ହେଉଥାଇଛେନ, ତିନି ଜଳେ, ହଲେ, ଲୋକାଲୟେ, ବିଜନେ, ପୂର୍ବାହ୍ଲେ, ମାୟାହେ, ନିଶୀଥ ନୟଯେ, ସକଳାବନ୍ଧାଯ ସକଳ ହାନେ ନର୍କକ୍ଷଣ ନିର୍କପମାନଙ୍କ ଭୋଗ କରିତେଛେନ । ଏକପ ଏକଟୀ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମେ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରି । ସ୍ଥାହାରା ଦେଇ ସୁଥିଶ୍ଲାରୋହଣ କରିଯାଇଛେ, ତାହାରାଇ

আমেন, সে কিন্তু আনন্দ। অন্যে তাহা প্রকাশ করিবে সাধ্য কি ?

বাছা রে ! তুমি বিচার করিয়া দেখ, প্রেয়ঃ যে সকল স্বৰ্থ-ধারা বর্ণন করিলেন, সে সকল অস্থায়ীনী ও আশ্বাসিণী। ঈ আশ্বাসিণী স্বৰ্থধারা পরিগামে গরলময়ী হয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রতাক্ষ দেখ, প্রেয়ঃ যে পুস্পের বর্ণন করিলেন, তাহা যে সময়ে অকুল হয় তাহার পর ক্ষণেই মলিন হইয়া যায়। স্বৰ্থবিলাসিনী ললনাগণের ঘোবনাবস্থা পুল্প হইতে আর অধিক কি ? এই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রেয়ঃপথের সমুদ্র স্বৰ্থ বুঝিয়া গও।

মুনিবর এই অবধি কহিয়া বসন্তকুমারকে জিজ্ঞাসিলেন, বাছা ! বল দেধি, এই উভয়ের কোন পথ অবলম্বন করা মহুষ্যের কর্তব্য ? বসন্তকুমার কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, তাত ! প্রেয়ঃ-পদবী কেবল আশ্বাসিণী। শ্রেয়ঃ-পথা-বলম্বন করাই মহুষ্যের কর্তব্য। তপোধন প্রশ্নের সহিতের পাইয়া কহিলেন, ইঁ সত্য বটে, কিন্তু আধুনিক মহুষ্য নকল, বিশেষতঃ সংসারীদিগের মধ্যে বিছান ও ধনবান মহাশয়ের। প্রেয়ঃপথের পথিকই অধিক, তবে যে বাহিরে সাধুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে কেবল লোকে খ্যাতিপ্রত্যাশায়, কিন্তু অস্তরে অন্যপ্রকার-ভাবাদ্বিত। পরচিত্ত অস্ককার, ইহাও যথার্থ বটে, আবার কার্য্য দ্বারাও কাহারও আস্তরিক ভাব গোপন থাকে না। যদি সকলে স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলেন, তাহা হইলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাব, কে কেমন সাধু। বসন্তকুমার মুনির আশ্রমে এবং বিধি নানাপ্রকার শাস্ত্র-নামে বর্ণোবিদ্যায় বর্দ্ধিষ্ঠ হইতে শাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বৎসগণ ! বসন্তকুমার সারবাজ মুনির আশ্র পাইয়া বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত হইতে লাগিলেন । এ দিকে বিজয়-চন্দ্রকে করিবর করবেষ্টন করিয়া ধাবিত হইল, তোমরা এই-মাত্র শুনিয়াছ । পরে তাহার কি দশা হইয়াছিল, এ ক্ষণে বিস্তারিতক্রপে তাহাই বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্বক শ্রবণ কর । অন্যামনস্ক হইলে কিছুই শ্বরণ থাকিবে না ।

যে সরোবরের কুলে বিজয়চন্দ্রকে করিবর করাবন্ধ করে, তথা হইতে ছয়-ক্ষেত্রান্তর বায়ু-কোণে স্থ প্রসিদ্ধ বিজয়পুর ; উক্ত নগর অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে । উহা রাজা রমণী-মোহনের রাজধানী ছিল । নৃপতির বেদনপ পরমেশ্বর-পরায়ণতা ও উদার চরিত্র, তাদৃশ বিক্রম বা বিষয়-বৃক্ষ ছিল না । তাহার শুধানা মহিষীর নাম শুশীলা । তিনি শুগামুকুপ-কুপবতী ছিলেন না । কেবল বিবিধ বিদ্যা-ভূষণে ভূষিত হওয়ায়, পতির মনোমোহিনী হইয়াছিলেন । মধুরস্বরের রূপ কুৎসিত হইলেও ক্ষণে যেমন লোকে মোহিত হয়, রাজা-ও তদ্বপ্ত প্রিয়তমার শুণে একান্ত বশীভৃত ও বিমুক্ত ছিলেন । বস্তুতঃ গৃহিণীগণের বে সমস্ত গুণ থাকা আবশাক, রাজী সে-সমুদ্রায়ের একাধার বলিলেও বলা যায় । রাজমহিষী বলিয়া তাহার কিছুমাত্র অভিমান ছিল না । তিনি স্বহস্তে রক্ষন করিয়া পরিবার এবং পরিচারিকাদিগকে তোজন করাইতেন ।

পালিত পঙ্ক ও রোপিত বৃক্ষলতাদির তদ্বাদ্বান নিজে করিতেন। প্রতিবাদিগণের ভবনে উপস্থিত হইয়া দীনকে অর্থ, রোগীকে পথ্য, ভোগীকে উপদেশ, দিতেন। এই নিমিত্ত সকলেই তাহাকে জননীস্বরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। রাজ্ঞি অলৌক গল্প করিয়া তিগার্জ সময়ও নষ্ট করিতেন না। অবকাশ সময়ে পতির সহিত সমবেত হইয়া রাজ্যের শুভাশুভ ও কর্তব্যাকর্তব্য তর্কবিত্তক পূর্বক স্থিরীকৃত করিতেন। বাস্তবিক, তিনি সর্ববিষয়েই পতির সহকারিষী ছিলেন।

মহিষী বথাসময়ে একটী কন্যাসন্তান প্রসব করেন। অমুক্তমে জাতকর্মাদি সমুদয় সংস্কার সম্পন্ন হইলে, রাজা তনয়ার বিমল ক্লপলাবণ্য বিলোকনে বিমলা নাম রাখিলেন। বিমলা বৃক্ষশীল-বায়ু-বর্দ্ধিত তরঙ্গমালাতৃণ্য বৃক্ষশীলা হইতে লাগিলেন। রাজাঙ্গনা সুশীলা, কন্যাকে সুশীলা ও ঈশ্বর-পরায়ণা করণাভিলাষে, পঞ্চবর্ষ বয়সে উপযুক্ত-আচার্য-হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই সময়ে সাম্রাজ্যের সামন্ত সমুদার, ভূপতিকে নিতান্ত হীনবীৰ্য দেখিয়া, বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। চারি দিক হইতে এককালে যুক্তানল প্রজলিত হইতে লাগিল। রাজা দ্বারানিল-বেষ্টিত বিরদগুণ্য ও বাড়বানল-বেষ্টিত সাগরবাসীর ন্যায়, একবারে তরে বিহুল হইলেন। তাহার অস্তঃকরণে ব্রহ্মেৎস উৎসাহিত না হইয়া বরং প্রস্থানস্থোত বহিতে লাগিল। বিপদে বিহুল হওয়া নাশের হেতু, ইহা বিবেচনা করিয়া রাজমহিষী মৃপতির নিকটবর্তিনী হইলেন, এবং তাহাকে ধৈর্যশালী, সাহসী ও উৎসাহাবিত করণার্থ, প্রিয়,

ମସ୍ତୋଧନେ କହିଲେନ “ମହାରାଜ ! ଆପନି ଏତ କାତର ହିଁ-
ତେବେନ କେନ ? ବିପଦ ଓ ସର୍ପଦ ଉଭୟରୁ ମହୁଷ୍ୟେରା ଭୋଗ
କରିଯା ଥାକେନ । ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବଗଣେର ମର୍ମଲେର ନିମିତ୍ତରୁ
ଅମର୍କଳ ଶୃଷ୍ଟି କରିଯାଛେନ । ତୁଃଥ ନା ଥାକିଲେ ଶୁଖାମୁଭବ
କେ କରିତ ? ଅତଏବ ତିନି ଯାହା କରେନ ତାହାଇ ଆମାଦେର
ମର୍ମଲେର କାରଣ । ପାରାଙ୍ଗିଗମିଷୁ ଯେମନ ତରଣୀ ଅବଲମ୍ବନ କରେ,
ତତ୍କଳ ବିପଦକାଳେ ସାହସାବଲମ୍ବନ କରା ଉଚିତ । କାପୁରସେରାଇ
ବିପଦେ ଭୀତ ହଇଯା ଥାକେ । ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିରା ଧିର୍ଯ୍ୟାବଲମ୍ବନେ
କୌଶଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ କରେନ । ବୀର୍ଯ୍ୟାହୀନ ଲୋକେରାଇ ସମୟେ
ସମୟେ ବିପଦେ ବିହୁଳ ହୟ, କିନ୍ତୁ ବୌର ପୁରସେରା ଆମୋଦ ଜ୍ଞାନ
କରିଯା ତାହାତେ ଅଗ୍ରନ୍ତ ହନ । ଶିବାଗଣ ଗଜଗର୍ଜିନେ ଶକ୍ତାତୁର
ହଟ୍ଟୀଯା ବିବରାଷ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ତାହାତେ ଆନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ
କରିଯା ସମରେ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ହୟ । ଯେମନ, ସମୟ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ହିଲେ,
ଅନଳ ଦାହନ କରିତେ, ମେଘ ବାରିବର୍ଷଣ କରିତେ, କିରଣମାଲୀ
କିରଣ ଅର୍ପଣ କରିତେ, ପବନ ଗମନ କରିତେ, ଦେବରାଜ ଦୈତ୍ୟ-ଦଳନ
କରିତେ, ବିରତ ହନ ନା ; ତତ୍କଳ କ୍ଷତ୍ରିଯନଷ୍ଟାନଗଣ, ଯୁଦ୍ଧ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ
ହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧାନେ କଦାଚ ପରାଜ୍ୟ ହନ ନା । ରାଜୀ ଯୁଦ୍ଧାନେ
ଧିରତ ହିଲେ ଓ ଭରପ୍ରୟୁକ୍ତ ପଳାଯନ କରିଲେ ରାଜଶ୍ରୀଦ୍ରିଷ୍ଟ ଏବଂ
ଇହଲୋକେ ଅକୀର୍ତ୍ତିମାନ୍ ଓ ପରଲୋକେ ପାପଭାଜନ ହନ । ଶୀର୍ଷ
ପୁରସ ଯଦି ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଯା ସମୁଖ୍ୟ-ସଙ୍ଗ୍ରାମେ ତମ୍ଭତାଗ୍ର
କରେନ, ତାହା ହିଲେ ତିନି ଐହିକେ କୀର୍ତ୍ତିମାଲୀ ଓ ପାରତିକେ
ଧର୍ମଶିଥରବାସୀ ହନ । ଅତଏବ ମହାରାଜ ! ଯୁଦ୍ଧ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଯା କଦାଚ ପଳାଯନ କରିବେନ ନା ।” ରାଜୀ ପ୍ରିଯାଦିନୀ
ଶ୍ରେଷ୍ଠୀର ଏକପ ଉତ୍ସାହବାକ୍ୟେ ଉତ୍ୱେଶିତ ହଇଯା ସମ୍ବରୋଦ୍ଧମେ

করিতে লাগিলেন। রাজাজ্ঞায় অন্ত শন্ত পরিস্কৃত ও শান্তি, মেনা গজ বাজী পরিবর্তিত ও বর্দ্ধিত, রথ সংস্কৃত এবং আহারীর দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া দুর্গ পরিপূরিত হইল।

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজা রমণীমোহন, দুর্গরক্ষক দৈনিক দ্বারা দুর্গ দৃঢ়তর বন্ধ করিয়া যুক্ত্যাত্মা করিলেন। পতিশ্রাণা মুশীগা পতির সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাহার সহচরী হইলেন। বিপক্ষের সম্মুখে উপযুক্ত স্থানে শিবির সন্নিবেশিত হইল। মৃপতি কেবল বনিতার বুদ্ধিকৌশলে সেনাশ্রেণী সংস্থাপন করিয়া অভেদ্য ব্যুহ নির্মাণ করিলেন। কালাগ্নিসদৃশ যুদ্ধাগ্নি প্রজলিত হইয়া উঠিল। কোন পক্ষে পরাজয় কোন পক্ষে বিজয় হইবে, তাহার কিছুই নির্দ্ধারণ হইল না। উভয় পক্ষের দলবলই অপরিমিত পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। সৈন্য-কোলাহলে, কোদণ্ড-টক্কারে, রথচক্র-শব্দে, গজগর্জনে এবং হ্রেষারবে, রণস্থলী ভীষণমূর্তি ধারণ করিল। এই কালে বিপক্ষপক্ষ হইতে হঠাৎ এক সুতীক্ষ্ণ শায়ক আদিয়া রাজাৰ ললাটদেশ একবারে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। রাজা মুছিঁত হইয়া বাত্তোৎপাটিত বনস্পতির ন্যায়, কেশরি-কর-বিদীর্ণ-শিরা করীৰ ন্যায়, রথোপরি পতিত হইলেন। সারথি তৎক্ষণাৎ রথপ্রত্যাবর্তন করিয়া শিবিরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল।

ভারতবর্ষীৰ মেনা ও সেনানায়কগণেৰ চিৰপ্রিক্ষ প্রধান দোষ এই যে, রাজা যুক্ত মৃত বা হীনবল হইলে সহস্র সহস্র মৃতেও তাহারা ত্রোৎসাহ ও শ্রেণীভূত হইয়।

ପଳାଯନପରାଯଣ ହୟ । ରାଜୀ ରମଣୀମୋହନେର ସେନାମଧ୍ୟେ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଗୋଲଯୋଗ ଉପସ୍ଥିତ ହିଲ ।

ରାଣୀ ଏହି ସଟନାର ନିତାନ୍ତ ଉତ୍କର୍ଷିତା ହିଲେନ । ଏବଂ ପ୍ରତିବିରୋଗ-ଶୋକମାଗର ଉଦ୍ଦେଶ ହିଯା ଉଠିଲେଓ, ତ୍ରେତାକାଳେ ଦୁଃଖ ସଂବରଣ କରିଯା, ଧୈର୍ଯ୍ୟବଳସ୍ଵର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧମଜ୍ଜାମ ରଖକ୍ଷେତ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଲେନ । ତୋହାର ତ୍ରେତାକାଳେର ଭୀଷଣାକ୍ରତି ଦେଖିଯାଇଲେବେ ବୋଧ ହିଲେ ଲାଗିଲ, ଯେନ ଭଗବତୀ ଶ୍ୟାମାକ୍ରତି ହିଯା ତୁହିନାଚଲେ ଦୈତ୍ୟଦଳ ଦଳନ କରିତେ ଯାଇତେଛେନ । ରାଜୀ ବ୍ୟହପ୍ରବେଶପୂର୍ବକ ଦୈନ୍ୟଦିଗକେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଲେ, “ଆମି ପତିହୀନା ହିଯାଛି ବଟେ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରହୀନା ହିଲେ ନାହିଁ । ଏଥନେ ଆମାର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଯାଇଛେ । ତାହାରୀ କେହିଁ ହୀନବୀର୍ଯ୍ୟ ନହେ, ମକଳେଇ ଅପରିମିତ-ପରାକ୍ରମଶାଳୀ । ହାଯ ! ଏ କି ସାଧାରଣ ଦୁଃଖର ବିସମ୍ବାରେ ଧତପ୍ରକାର ଶୁଣ ଆଛେ, ଆଧୀନତା-ଶୁଣ ମକଳ ହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ସଂସାରେ ଧତପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆଛେ, ପରାଧୀନତା-ଦୁଃଖ ମକଳ ହିଲେ ଦୁଃଖ । ହାଯ ! ଆମାର ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ସଞ୍ଚାନେରୀ କି ପରାଧୀନତାଶୁଭ୍ରାନ୍ତିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ହିବେ ଏବଂ ଦାରୁଣ ପରନିଶ୍ଚରିତ ସହ କରିବେ ! ଯେ ସର୍ଗମରୀ ବିଜୟନଗରୀ ଜୟ କରିତେ ଇଞ୍ଜନ୍ମୁତ ଜୟନ୍ତିର ଭୀତ ହିତେନ, ଏ କ୍ଷଣେ କି ମେଇ ନଗରୀ ସାମାନ୍ୟ ସାମନ୍ତ-ସମରେ ପରାଜିତ ହିଯା ଅପହତ ହିବେ ! ଆମି ସିଂହପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଏତ ଅସଂଖ୍ୟ ବୀରେର ମାତା ହିଯା ଏଥନ କି ଶୃଗୁଳଭାର୍ଯ୍ୟା ହିବେ ।” ମହିଦୀର ଏତାଦୁଃଖ ଖେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ-ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ

করিয়া চতুর্দশ সৈন্যগণ, পদদলিত ভূজঙ্গ, তিরস্ত মাতঙ্গ, ঘৃতলগ্ন বঙ্গ ও মেঘাস্তম্ভর্যের ন্যায় দুর্বিশ হইয়া পূর্বাপেক্ষা শতগুণ বল বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। অতি অল্প ক্ষণেই বিপক্ষ-পক্ষ মহাভয়ে ভীত হইয়া হিরতক-সদৃশ স্তুক হইয়া রহিল। রাজ্ঞি পুনর্বার সৈন্যদিগকে উৎসাহান্বিত করণাশয়ে বলিলেন, “ভগবান् রামচন্দ্র একাকী দুর্জয় রাবণকে পরাজয় করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। অজাত-প্রতিযোধ ধনঞ্জয় অসংখ্য নৃপকুল হইতে একাকী দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবান্ পরশুরাম পিতৃবৈরী ক্ষত্রিয়-দিগকে একবিংশতি বার যুক্তে পরাজিত করিয়া নিহত করেন। তোমরা তত্ত্বাল্য সহস্র সহস্র যোদ্ধা কি জননী-স্তুর্পা জন্মতুমিকে রক্ষা করিতে পারিবে না? তোমাদিগের পিতৃবৈরী এখন পর্য্যন্তও জীবিত রহিয়াছে? প্রতিফল কিছুই আশ্চর্ষ হইল না?”

পতিবিরহ-কাতরা মহিষীর এইক্রম খেদপূর্ণ উৎসাহ-রাক্ষ-শ্রবণে সৈন্যেরা, প্রবল পবনের ন্যায়, ধাবিত হইয়া বিপক্ষের দুর্ভেদ্য ত্রিভুজ-ব্যাহ তেন্দ করিয়া ফেলিল। শক্ররা অসুস্থ পরাক্রম আৰ সহ করিতে না পারিয়া শ্রেণীভঙ্গ-পূর্বক চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়ন-মুগাছুসুরখে কেশরী ষেমন ধাবিত হয়, রাজা রমণীমোহনের সৈন্যগণ বিজ্ঞাহিদিলের পশ্চাত পশ্চাত তক্ষপ ধাবিত হইল। শিবি-রোপরি বিজয়পতাকা উড়ীন দেখিয়া রণজয়-সূচক বাদ্য বাজিতে লাগিল। সেনা ও সেনাপতিগণ, রণশ্রান্তি শাক্তি করিয়া পাঞ্জ-প্রকৃতি-স্ববলম্বনে ক্রমে ক্রমে শিবিরে প্রবিষ্ট

হইয়া, রাজার বিশ্বেগজন্ম দ্রঃথ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মহিযী নৃপতির মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার ছুটি নেত্র হইতে অজস্র অক্ষধারা নির্গত হইয়া রাজার অঙ্গ ধোত করিতে লাগিল। তদৃষ্টে বোধ হইল, যেন অন্তঃসেলিলা কিন্তু নদী পৃথিবীর অস্তসাপে উত্তাপিতা হইয়া সহস্রমুখী হইলেন। রাণী শোকমোহে মুঞ্চা হইয়া কহিতে লাগিলেন, “হা নাথ ! আমাকে অনাধিনী করিয়া একাকী কোথায় গমন করিলে ? আমি তোমার মুখ্যারবিন্দের মধুর সন্তান না শুনিয়া একবারে দশ দিক শৃঙ্খল দেখিতেছি। অনিবার্য শোক আমার শরীর জর্জরী-ভূত ও হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। একবার গাত্রোখান কর, আমার সহিত কথা কহ, এবং আমাকে বাহুলতা দ্বারা বন্ধ করিয়া আলিঙ্গন কর। আমার তাপিত তম শীতল হউক।” রাজী এইরূপ কহিতে কহিতে শোকমোহে মুঞ্চা হইয়া বাহুলতা দ্বারা পতিকে বেষ্টন করিয়া ধূলায় বিলুপ্তি হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণানন্তর নৃপজারা জ্ঞান-শ্রাপ্তা হইয়া কহিলেন, “হা জীবিতেধর ! জগদীশ্বর আপনার প্রতি প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভারাপূর্ণ করিয়াছেন। আপনি বিপক্ষভূমে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভূমে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে পারত্বিকে পরমেশ্বরসমীক্ষে দণ্ডনীয় হইবেন, আমি এই ভূমে আপনাকে যুক্তপক্ষাবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। আপনি সম্মুখ-সম্মুখে শরীর ত্যাগ করিয়া পুরু পিতার

ଶିହବାଦେର ପାତ୍ର ହିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଆମାକେ ଶୋକ-ସାଗରେ ପତି-
ନିଧନରୂପ କଳକ-ତରଙ୍ଗୋପରି ଯାବଜ୍ଜୀବନ ଭାସମାନ ରାଖିଲେନ ।¹³

ରାଜ୍ଞୀ ଏଇନ୍କପ ବିଳାପ କରିଯା ପତିସହଗାମୀଙ୍କୁ ହିତେ
ଇଚ୍ଛାବତୀ ହିୟା, ତିବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିତେ ଆଦେଶ କରିଲେନ ।
ସୈତେରୀ ଚନ୍ଦନକାର୍ତ୍ତ ଆହରଣ କରିଯା ସମାଧିକୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲ ।
ପତିପ୍ରାଣ ଶୁଶ୍ରୀଲୀ ପତିର ସହମରଣେ ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗିନୀ
ହିଲେମ । ଚିତାରୋହଣ କରିତେ ଧାନ, ଏମନ ସମସେ ପ୍ରଧାନ
ମେନାପତି ଧୂପ୍ରାକ୍ଷ ତୀହାକେ ନିବାରଣ କରିଯା କହିଲେନ “ମାତଃ !
ପିତା ଆମାଦିଗକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାଛେ, ଏଥନ୍ କି ଆପନିଙ୍କ
ଆମାଦିଗକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ? ଆମରା କାହାଟିକେ ଆଶ୍ରମ
କରିବ ? କେ ଆମାଦିଗକେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ ? ଆମରା
କାହାର ଜନ୍ୟ ବହୁକ୍ରମୀ ନିଧନ କରିଯା ବିଳଜୟୀ ଚଇଲାମ ?
ଆପନି ନା-ଥାକିଲେ ଅଗତ୍ୟ ପୁନର୍ବୀର ଆମାଦିଗକେ ପରାଧୀନ
ହିତେ ହିବେ । କିନ୍ତୁ ଆମରା କଥନଇ ପର-ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ସହି କରିତେ
ପାରିବ ନା, ଏହି ଜ୍ଞାନ-ଚିତାରୋହଣ କରିଯାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ
କରିବ । ତଜ୍ଜନ୍ୟ ଆପନିହି ଦୈତ୍ୟରସମୀକ୍ଷେ ଦେଖନୀୟା ହିବେନ ।¹⁴

କିନ୍ତୁ ରାଗୀ ଇହାତେ ନିର୍ବୃତ୍ତା ନା ହେଉଥାଏ, ମେନାପତି ପୁନର୍ବୀର
କୁହିଲେ, “ମୃତ୍ ଭର୍ତ୍ତାର ଅଞ୍ଚଳାମୀ ହିଲେଇ ଯେ ତୀହାର
ସହିତ ପୁନଃ ସାକ୍ଷାତ ହସ, ତାହା ନହେ । ସେହେତୁ ମୀନସମାତ୍ରେଇ
ଆପନ ଆପନ କର୍ମଚାରୀର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହିୟା ଥାକେନ । ଏବଂ
ମୃତ୍ୟୁ ହିଲେଇ ଯେ ପତିତ୍ରତା-ବର୍ଷ ପ୍ରତିପାଳିତ ହସ, ଅମ୍ବ-
ଶ୍ରୀକାରେ ହସ ନା, ଏକପ ନହେ, ବରଞ୍ଚ ଇହାତେ ଆଞ୍ଚଳ୍ୟ-ମହା-
ପାପେ ଲିପ୍ତ ହିତେ ହସ । ପତିତ୍ରତା ମୃତ୍ସମ୍ବନ୍ଧକାରେ ସକୀର୍ଣ୍ଣ
ପତିତ୍ରତା-ବର୍ଷ ପ୍ରତିପାଳନ ଓ ପତିଭକ୍ତି ଅକ୍ଷାମ କରିତେ

পারেন। সতীদিগের পতির প্রিয়কাৰ্য-সাধন ও যথাৰ্থকৃত্বে
অক্ষচৰ্য-ব্রত পালন কৰিলেই পতিৰুতা-ধৰ্ম প্রতিপালিত
হইতে পারে; অচুমৰণ-ধৰ্মাপেক্ষা জীবিত-ব্রহ্মচৰ্যব্রত
সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই।” প্রধান সেমাপতিৰ
এবস্তুকাৰ বাক্য শ্ৰবণ কৰিয়া রাজী পতিৰ সহমৰণে
নিবৃত্তা হইলেন। রাজাৰ অস্ত্রোষ্টীকাৰ্য সম্পন্ন হইলে, মহিষী
উক্ত স্থানে জয়স্তন্ত নিৰ্মাণ এবং বৃক্ষবিবৰণ তাহাতে ক্ষেত্ৰিক
কৰাইলেন। অনন্তৰ রাজধানী প্ৰত্যাবৰ্তনপূৰ্বক প্রধান
অস্ত্ৰীৰ হস্তে রাজকাৰ্য সমৰ্পণ কৰিলেন।

রাজী মন্ত্ৰ-হস্তে রাজ্য-ভাৱ সমৰ্পণ কৰিলেন বটে, কিন্তু
আপনি বিশেষ সতৰ্কতা ও পৰিশ্ৰমপূৰ্বক সন্মুদায় পৰ্যবেক্ষণ
কৰিতে লাগিলেন। এটা কেবল তাহার বিদ্যোপার্জন ও
জ্ঞানপৰিমার্জনেৰ ফল। অবিদ্যাবতী সাধাৰণ রমণীকৰ্ত্তৰক
এতদ্বৃহৎকাৰ্য কথনই সম্পাদিত হইতে পারে না। তিনি
ঝাজকাৰ্য্যালোচনানস্তুৰ পতিৰ পাহকা-দৰ পূজা কৰিতেন,
এবং পতিকে ধানপূৰ্বক হৃদয়-ফলকে অঙ্গিত কৰিয়া, ভক্তি-
কুসুম ও শৰ্কা-চন্দন তদীয় পদযুগে সমৰ্পণ কৰিতেন। পতিৰ
প্ৰেমে তদ্গতিচিত্তা হইয়া এইকৃপ প্ৰাৰ্থনা কৰিতেন, নাথ !
আৱ কত দিনেৰ পৰ আমাকে আপন সহবাদিনী কৰিবেন ?
আমি কঠোৱ বিৱহ-যাতনা সহ্য কৰিতে পাৰি না। অন-
ন্তৰ পৱনেৰকে শ্যাম কৰিয়া কহিতেন, হে অস্তৰ্যামিন !
আমাৰ অন্তৰেৰ ভাৱ তুমি সকলই জ্ঞান, তথাচ প্ৰাৰ্থনা
কৰিতেছি, আমাৰ মৃত্যু হইলে আমি যেন আমাৰ স্বামীৰ
সহবাদিনী হইতে পাৰি।

স্ত্রীজাতি একপ ব্রহ্মচর্য-ব্রতনির্ণয়া হইলে, পরাশরমতাঙ্গসাবে বিধবার বিত্তীব্যবার পাণিশ্রঙ্খণ করা প্রয়োজন রাখে না। বস্তুতঃ দ্বি-স্বামীনী অপেক্ষা ব্রহ্মচর্যব্রতাবলম্বননী সহস্রাংশে শুরুতরা ও দেবতার ন্যায় পূজনীয়া তাহার সন্দেহ মাই।

রাজা রমণীমোহন, একটী করভকে শিশুকালাবধি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার আহার ও স্নানাদি করাইতেন এবং সময়ে সময়ে গাত্র-কণ্ঠুযন্ত করিয়া দিতেন। যে বাহাকে স্নেহ করে, সেই তাহাকে ভালবাসে। আপ্যায়িত করিলে পরও আপনার হয়, এবং অনাপ্যায়িত হইলে আপনও পর হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আদর করিলে বন-বিহারী পশু পক্ষীও অনুশ্রুত হয়। রাজা হস্তিশাবককে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, হস্তি-শিশুও তাহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। তিনি যে স্থানে যাইতেন, ছায়ার ন্যায় প্রায়ই অনুগামী হইত। বিশেষতঃ করিশাবক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে নৃপতির অবগাহন-সময়ে, বৃহদস্তোপরি মণিমণিত সিংহাসন ধারণ করিয়া অবনীন্দনার অপেক্ষা করিত। অবরনাথের ত্রিরাবতারোহণের ন্যায় অবনীপতি গজারোহণ করিয়া স্বানৰ্থ গমন করিতেন।

যুক্তে রাজার প্রাথ-বিয়োগ হইলে ঐ মাতঙ্গবর, শোকো-ন্তর হইয়া ব্যাধ-তাড়িত কুরঙ্গের ন্যায় ধাবিত হয়। হস্তিপ্রাধ্যায়সাবে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল, বারণ কিছুতেই বারণ না মানিয়া অবর্ণে প্রবেশ করিল। অনস্তর বিজয়-চন্দ্রকে বৃক্ষাস্তুরালে দেখিতে পাইয়া, শৃতনৃপতিকে জীবিত

ଜ୍ଞାନେ ତୀର୍ତ୍ତାକେ କର-ବେଞ୍ଚିନ କରିଯା ଶିରେ ଧାରଣପୂର୍ବକ ନଗରୀ-
ଭିତ୍ତିଥେ ଧାବିତ ହିଲ । କରିବର ନଗର ପ୍ରବେଶ କରିଲେ,
ନାଗରୀର ଜନଗଣ, ଐରାବତାରୋହଣେ ବାନବେର ଆଗମନ ବିବେ-
ଚନାୟ, ହଞ୍ଚିର ପଶ୍ଚାତ ପଶ୍ଚାତ ଚଲିଲ । ମହିଳାଗଣ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟେ
ନିରତା ଛିଲ, ଏଇ ସଂବାଦ ଆସିମାତ୍ର, ପାକକାରିଣୀ ଦର୍କୀ, ଓ
ବେଶକାରିଣୀ ଅଞ୍ଜନାଳକ୍ଷ, କରେ କରିଯା ରାଜପଥେ ଦଶ୍ୟମାନୀ
ହିଲ । ଏକଚିତ୍ରେ କୋନ ରମଣୀ ବୈଣିବନ୍ଧନ କରିତେଛିଲ, ଅର୍ଦ୍ଧ-
ବନ୍ଧନ ନା ହିତେହ ବାମ-ବକ୍ର-ଗ୍ରୀବାୟ ବାମହଞ୍ଚେ ଅର୍ଦ୍ଧବୈଣି-ଗ୍ରୀ
ଧାରଣ କରିଯା ଗ୍ରବାକ୍ଷେର ଦ୍ୱାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହିଲ, ଗ୍ରହାବଶିଷ୍ଟ କେଶ-
ଶୁଲି ମୁଖୋପରି ପତିତ ହୁଏଇବା, ଏକଟା ଆଶର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭା
ଅକାଶ ପାଇତେ ଲାଗିଲ, ହଠାତ ବୋଧ ହେବ ଯେନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନୀରଦ-
ଜାଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାବୃତ ହୁଇଯା ପ୍ରକାଶ ପାଇତେଛେ ।

ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜାଗଣେର ଆବେଦନ-ପତ୍ର ପାଠ ଏବଂ ରାଜମହିୟୀ
ସବନିକାର ଅନ୍ତରାଳ ହିତେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରିତେଛେନ, ଏଇ
କାଳେ ଦସ୍ତିବର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର-ମନ୍ଦୁଶ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରକେ ରାଜସିଂହାସନୋପରି
ଶାପନ କରିଯା ସେନାଗଜଗଣେର ସହିତ ମିଲିତ ହିଲ । ତ୍ରୁକାଳେ
ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଅଟ୍ଟିଚତନ୍ୟବସ୍ଥାଯ ଛିଲେନ । ଦେଖିଯା, ମୀନାହତି-ରହିତ
ନିଷ୍ଠକ ନୀର ହଠାତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହିଲେ ତରିବାସୀ ଜନ୍ମ ଯେମନ
ବିଚାରିତ ହସ୍ତ, ସତ୍ୟଗଣ ମେଇରପ ସଚକିତ ହିଯା ଉଟ୍ଟିଲେନ ।
ରାଜୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରୁକ୍ଷଣାଂ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରକେ ବ୍ୟାଜନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ,
ଭୃତ୍ୟେରା ବାରି ଆନିଯା ତୀହାର ଚକ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରକେ ସିଙ୍ଗନ କରିତେ
ଲାଗିଲ । ରାଜବୈଦ୍ୟ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରର ଚତୁରମ୍ୟଦ୍ୟାନ ଜନ୍ୟ ବିଶେଷ
ସହବାନ୍ ହିଲେନ । ଏବଂବିଧ ଶ୍ରୀରାମ ତିନି ଅବିଲବେହି
ଫୁଲର୍କାର ଚତୁରମ୍ୟଶ୍ରୀ କରିଲେନ । ସାହ୍ୟବହାର ଜିଜ୍ଞାସିତ

হইলে, মন্ত্রীর নিকট আঘ্যপরিচৰ আদ্যোপাস্ত সমুদায় বর্ণন করিয়া, বসন্তের নিমিত্ত নিতাস্ত উৎকষ্টিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।

তৎকালে বিজয়চন্দ্র শোকে ও তাপে অত্যন্ত ভগ্নিত ও উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, এবং একপ দুর্বল হইয়াছিলেন যে, এক-পদ-গমনেও মোহ উপস্থিত হইত । সুতরাং তিনি স্বয়ং অমু-জের অব্যবশ্যে অশক্ত হইলেন । কিন্তু তাহার অস্তঃকরণ অন-বরত অমুজচিন্তায় নিরত রহিল । রাজসচিব বসন্তকুমারের অব্যবশ্য বিজয়চন্দ্রের প্রদর্শিত পথে শত শত ভৃত্যকে দ্রুত-গামী অশ্বারোহণে প্রেরণ করিলেন । পরতাপাদ্রি সারদ্বাজ মুনি-বর বসন্তকুমারকে আপন ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং অব্যবশ্যকারী ভৃত্যের ইতস্ততঃ বিস্তর তত্ত্ব করিয়া প্রত্যাবর্তন-পূর্বক বিমর্শমনে সমুদয় বৃত্তাস্ত নিবেদন করিল । বিজয়চন্দ্র সহোদরের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া হৃদয়বিদীর্ঘকর বাক্যে নানাবিধি বিলাপ করিতে লাগিলেন । তাহার সেই বিলাপ শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী ও অস্তঃপুরিকাগণ, মন্ত্রী ও সভাস্থ সভ্য সমুদায়, অজস্র অঞ্চলগত করিতে লাগিলেন । সমীপস্থিতি তরুলতা সকল, ফল পূর্ণ পত্র বিক্ষেপ করিয়া, যেন শোকচিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল । রাজমন্ত্রী স্বয়ং বিজয়চন্দ্রের শুক্রায়াম নিযুক্ত থাকিলেন । প্রধান প্রধান পঞ্জিতগণ সর্বদা উপস্থিতি থাকিয়া নানাপ্রকার শাস্ত্রীয়ালাপে তাহাকে প্রবোধ দিল্লে লাগিলেন । তাহারা বিজয়চন্দ্রের বাক্পটুতা ও শাস্ত্রপার্শ্ব মূর্শিতা দেখিয়া তাহাকে শুকজন অসাধারণ পঞ্জিত বিবেচনাস্থ পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি করিতে লাগিলেন ।

প্রভাতীয় দীপশিখা যেমন ক্রমশঃ স্তিমিতভাব প্রাপ্ত হইয়া নির্বাণ হয়, শোকক্রপ দীপ্তি শিখাও তদ্বপ্ত ক্রমে ক্রমে নির্বাণ হইতে থাকে। বিজয়চন্দ্র ভাতার শোক ক্রমে বিস্তৃত হইয়া শ্রীরের স্বাস্থ্য কন্য পুস্তোদ্যান প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজতনয়া বিমলা, তাহার বিমল ক্রপে ও নির্বাল শুণে নিতান্ত অনুরভা হইয়াছিলেন। কিন্তু স্তুপ্রভাব-সূগত লজ্জাবশতঃ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধিমত্তী মহিষী কন্যকার ভাবাবলোকনেই সমস্ত বুঝিয়াছিলেন। এবং তিনি বিজয়চন্দ্রের দর্শনদিনাৰধি ইতুজাসপ্তদান করিতে মনস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তুই বস্তু পরম্পর অনুক্রপ মস্তণ না হইলে যেমন সম্যক্রূপ যোগ হয় না, তদ্বপ্ত বর কন্যা উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রীতি সঞ্চারিত না হইলে, মিশন স্মৃথকর হয় না। ইত্যাদি বিবেচনায়, বিমলার প্রতি বিজয়চন্দ্রের, ও বিজয়চন্দ্রের প্রতি বিমলার, প্রীতি অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে উভয়ের অনুরাগাবলোকনে আপ্ত ও আত্মজনদিগের আমন্ত্রণ করিলেন। আমন্ত্রিত অমাতাগণ নিরূপিত দিবসে সভাস্থ হইলেন। বেশকারিকা রাজবালাকে সুসজ্জিত করিলে, বিমলক্রপিণী বিমলা সপ্ত সংগী সঙ্গে সপ্ত-চল্ল-বেষ্টিত বৃহস্পতি গ্রহের ন্যায়, সপ্তবর্ণসমবেত ইন্দ্রধনুর ন্যায়, সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া, সজ্জনের মনোরঞ্জন এবং বিষৱ-বিলাসীর চিত্ত-চকোর হৃরণ করিলেন। বর কন্যা সভাস্থ উপস্থিত হইলে, পুরোহিত উভয়ের প্রতি উভয়ের কর্তৃত্ব কর্তৃ সমুদায় বিস্তারিতক্রপে বর্ণন করিলেন। তদন্তর প্রাপ্ত

কিন্তু প্রতিজ্ঞাস্ত্রে বদ্ধ হইলে, রাজী বিজয়চন্দ্রকে কনারঙ্গ সম্প্রদান করিলেন। সত্ত্বাগণ উভয়ের সশ্রিতনে ষৎপরোন্নাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বিধাতা এক রক্তেই অন্য রক্ত সশ্রিতন করিয়া থাকেন। ষেমন ইঙ্গের অক্ষে ইঙ্গলি ও বিষ্ণুর অক্ষে কমলা শোভমানা হন, তদ্বপ বিমলা বিজয়চন্দ্রের অঙ্গলঙ্গী হইয়া শোভমানা হইলেন। ষদ্বপ স্বর্ণ-গুণিকায় নীলকাস্তমণি গ্রথিত হইলে, উভয়েরই উজ্জ্বলতা ও গৌবর বৃদ্ধি হয়, বিজয়চন্দ্র ও বিমলার মিলন হওয়ায় তদ্বপ উজ্জ্বলতা ও গৌবর বৃদ্ধি হইল। এইরূপে বিবাহকার্য সম্পাদিত হইলে, বরকন্যা বাসরগৃহে প্রবেশ করিলেন। বাসরমণ্ডপ অপূর্ব মণিমণিত, হীরক-খচিত ও ইন্দ্ৰধনুন্দৃশ চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হওয়ায়, যথার্থই বাসব-বাসর-সন্তুষ্ট হইয়াছিল। অন্তঃপুরচারিকাংগণ, নানাপ্রকার বাদিত্বাদনে, সুগীতিকীর্তনে ও সুস্থুর বাক্যকোশলে মহিলামণ্ডপ আমোদিত করিয়া সমস্ত যামিনী জাগরণ করিল। বিজয়চন্দ্র বাদিয়িত্বী ও গাঁরিকার নিপুণতার, এবং উৎপরীক্ষিকার বাণিজ্যায় পরম পরিতুষ্ট হইলেন। সুখ-বিভাবৱী বোধ হয় যেন শীঘ্ৰই বিভাত হইল।

এইরূপে বিবাহ-ক্রিয়া-কলাপ সন্মুখে সম্পাদিত হইলে রাজী প্রজাগণের অমুমত্যহুসারে বিজয়চন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি রাজা হইয়া বিশেষ পরিশ্ৰমপূর্বক রাজকার্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুদ্ধানল একবারেই নির্বাণ হইয়া গিরাছিল। অতএব তিনি প্রজার হিতার্থেই সমুদ্র সমৰ অভিবাহিত

করিতে লাগিলেন। যে যে প্রদেশে জলকষ্ট ছিল, তথাৰ সৱোৰু খনন ও পঞ্চামালী প্রস্তুত কৰিয়া দিলেন; রাজপথ সমুদ্বায় পরিষ্কৃত, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধৰ্মালয়, ও অতিথিশালা স্থাপন এবং কাৰালয়ে শিল্পকাৰ্য প্ৰচলিত কৰিলেন। বিজয়চন্দ্ৰ স্বৱং কাৰালয়ে উপস্থিত হইয়া বন্দীদিগকে ধৰ্মোপদেশ প্ৰদান কৰিতে লাগিলেন। বিমলা ক্ষী-কাৰালয়ে উপস্থিতা হইয়া, শিল্পবিদ্যা শিক্ষা ও ধৰ্মোপদেশ প্ৰদান কৰিতে অনুৱতা হইলেন। যেমন জনশ্ৰুতি আছে, স্পৰ্শমণি স্পৰ্শ কৰিলে লৌহ স্বৰ্ণ হইয়া থাকে, তজ্জপ ছুৱস্তু দস্তুবৃল ধৰ্মোপদেশ পাইয়া কুপ্ৰবৃত্তি পৰিত্যাগপূৰ্বক সৎপথেৰ পাহু হইতে লাগিল। ইহাতে বন্দীগণেৰ সজ্যা দিন দিন ন্যান হইয়া কাৰাগাৰ ক্ৰমে শূন্যাগাৰ হইয়া উঠিল। সন্তুষ্টি বিজয়চন্দ্ৰেৰ এইকপ দেশহিতকৰ কাৰ্য্যে রাজাৰ সমন্ত মহুষ্যই তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবতাৰ ন্যায় পূজা কৰিতে লাগিল।

এইকপে বিজয়চন্দ্ৰ বিদ্যাবতী প্ৰিয়তমাৰ সহবাসে একামনে উপবিষ্ট হইয়াই, এক সময়ে, কখন ইতিহাস আলোচনাপূৰ্বক দেশ-বিদেশেৰ মানব-প্ৰকৃতি পৰ্যালোচনা, কখন ভূবিদ্যা আলোচনা কৰিয়া দেশবিদেশ-ভ্রমণ, কখন জ্যোতিঃশাস্ত্ৰ আলোচনা কৰিয়া অস্তুৱীক্ৰে বিচৰণ, কখন পদাৰ্থবিদ্যা ও ধৰ্মশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিয়া ঈশ্বৰেৰ প্ৰেমসমুদ্রে নিমজ্জন কৰিতে লাগিলেন। এতাদৃশ শুধুৱেৰ সন্ধিধানে ইতোৱেছিয়-সুখ কৰ অকিঞ্চিতকৰ, যাহাৱা বিদ্যাৰস্তুৰ্য্য,

তাহারাই জানিতে পারেন। নতুবা যেমন পতিবিলাসিনী পতিসহবাস-জনিত স্বৰ্থ কুমারীকে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, তদ্রপ বিবৃত্তার্থ্য আপন দুদৱগত স্বৰ্থরাশি অবিহ্বস্তার্থ্যকে প্রকাশ করিয়া বলিতে সমর্থ হন না।

এক দিন বিজয়চন্দ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া উদ্যানের তরু-রাজির স্বতঃসিদ্ধ শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এমত সময়ে বিমলা নিকটবর্তী হইয়া সুমধুর সন্তানবন্ধে কহিলেন, দুদৱবল্লভ ! বনরাজি, পশ্চ ও দ্বিজজাতির স্বাভাবিক শোভা বিলোকন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যদি আপনার অভিলাষ হয়, তবে চিত্ততোষ বিপিনে আমার পিতার যে প্রমোদ-মণ্ডপ আছে, তথায় কিছুকাল অধিবাস করিয়া স্বভাব-শোভা সন্দর্শন করি। বিজয়চন্দ্র প্রণয়নীর সৎপ্রবন্ধে তৎক্ষণাত্মে অহুমোদন করিলেন। এবং পর দিন উষা-সময়ে গাত্রোথান করিয়া মহিষীর নিকট বিদায় লইয়া, অতাগ্নি অনুযাত্রীর সহিত সন্তীক অবণ্যে প্রবেশ করিলেন। বিজয়চন্দ্র বীথী-দেশ দিয়া রথারোহণে গমন করিতেছেন, আরণ্যকগণ স্বতঃসিদ্ধ-সংস্কার-বশতঃ তাহাকে পূজা করিতে লাগিল। তদৰ্শনে বিমলা অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা কহিতে লাগিলেন, “দেখ নাথ ! আপনাকে আগস্ত দেবিয়া বনস্পতি ফল, পূর্পবতী পুর্প প্রদব করিয়া, গঙ্গবহু মন্দ মন্দ সঞ্চারজ্বারা পক বহন করিয়া, ময়ুর-ময়ুরী পক্ষপুট বিষ্ঠার ছারা নৃত্য করিয়া, এবং হরিনীগণ চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া, উপহার অদান করিতেছে। আপনি অনুকূলাপূর্বক রাঁজভক্ত অজাগণের স্বতঃসিদ্ধোপহৃত গ্রীহণ করুন।” বিজয়চন্দ্র দ্বিতীয়-

ହାସ୍ୟ କରିଯା କହିଲେନ, “ପ୍ରିୟେ ! ଇହାରା କେହିଁ ରାଜଭକ୍ତ ନହେ, ମକଳେଇ ଚୋର ଓ ପ୍ରେକ୍ଷକ । ଏହି ଦେଖ, ରାଜାତକୁ ଅନ୍ତର୍ମୟ ଉକ୍ତ, ଦାଢ଼ିଷ୍ଠ ପର୍ମୋଦ୍ଧର, ହରିଣୀ ନୟନ୍ୟୁଗଳ, ଚମରୀ କେଶଜାଳ, ଭୁଜିନୀ ବେଣୀବକ୍ରନ, ମୟୁରୀ ଅସର, ମରାଣିନୀ ଗମନ, ପିକବର ବଚନ, ଥଞ୍ଜନୀ ନୃତ୍ୟ, ଯୁଥୀ ଜାତୀ ଅନ୍ତରାଗ ଓ ମୌଗନ୍ଧ, ହରଣ କରିଯା, ଆମାକେ ବଞ୍ଚନ କରିତେଛେ ।” ବିମଳା ହାସ୍ୟ କରିଯା କହିଲେନ, ଏହିଜନ୍ୟେଇ ଆମି ଆପନାକେ ପ୍ରିୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିଯା ଥାକି । ଏବଂବିଧ ମଧୁରାଳାପେ ତାହାରା ପ୍ରମୋଦ-ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେନ ।

ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ବିପିନବିହାରିଗଣେର ବିବିଧ ବିଲାସ ବିଲୋକନ କରିତେ କରିତେ ନିତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଗଭବ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ଏକଦା ଅପରାହ୍ନେ ଅକ୍ଷ୍ୟାଂ ତାହାର ଚିତ୍ତବିକାର ଉପହିତ ହୋଇଥାଏ ତିନି ନିତାନ୍ତ ଅସ୍ରସ୍ତ ହଇଲେନ । କି ନିମିତ୍ତ ତାହାର ଏକପଦଶା ହଇଲ, ତନ୍ନିବକ୍ରନ ନାନାପ୍ରେକାର ଚିନ୍ତା କରିତେଛେନ, ଏହି କାଳେ ନିଜ୍ଞା ତାହାର ନେତ୍ରୋପରି ଆବିଭୂତ ହଇଯା ତାହାକେ ଏକବାରେ ବିଚେତନ କରିଲ । ପତିପ୍ରାଣ ବିମଳା ପତିକେ ଅସ୍ରସ୍ତ ଦେଖିଯା ତାହାର ଚୈତନ୍ୟାପେକ୍ଷାଯ ଅକ୍ଷଦେଶେ ପଦ୍ୟୁଗଳ ସ୍ଥାପନପୂର୍ବକ ଶୁର୍କଷା କରିତେ ଲାଗିଲେନ । କ୍ରମେ ନିଶ୍ଚିଯମନ୍ତ୍ର ଉପହିତ ହଇଲ । ଦିବାଚରଗଣ ନିଜ୍ଞାର ବିଚେତନ ହୋଇଥାଏ, ରାତ୍ରିଚରଗଣ ଭୀଷଣ ଶକ୍ତ କରିତେ ବହିର୍ଗତ ହଇଯା ନିଃଶବ୍ଦେ ଇତ୍ସତଃ ଆହାରାଦେବଣ କରିତେ ଲାଗିଲ । ଭୂମଣି ଖିଲୀରବେ ଶକ୍ତାଯମାନ ଏବଂ ଗଗନମଣ୍ଡଳ ନିକଳ ଓ ତାରକାମାଲାଯ ଥଚିତ ହଇଲ । ଦୀପଶିଖା କ୍ରମଶଃ ସ୍ତିମିତ୍ତଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରିଲ । ଏହି ଘୋର ଧାରିନୀ-କାଳେ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵପ୍ନ ଅବଲୋକନ କରି-

লেন, যেন বসন্তকুমার তরুতলে পতিত হইয়া জলের জন্য 'আহি আহি' করিতেছে। অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। উভাপে বস্তমাত্রই তরল হইয়া বিস্তৃত হয়। শোকে-তাপে তাঁহার পূর্ব হঃখ-সিঙ্গু নবীভূত হইয়া একবারে উচ্ছলিত হইল। তিনি অমনি শয়া হইতে লক্ষ প্রদান-পূর্বক ভূতলে পতিত হইলেন এবং 'বসন্ত রে বসন্ত!' এই শব্দ করিয়া ধারোদ্ঘাটনপূর্বক অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পতিপ্রাণা বিমলা পতির তদবস্থা অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর কারণজিজ্ঞাসু হইয়া প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় অগত্যা অনুগমন করিলেন। দৌৰারিক কর্মচারী ও দানীগণ ঘোর নিদ্রার নিদ্রিত ছিল, স্বতরাং তাঁহারা তৎকালে কিছুই জানিতে পারে নাই, এবং রাজ-তনয়া বিমলাও কাহাকে আহ্বান করিতে অবকাশ পান নাই।

বিজয়চন্দ্র ক্রমে ক্রমে নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, রাজচুহিতা বিমলাও ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাত্ত পশ্চাত্ত চলিলেন। তাঁহাদিগের মেই সময়ের ভাব নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন শান্তি-দেবী ক্রোধ-সিংহের পীড়নে পীড়িতা হইয়া ধর্মের পশ্চাত্ত ধাবিত হইতেছেন। পুরুষজাতি সবল, বাসাকুল সহজেই অবলা; তাহাতে আবার কষ্টক কষ্টের বিমলার পদতল ক্ষত বিক্ষত হওয়ার রক্তপাত হইতে লাগিল। স্বতরাং তাঁহার গতি ক্রমশই মহর হইয়া আসিল। এই অবকাশে বিজয়চন্দ্র তির্যক পথে গমন করায় প্রিয়তমার অদৃষ্ট হইলেন। পতিপ্রাণা বিমলা পাঁতিকে দেখিতে না পাইয়া উচ্চেঃস্থরে বারংবার আহ্বান করিতে করিতে ক্রত গমন

କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ପଥଶ୍ରାନ୍ତି-ସାତନା ଅପେକ୍ଷା ପତିର ଅଦର୍ଶନ-ସାତନା ସମ୍ବିଧିକ ବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ଭୟାକୁଳ-କୁରଙ୍ଗୀ-ନୟନୋପଥ ତୁଁ-ହାର ନେତ୍ରବୁଗଳ ହଇତେ ଅନର୍ଗଳ ଅକ୍ଷରଧାରା ନିର୍ଗତ ହଇତେ ଲାଗିଲ ।

ବିମଳା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏଇକ୍ରପ ଗମନ କରିଯା ଏକ ତ୍ରିଶିର ବଞ୍ଚେ ଉପନୀତା ହଇଲେନ । ବିମଳାକେ ପଥ-ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିତେହି ଯେନ ଏହି ସମୟେ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତ ହଇଲ । ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବାୟୁ-ସଂକ୍ଷରଣେ ବୃକ୍ଷପତ୍ର ହଇତେ ନିଶିର ଶିଶିରବିନ୍ଦୁ ଆଲିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଧ ହଇତେ ଲାଗିଲ, ଯେନ ତରୁମଣୀ ମକଳ ବିମଳାର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖିତ ହଇଯା ଅକ୍ଷରଜ୍ଞ ବିମର୍ଜନ କରିତେହେ । ବୃକ୍ଷବାନୀ ବିହଙ୍ଗ ମକଳ ମଧୁରସ୍ଵରେ ଗାନ କରିତେ ଆରନ୍ତ କରିଲେ ବୋଧ ହଇଲ, ଯେନ ବନବାସୀ ତରୁଗଣ ବିମଳାର ଶୋକେ ଶୋକାବିତ ହଇଯାଇ କରୁଣ-ସ୍ଵରେ ରୋଦନ କରିତେହେ । ଆତର୍କୟ ମେହି ଶବ୍ଦ ବହନ କରିଯା ବିପିନ-ବିହାରୀ ଧରାଶାୟୀ ନିଦ୍ରିତ ଜୀବଦିଗକେ ମୃତ୍ୟୁଭାବେ ବଲିତେହେ—ଜାଗରିତ ହଇଯା ବିମଳାକେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କର ; ଯେନ ତାହାର ମେହି ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣେହି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗାତ୍ରୋଥାନ କରିଯା ଇତ୍ତନ୍ତଃ ଦୃଷ୍ଟି କରିତେ ଲାଗିଲ । ବିମଳା ତ୍ରିଶିର ବଞ୍ଚେ ଦୁଃଖମାନା ହଇଯା ଯୁଥଭଟ୍ଟ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗିତୀର ନ୍ୟାୟ ଇତ୍ତନ୍ତଃ ଚଞ୍ଚଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଯା ପତିଗମନ-ପଥ ଅସ୍ରେଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ; ଏବଂ ଆକୁଳ ହଇଯା ଆରଣାକଦିଗକେ ସଂସ୍କାର କରିଯା ରଲିଲେନ, “ହେ ବୃକ୍ଷ-ବନସ୍ପତେ ! ହେ ଶୁଳ୍କ-ଲତେ ! ହେ ପଞ୍ଚ-ଗଞ୍ଜି ! ହେ ବମଦେବତେ ! ଅମାର ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ହଇଯା ଆମାର ପତିର ଗମନ-ପଥେର ଅନୁର୍ଧକ ହୋ ।” ଉବାର ତୁଷାରରାଶି ଦୂର୍ବାଦଲେ ଉଜ୍ଜଳ ମୁକ୍ତାର ନ୍ୟାୟ ବିକିର୍ଣ୍ଣ ଛିଲ । ତାହାର ଉପର ଦିଦ୍ଧା ଗମନ କରାୟ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରର ପଦାକ୍ଷତ ହଇଯାଛିଲ । ବିମଳାର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖିତ

হইয়া সেই পদাঙ্ক বিজয়চন্দ্রের গমন-পথ প্রতাক্ষবৎ দেখাইতে লাগিল । কিন্তু তিনি ভূম-বশতঃ বিবেচনা করিতে না পারিয়া বিপরীত-পথাবলম্বিনী হইলেন । স্ফুতরাং পতির সহিত তাহার সম্মিলনের আর সন্তাবনা রহিল না । তিনি মণিহারা ভূজ-ঙ্গিনীর ন্যায় অলিত-বেণী-বন্ধনে, কুরঙ্গহারা কুরঙ্গিনীর ন্যায় চঞ্চল-নয়নে, মাতঙ্গহারা মাতঙ্গিনীর ন্যায় বিচলিতচরণে, বারংবার প্রিয়-পতি-সম্বোধনে গমন করিতে লাগিলেন । ক্রমে অপরাহ্ন সময় উপস্থিত হইল । তখন শোক ও ভয়ে একবারে জড়ীভূতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, “হে জগদীশ্বর, তুমি জলে স্থলে শূন্যে সর্বত্র সমানভাবে বিরাজমান রহিয়াছ, কেবল আমারই অঙ্গান-বশতঃ দেখিতে পাই না । এই নিবিড়ারণ্যে তুমি আমার পতির নিকটেও রহিয়াছ এবং আমাকেও রক্ষা করিতেছ । অতএব অনাথিনীর প্রার্থনা,—আমার সতীত্ব এবং পতির জীবন রক্ষা কর ।” এইক্ষণ কহিতে কহিতে গমন করিলেন । পরে একটী মণিমণ্ডিত মন্দির দেখিয়া জনবাস বিবেচনায় তদস্তরে অবেশ করিয়া দেখিলেন, জনশূন্য স্থান । উক্ত মন্দিরের প্রান্ত দেশে দিয়া একটী পর্বত-নির্বাল বনাঞ্চলে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং মন্দির হইতে মির্ব-নীর পর্যন্ত একটী সোপানও নির্মিত আছে । নিতাস্ত অবসন্না বিমলা নীর-নিকটবর্তী অধিরোহণে উপবিষ্ট হইয়া “হে করুণালয় জগদীশ্বর ! রক্ষা কর” এই বলিয়া উচ্চেস্থরে রোদন করিতে লাগিলেন ; বোধ হইল, যেন তাহার সেই রোদন-শবণে মহীধর করুণার্জ হইয়া নির্বিণী-ক্রপে অঞ্চল্যারা বর্ষণ করিতেছে ।

এ দিকে প্রমোদমন্দিরবাসী পরিচারকগণ প্রাতঃকালে বিজয়চন্দ্র ও বিমলাকে দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য বিবেচনা করিয়া, কতকক্ষণ তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রাজধানীতে দৃত প্রেরণ করিল। এবং ইতস্ততঃ অবণ্যাভ্যন্তরে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

বৎসগণ ! মনোনিবেশপূর্বক শ্রবণ কর। এক্ষণে পুনর্কার বন্ধুকুমারের কথা আবদ্ধ হইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায় ।

একদা সারদ্বাজ মুনি আশ্রম-তরুতলে কুশাসনে উপবেশন করিয়া বনবাসিনী মুনি-মহিলাদিগকে পতিত্রতা-ধর্মের উপদেশ দিতেছেন, বৃহস্পতি-চক্রের সপ্ত-চন্দ্র সন্দৰ্শ, বসন্তকুমার ও অন্যান্য ঋষিপুত্রেরা মুনিবাজকে পরিবেষ্টন করিয়া, তদীয়-বদন-বিগলিত বিমল বাক্যাবলী দ্বারা হৃদয়কোষ পূর্ণ করিতেছেন। অকস্মাত একটী মৃগশাবক তথায় উপস্থিত হইয়া, আম্ব বৃক্ষাশ্রিত মাধবীলতাকে বারংবার আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহাকে পাতিত করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া বসন্তকুমার স্বীয় বয়ন্দি-দিগকে সম্মোধন করিয়া কহিলেন, সখে ! ঐ দেখ পিতার উপদেশের গুণে আশ্রমবাসিনী লতাও পতিত্রতা হইয়াছে ; হরিণশিশু বৃক্ষবাহিনী মাধবীলতাকে বারংবার আকর্ষণ করিয়াও বিছিন্ন করিতে পারিতেছে না। তচ্ছুবণেজ্জার-দ্বাজ মুনিবর দ্বিয়ৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বসন্ত ! মৃগশাবক-টীকে বন্ধন করিয়া দূরে রাখ, নতুবা ও মাধবীকে আরও উৎপীড়ন করিবে। বসন্তকুমার মৃগশিশুকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন ; এই কালে আনন্দনগরাধিপতি আনন্দমন্ত্র মৃগতির দৃত আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং মুনিবাজের পদবৰ্তী প্রণতিপূর্বক, তাহার হস্তে একখানি লিপি অর্পণ করিল।

তিনি আগ্রহাতিশয়-সহকারে পাঠ সমাপন করিয়া হর্ষেদ্বৃগত-বচনে বসন্তকুমারকে কহিলেন, বৎস ! মহারাজ

ଆନନ୍ଦମୟ ବିଶେଷ କୋନ ପରାମର୍ଶ ଜନ୍ୟ ଆମାକେ ଲିପି ଦ୍ଵାରା ଆହ୍ଵାନ କରିଯାଇଛେ । ଆମି ତନୀର ଦୌଖ୍ୟାଙ୍ଗେ ଆବକ୍ଷ ଆଛି, ଶୁତରାଂ ବିପନ୍ନ ପୁତ୍ରେର ଆହୁତ ପିତାର ନ୍ୟାୟ, ତଥାଯ ଯାଇତେ ବ୍ୟାପ ହିଁଯାଇଛି । ଅତଏବ ଅଦ୍ୟ ନିଶାବଦାନେ ନରନାଥକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିତେ ଗମନ କରିବ । ଆନନ୍ଦନଗରୀ, ଦେବରାଜେର ଅମରାବତୀର ନ୍ୟାୟ, ଭାରତେର ଅଳକାର ସ୍ଵରୂପ । ଯଦି ଦେଖିତେ ତୋମାର ଅଭିଲାଷ ଥାକେ, ତବେ ଆମାର ସହଚର ହିଁଲେ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁବେ । ମୁନିବର ଏହି କଥା ବଲିଯା ସାଯଂସନ୍ଧ୍ୟା-ବନ୍ଦନେ ତଟନୀ-ତଟ-ବିହାରେ ଗମନ କରିଲେନ । କିଯୁକ୍ଷଣ ପରେଇ, ଅବଳ ବାୟୁର ବିଶ୍ରାମକାଳେର ନ୍ୟାୟ, ଦଶ ଦିକ ନିଷ୍ଠକ କରିଯାଇ କ୍ରମାବୟେ ଶାନ୍ତିମୁଖଦାୟିନୀ ରଜନୀ ଉପହିତା ହିଁଲ । ବସ୍ତ୍ର-କୁମାର ରାଜପୁତ୍ର ବଟେନ, କିନ୍ତୁ ଶୈଶବ କାଳ ହିଁତେ ଆଶ୍ରମେ ପ୍ରତିପାଲିତ ହିଁଯାଇଛେ, ଶୁତରାଂ ଲୋକାଳୟେର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କିଛୁଇ ଜାନେନ ନା, ଏକଣେ ଶୟନାସନ ଗ୍ରହଣ କରିଯା ନଗରେର ଆକୃତି ଓ ରାଜାର ଆକୃତି ପ୍ରଭୃତି ନାମାପ୍ରକାର ନାଗରିକ ଭାବ ଚିତ୍ତ୍ବ କରିତେ କରିତେ ନିଦ୍ରାର କ୍ରୋଡିଶାୟୀ ହିଁଲେନ ।

ରଜନୀ ଶ୍ରୀଭାତେ ଦାରଦାଜ ମୁଣି ଆହ୍ଵାନ କରିଲେ, ବସ୍ତ୍ର-କୁମାର, ପର୍ଯ୍ୟଟକଦିଗେର ଦେଶ-ଦର୍ଶନେର ନ୍ୟାୟ, ଆନନ୍ଦନଗର-ପରିଦର୍ଶନେ କୌତୁଳ୍ୟାଙ୍କାନ୍ତ ହିଁଯା ମୁନି-ସମଭିବାହାରେ ଗମନ କୁରିଲେନ । ଯାତ୍ରାକାଳେ ତୀହାର ଜ୍ଞ-ନମ ଶ୍ରଦ୍ଧନ ହିଁତେ ଲାଗିଲ । ତିନି ପରିଣୟେର ମାନ୍ୟଲିକ ଲକ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଯା ଦିନେ ମନେ ଚିତ୍ତ୍ବ କରିତେ ଲାଗିଲେନ, ଆଶ୍ରମ-ତରକେ ଉଦ୍ୟାନ-ଜତୀ ଆଶ୍ୟ କରିବେ ଏ ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ; ଅଥବା ଅଷ୍ଟନ-ସ୍ଟଟନେଇ ବିଧାତାର କାର୍ଯ୍ୟ । ଯଥାକାଳେ ରାଜଧାନୀତେ ଉପହିତ

হইয়া রাজবঞ্চির দুই পার্শ্বে দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিতে লাগিলেন। ধনাচাৰণিক্রিয়ের শোভনোভূম হৰ্ষ্য, প্রাচীন-গণের কীর্তিস্তম্ভ, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধৰ্মবন্দির, দুর্গ প্রভৃতি অলঙ্কারে আনন্দনগর মনোমোহন কৃপ ধাৰণ কৰিয়াছে। ললনারা শ্রীমতী, স্বৰ্মতি, লজ্জাবতী ও অতিসুশীলা। অত্রত্য জলবায়ু স্বাস্থ্যকর; ভূমিথঙ্গ অত্যুৰ্বৰ ও নানাজাতীয় ফল-পুষ্প-শস্যে পরিপূৰ্ণ। বসন্তকুমাৰ রাজধানীৰ এইকৃপ অলৌকিক সৌন্দৰ্য সন্দৰ্ভনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এট স্থান আনন্দনগৱ নামে বিখ্যাত, বাস্তবিক ইহা আনন্দময়ই প্রত্যক্ষ হইতেছে। একৃপ সৰ্বাঙ্গমুন্দৰ নগৱ অতি বিৱল।

সারবাজ মুনিবৰ, ভগবান রামচন্দ্ৰেৰ কুশপুৱোহিত বশি-ষ্টেৰ ন্যায় নৱেন্দ্ৰ-সভামণ্ডলে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূৰ্বক রাজাকে আশীৰ্বাদ কৰিলেন। রাজা, নিৰ্বাসিত জনেৰ অক্ষাৎ প্ৰিয়সমাগমেৰ ন্যায় আনন্দিত হইয়া মুনিৱাজকে প্ৰণাম প্ৰদক্ষিণপূৰ্বক আসন গ্ৰহণ কৰিতে কহিলেন। তিনি বসন্তকুমাৰেৰ সহিত একাসনে উপবেশন কৰিলেন। রাজা তপোধনেৰ কুশল জিজ্ঞাসা কৰিলে, মহৰ্বি সমস্ত মঙ্গল বলিয়া, প্ৰতিপ্ৰয়োগে রাজ্যেৰ কুশল অবগত হইৰেন। রাজা বসন্তকুমাৰকে ঋষিবেশধাৰী এবং স্বাগত ঋষিৰ সহিত একাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, ইনি ঋষি-প্ৰিয়শিষ্য অথৰ্বা কোন তেজস্বী তপস্বীৰ পুত্ৰ হইৰেন, এই বিবেচনায় মহৰ্ধিকে তদীয় পৰিচয় জিজ্ঞাসা কৰিলেন না। কিন্তু তপ্তকাঞ্চনেৰ সমস্ত বসন্তকুমাৰেৰ সৰল শৰীৰকাণ্ডি, আজামুলৰিত কোমল-

ବାହ୍ୟଗଲ, ପ୍ରଶ୍ନତ ଲଙ୍ଘଟଦେଶ, ଈସଦ୍ରକ୍ଷ ବିଶାଳ ନେତ୍ରଦ୍ୱର, ଅସୀମ-
ସାହସ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖଶ୍ରୀ, ଗଭୀରାହୁତି, ଉଦାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବାକ୍ୟ-
ବିନ୍ୟାସେ ରସନାର ପଟୁତା ଓ ସାହସିକତା ଦେଖିଯାକ୍ଷତିଭ୍ରମେ
ବାରଂବାର ତୀହାର ଆପାଦମନ୍ତକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।
ଗଗନଭୂତର ଭାବ ପରିଦର୍ଶନେ ବହୁଶୀ ନାବିକେରା ଯେମନ
ଝଟିକାର ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତର ନିର୍ଦ୍ଦୟ କରେ, ତତ୍କପ ସାରଦାଜ ମୁନି
ବସନ୍ତକୁମାରେର ପ୍ରତି ରାଜାକେ ବାରଂବାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିତେ
ଦେଖିଯା, ତଦୀୟ ମାନସ ବୁଝିତେ ପାରିଯାଇଲେନ । ବସନ୍ତକୁମାର
ରାଜାର ନିକଟ ପରିଚିତ ହନ, ତୀହାର ଏକପ ଇଚ୍ଛା ଛିଲ ନା ।
ରାଜା ପାଛେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ, ଏହି ଭୟେ ତିନି ପୂର୍ବେଇ ତୀହାକେ
ଆପନ ଆହ୍ଵାନେର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ । ଭୂପତି
କହିଲେନ, ଭଗବନ୍ ! ଆମାର ହୃଦୀତା ସ୍ଵକୁମାରୀ ଉତ୍ସାହଯୋଗ୍ୟ
ହଇଯାଇଛେ । ଆମି ମନେ କରିଯାଇଲାମ, ତୁଳ୍ୟ-ଗୁଣ-କ୍ରପ
ସୁଯୋଗ୍ୟ ଭାଜନେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବ । କିନ୍ତୁ ଅମାତ୍ୟ ତର୍ବିଷୟରେ
ଦୋଷ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଯା ଆମାକେ ଏକକାଳେ ନିରୁତ୍ନାହ କରିଯା-
ଛେନ । ବସ୍ତ୍ରତଃ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଓ ସ୍ଵୟଂବର ଏ ଉଭୟରେ ତାରତମ୍ୟ
କିଛୁଇ ଥିଲ ହିତେଛେ ନା । ତଜ୍ଜନ୍ୟ ଆମି ଆପନାକେ ଆହ୍ଵାନ
କରିଯାଇ, ଆପନି ସାହା ଥିଲ କରେନ, ତାହାଇ ଆମାକୁ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ମହର୍ଷି କହିଲେନ, ମହାରାଜ ! ଅମାତ୍ୟ ଉତ୍ସାହବିଷୟରେ କେ
ଆପନ୍ତି କରିଯାଇଛେ, ତାହା ଯୁଦ୍ଧଯୁକ୍ତ ବଟେ; କେନାମ ପରିଣମ
ପରିଣାମେ ତାଦ୍ଵାରା ସୁଖାବହ ନା ହଇଯା ବରଂ ଅଶେଷ ଦୁଃଖେର
କାରଣ ହଇଯା ଥାକେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖା ଯାଇତେଛେ, ପିତା ମାତା,
କୁଟୀଳ ଶାନ୍ତିକାରଦିଗେର ମତାବଲମ୍ବୀ ହଇଯା, ତନଯା କନ୍ୟାକଳୀ

শ্রাপ্ত না হইতেই, আপন মনোমত পাত্রে সম্প্রদান করেন। তুহিতা পরিণেতার প্রতি অভুরভু হইলে কোন কথাই থাকে না। কিন্তু যদি দম্পতীর ভিন্নাভিপ্রায়বশতঃ পৰ-
স্পর প্রণয় না হয়, তাহা হইলে যে কি অস্ত্রের কারণ,
তাহা অন্যের উপলক্ষি করিবার সাধ্য কি? যে দম্পতীর
পরস্পর মানসানৈক্য, তাহারাই ইহার দৃষ্টান্তহল।

ধৰ্ম্ম-শাস্ত্রবেত্তারা লিখিয়াছেন, কন্যা বেপর্যস্ত পতিমর্যাদা
ও পতির সেবা শুক্রবা সম্যগবগতা না হইবেন, জান-
বান् পিতা তদবধি আপন তুহিতার বিবাহ দিবেন না। যদি
শুকুমাৰী বিদ্যাবতী এবং পতিমর্যাদা জ্ঞাত হইয়া থাকেন,
তবে দময়স্তী ও সাবিত্রী প্রভৃতি রাজতনয়াদিগের ন্যায়,
আপন অহুক্রপ বরে স্বয়ংবরো হন সেই ভাল। নতুৰা মহারাজ
শ্বেচ্ছাত্মারে যে কোন পাত্রে সম্প্রদান করিলে, পরিণামে
অস্ত্রের কারণ হইতে পারে সন্দেহ নাই। কত শত পরিবা-
রের মধ্যে দেখা যাইতেছে, এইক্রমে সম্প্রদান হেতু, স্বামী স্তৰীর
প্রতি বিরক্ত অথবা স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিরক্ত হন, তজ্জন্য কত
অনর্থের মূলোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব মহারাজ! সম্প্রদানমূ-
বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিয়া স্বয়ংবরোদ্যোগ পাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

রাজা কহিলেন, আপনার যে অভিপ্রায়, তাহাই আমার
শ্রামণ্য ও কর্তব্য। সম্পত্তি আর্থনা, শুকুমাৰীর স্বয়ংবর
পর্যস্ত আপনি অত্র অবস্থান করন, তাহা হইলে আমাকে
পৰমাপ্যারিত করা হয়। মুনিবর কহিলেন, মহারাজের এই
অভ্যর্থনার আমি সম্মত হইলাম।

অনস্তুর রাজা মন্ত্রোদ্যানে খুবিরাজকে বাসহান প্রদান

করিতে অশুচরদিগকে অনুজ্ঞা করিলেন। মহর্ষি বসন্ত-কুমারের সহিত নিরূপিত বাসস্থানে গমন করিলে, রাজা কহিলেন, অমাত্য! এ ক্ষণে শুভ দিন নির্ণয় করিয়া দেশ-দেশান্তরীয় নৃপতি ও বুধগণকে আহ্বানহেতু স্বয়ংবরস্থচক নিমত্তন-পত্রীর সহিত ভট্টদিগকে প্রেরণ কর, এবং হৃগ্র প্রাস্তরে স্বয়ংবরার্থ সভামণ্ডপ নির্মাণ করিতে কর্মকরদিগকে নিয়োজন কর। প্রজেশ এই আদেশ প্রদান করিয়া অবরোধে গমন করিলেন। অমাত্য আশুপূর্বীক সকল কর্মের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ আনন্দমন্ত্র যে উদ্যানে সারদ্বাজ মুনির উপনির্বেশ নিরূপিত করিয়া দিলেন, সেই উদ্যানটা রাজান্তঃপুর-সংলগ্ন উত্তর ভাগে স্থাপিত। তাহার চতুর্দিক ইষ্টক-নির্মিত দৃঢ় প্রাচীরে আবক্ষ; পূর্ব দিকে একটা প্রবেশদ্বাৰা ও মধ্যস্থলে বৃহৎ পুকুরিণী। সেই সরোবরের মধ্যদেশস্থ আশৰ্য্য কৌশলসম্পন্ন দ্বিতীয় অট্টালিকা অপূর্ব শোভার আকর। তাহা দেখিলে বোধ হইত, একখানি ক্ষটক-ফলকে সৌধশিথর চিত্রিত রহিয়াছে। ঐ সরোবরের নির্মল সলিলে অট্টালিকার প্রতিচ্ছায়া পতিত হইলে, বোধ হইত, নির্মলাকাশে সৌধমালা নির্মিত হইয়াছে; অথবা অভিমুক্ত-বধে সংস্থ রথীর ন্যায়, ব্যহৃত হইয়া দেবতারা ব্যোমযান-আরোহণে শূন্যপথে উজ্জীয়মান হইতেছেন। বায়ুপ্রভাবে যথন সেই সরসী-সলিলে তরঙ্গ উঠিত, তথন আবার বোধ হইত, যেন সসাংগৱা সপ্তদ্বীপাধিপতি সগৰ রাজাৰ অর্বপোত গভীর সমুদ্র-কলোলে বিচলিত হইতেছে। ঐ অট্টালিকার অঞ্জি-

রোহণী, চন্দ্রালোক-পতিত নির্মল জল-তরঙ্গ-তুল্য, বিচিৰ-শোভাবিতা ছিল। রাজা এই অট্টালিকায় উপবেশন কৰিয়া সারবাজ মুনিৱ সহিত রাজ্যসংক্রান্ত মন্ত্রণা ও ধৰ্মালাপ এবং শুভকার্যোপলক্ষে সপরিবারে ঈশ্বরোপাসনা কৰিতেন। কোন কোন সময় সারবাজ মুনিও ঐ দেবছুল'ভ গৃহেই, রাজাস্তঃপুরি-কানিগকে পতিৰুতা-ধৰ্ম ও অন্যান্য ধৰ্ম উপদেশ দিতেন। বস্তুতঃ ঐ উদ্যানটা রাজাৰ মন্ত্রোদ্যান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। উদ্যানেৰ দক্ষিণ দিকে অন্তঃপুর-সংযুক্ত শুশ্র দ্বার দিয়া পুর-বাসিনীগণ যদৃছাক্রমে উদ্যান-বিহারে আসিতেন। সুতৰাং রাজাৰ অনুমতি ব্যক্তিত অন্য কোন বাস্তি উদ্যানে গমন কৰিতে পাৰিতেন না। সৌধগৰ্ভ সরোবৰেৰ চতুঃপার্শ্ব-বক্রী স্থলভাগে, শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি নানা বর্ণেৰ পুঁজ-পাদপ, এবং অন্ন-মধুৰাদি নানারস-সংযুক্ত ফলবান् বৃক্ষ যথানিয়মে আৱোপিত থাকাৰ, মন্ত্রোদ্যান ধাৰ গৱ নাই স্ফুরম্য হইয়াছিল। বসন্তকুমাৰ মুনিৱাজেৰ সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সরোগত-স্থ সৌধ-শোভাবলোকনে চমৎকৃত ও বিমোহিত হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ সারবাজ, মন্ত্রোদ্যানে রাজাৰ বে যে কাৰ্য্য অনুষ্ঠিত হৱ, ক্ৰমান্বয়ে বসন্তকুমাৰকে তাহাৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰিতে লাগিলেন। এইৱপে কিম্ব-দিন গত হইল।

একদা আনন্দময় বৃপতিৰ কুমাৰী স্বকুমাৰী, উমা ও চন্দ্ৰিমা দুই সহচৰী সমভিব্যাহাৰিণী হইয়া, কুমুদ ও কোকনদ পৰিবেষ্টিত নলিনীৰ ন্যায়, ধারিনীৰোগে শৱনালয়ে নিহিতা আছেন। নিশীথসময়ে তাহাৰ নিজাতদ্বন্দ্ব হইল, তিবি

ଚନ୍ଦ୍ରମାକେ ଜାଗରିତା କରିଯା କହିଲେନ, ସଥି ଚନ୍ଦ୍ରମେ ! ସ୍ଵପ୍ନେ
କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିତେଛିଲାମ, ଆହା ! ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହଇଯା
ତାହାର କିଛୁଇ ଦେଖିତେଛି ନା, ଜଲବିଷ-ପ୍ରାୟ କୋଥାର ଲୁକ୍କା-
ଯିତ ହଇଲା । ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚମ୍ରକୃତ ହଇଯା କହିଲେନ, ସ୍ଵରୂପାରି !
କି ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖିତେଛିଲେ, ସଦି ଗୋପନ କରିବାର ନା ହୟ, ତବେ
ବଲ ଶୁଣି । ସ୍ଵରୂପାରୀ କହିଲେନ, ସଥି ! ସେ ବଲେ ଈଶ୍ଵରକେ
ଜାନିଯାଛି, ମେ ସେମନ ଈଶ୍ଵର-ତତ୍ତ୍ଵର କିଛୁଇ ଜାନେ ନା, ତୁରପ
ସେ ହୃଦୟେର ଦ୍ୱାର ଉଦ୍ୟାଟିନ କରିଯା ସଥିଗଣେର ନିକଟେ ମନୋଗତ
ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନା କରେ, ମେ ସଥ୍ୟଭାବେର ମଧୁର-ରନାସ୍ଵାଦନେ ବଞ୍ଚିତ
ଆଛେ । ଆମି କି କଥନ ତୋମାକେ କିଛୁ ଗୋପନ କରିଯାଛି ?
ଚନ୍ଦ୍ରମା କହିଲେନ, ନା ତା ନଯ ; କୋନ କୋନ ରମଣୀରୀ ବଲେନ,
ଲୋକେ ଏକପ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖିଯା ଥାକେ, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଲେ
ତାହାର ଆପନାରଇ ଅମନ୍ତଳ ହୟ ; ତାଇ ତୋମାଯ ତାଇ ! ‘ସଦି
ଗୋପନ କରିବାର ନା ହୟ ତବେ ବଲ’, ଏକପ ବଲିଯାଛି ।
ସ୍ଵରୂପାରୀ କହିଲେନ, ମେ ସକଳ ଅଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀଲୋକେର ବାକ୍ୟେ
ବିଶ୍ୱାସ କରିତେ ନାହିଁ । ଆମି ସ୍ଵପ୍ନେ ଯାହା ଦେଖିଯାଛି ଅବିକଳ
ତାହାଇ ବଲି, ଶ୍ରବଣ କର । ସଥି ! ଆମି ସେନ ତୋମାଦେର ମଙ୍ଗେ
ଉପବନେ ଗିରାଇଲାମ, ତୋମରା ସେନ ସହକାର-ତରୁତଳେ ମାଧ୍ୟବୀ-
ଲତା-ଛାଯାତେ ବିଶ୍ରାମ କରିତେ ବସିଲେ, ଆମି ଏକାକିନୀ ସରୋ-
ବର-ତଟବର୍ତ୍ତିନୀ ହଇଯା ଦେଖିଲାମ, ଏକଟୀ ପରମ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ
ଭୟ କରିତେଛେନ । ଅକ୍ଷୟାଂ ତାହାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହୃଦୟାର
ବୋଧ ହଇଲ, ଅନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ପାଇୟା ଦେଶଭରମଣ କରିତେ ଆସିଯା-
ଛେନ, ଅଧ୍ୟବାକୁମୁଦବନ୍ଧୁ ପ୍ରଣାଲୀ କୁମୁଦିନୀର ପ୍ରଣଯପାଶେ ବନ୍ଧ ହଇଯା
ଆକାଶ ଛାଡିଯା ଭୂତଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇୟାଛେନ ଏବଂ କୁମୁଦିନୀକେ

গ্রন্থাদিনী করিতে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। এই বিষম
অব দূরীকরণ ইচ্ছায় অনিমিষচক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া
থাকিলাম। চন্দ্রিকাতুল্য তাঁহার অঙ্গের অমল কোমল
প্রভায় আমার হৃদয়-কুমুদ প্রসন্ন এবং নয়ন-চক্রের সুধা-
পিপাসু হইয়া অনিমিষ হইল; কাজেই আমি তাঁহার নিকট-
বর্তিনী হইলাম। সেই পুরুষোত্তম আমাকে দেখিবামাত্র
কহিলেন, সুন্দরি ! তুমি কে ? কিনিমিত্ত এ থানে আনি-
য়াচ ? তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে আমি লজ্জায় নম্রমুখী
হইয়া বাম পদের বৃক্ষাঙ্গুলি দ্বারা ধরা থনন করিতে লাগি-
লাম। তিনি আমাকে উত্তর-দানে পরাজ্ঞুখী দেখিয়া মৌনা-
বলস্থন করিলেন, এবং কিঞ্চিং পরে কহিলেন, প্রিয়ে ! আমি
তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এইরূপ বাক্য শ্রবণে আমি
জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি আনুপূর্বীক পূরাবৃত্ত বিস্তার করিয়া
বলিতেছিলেন, এই কালে নির্দ্রাবেশ হইল। হার স্থি !
সেই পূর্ণেন্দু কোথায় লুকাইল ? নয়নচক্রের জাগরিত হইয়া
আর দেখিল না। স্থি ! তোমরা স্বচক্ষেই দেখ আমার
নয়ন তাঁহার দৃশ্যন-বিরহে ব্যাকুল হইয়া অবিশ্রান্ত অঙ্গপাত
করিতেছে। কি আশ্রয় ! মনঃঘট্পদ মধুমত হইয়া তাঁহার
সঙ্গেই গিয়াছে। এ কি বিপরীত ! ভৃঙ্গ-বিরহে হৃদয়-নলিনী
বিদীর্ণ হইতেছে ! দেখ চলিয়ে ! আমি কি আপন ধনে
আপনি চোর হইলাম।

চন্দ্রিমা কহিলেন, সুকুমাৰি ! বৃথা স্বপ্ন দেখে কেন
ক্রিপ্ত হইয়াছ ? স্বপ্ন কি কখন সত্য হয় ? ছি ! ছি ! লোকে
ইচ্ছা জানিতে পারিলে, কি না কলঙ্ক-সন্তাননা ? ও কথাৱু

ଆଲୋଚନା ହିତେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ । ଉମା କହିଲେନ, ଚଞ୍ଚିମେ ! ସ୍ଵରୂପାରୀର ସ୍ଵପ୍ନେର ମର୍ମ କିଛୁ ବୁଝେ ? ଚଞ୍ଚିମା କହିଲେନ, ନା ସଥି, ଆମି ତ କିଛୁଇ ବୁଝି ନାହିଁ, ତୁମି କି ବୁଝିଯାଇ ବଲ ଶୁଣି । ଉମା କହିଲେନ, ସ୍ଵରୂପାରୀ ସର୍ବକଷଣ ଉତ୍ତମ ବର ଭାବନା କରେ, କାଜେଇ ସ୍ଵପ୍ନେ ତାହାଇ ଦେଖେଛେ । ସ୍ଵରୂପାରୀ କହିଲେନ ଉମେ ! ଆମି ତ ସ୍ଵପ୍ନେ ଦେଖିଯାଇଁ, ତୁମି ଜାଗିଯାଇ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ବର ଦେଖ । ମେ ଯାହା ହଟକ, ସଥି ! ତୋରା କଲକ୍ଷେର ଶକ୍ତା କରିତେଛିସ୍ କେନ ? ସ୍ଵପ୍ନ କଥନ ମତ୍ୟ ନୟ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ସଦି କୋନ ଅନିର୍ବଚନୀୟ କାରଣେ ଅସ୍ଟନ ସଟନଇ ହୟ, ତବେ ଛି ! ଅଭିସାରିକାର ନ୍ୟାଯ ଆମି ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତିନୀ ହିବ କେନ ? ସ୍ଵରୂପାରୀ ହିଲେନ ଆମାର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତେ ପାରେ ।

ଚଞ୍ଚିମା କହିଲେନ, ସ୍ଵରୂପାରୀ ! ତୁମି ଯା ଭାବିଯା ଏହି କୟେ-କଟା କଥା କହିଲେ, ଆମି ମେ ଭାବେର ଏକଟା କଥାଓ ତୋମାକେ ସଲି ନାହିଁ । ତବେ କି ନା ଭାଇ ! ଆମରା କୁମାରୀ, କି କରିତେ ଶେଷେ କି ହବେ, ବିବେଚନା କରିଯାଇ ଆମାଦେର ଚଳା ଉଚିତ । ଦେଖ, ଯେ ମକଳ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାବିଷୟେ ଏକବାରେ ବିରତ, ତାହାରାଓ ଅନାୟାସେ ମୃତୀ-ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିତେଛେ । ବିଶେଷ ଆମରା ବିଦ୍ୟା-ଭ୍ୟାସ କରିଯାଇଁ, ଧର୍ମାଧର୍ମ ବିଚାର କରିତେଓ ସମର୍ଥୀ ହିଯାଇଁ । ସଦି ଆମାଦେରଇ କୁମତି ହୟ, ତବେ କି ନାରୀଙ୍କୁଲେ ଆର ବିଦ୍ୟା-ଶ୍ରୀଲମ ଥାକିବେ ? ଅନେକେଇ ବିବେଚନା କରିବେନ, ଶ୍ରୀଜାତି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଲେଇ ଦୁଃଖରିତା ହୟ । ଏମନ କି, ଅନେକ ଦେଶେ ଏକପ ପ୍ରଥା ଅଦ୍ୟାପି ପ୍ରଚଲିତ ଆଛେ ଯେ, ତାହାରା ଶ୍ରୀଲୋକେର ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷା ଅତିଗର୍ହିତ ବିବେଚନା କରେନ ; କିନ୍ତୁ ଏ କେବଳ ତାହାଦିଗେର ବୁଝିବାର ଭାଷ୍ଟି, ଯେ ଶ୍ରୀ ଆପନା-ଆପନି

আপনাকে রক্ষা করে, সেই স্বরক্ষিতা। নতুবা মূর্খ করিয়াই গৃহে কুকু করিলে, তাহাতে স্বরক্ষিত হওয়া দূরে থাক, বরং মহানর্থের মূল হইয়া উঠে।

উমা কহিলেন, সখি চক্রিমে ! তুমি স্বকুমারীকে কি প্রবোধ দিতেছ । যেমন বধিরের নিকট আশুতোষিণী গীতিগান এবং অক্ষের নিকটে চিত্তোষ নৃত্য করিলে কোন ফলোদয় হয় না, সেইরূপ স্বরবাজ-শর-মোহিনীকেও উপদেশ দিলে বিফল হয় । বরং নিবারণ করিলে পতঙ্গের দীপাশয়ের আয়, সে বারিংবার মন্মথের মনোমত কার্য্য করিতেই তৎপর হয় । স্বকুমারী হাস্য করিয়া কহিলেন, উমে ! এ তোমার পক্ষে, অন্তের পক্ষে নয় ।

চক্রিমা কহিলেন, স্বকুমারি ! তুমি ও ক্ষেপার কথায় কাণ দিও না । আমাদের আর্য্য আচার্য্য গল্লচ্ছলে অশিক্ষিত ও শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের অস্তঃকরণের ভাবগতি যেপ্রকার বর্ণন করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাহাই শুন । অশিক্ষিত রমণীগণের অস্তঃকরণ ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার গ্রাম অঙ্ককারময়, এবং শিক্ষিত মহিলাগণের অস্তঃকরণ শারদী পূর্ণিমার নিশাসন্দৃশ, শোভমান ও নিষ্ঠাল দিবসের ন্যায় আলোকিত । অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা, কুসংস্কারের বাধ্য হইয়া, ভূতপ্রেতাদি নানাপ্রকার আশঙ্কায় প্রতিপদক্ষেপণে ভয়ে অভিভূতা হয়; শিক্ষিত রমণীগণ তাহা দেখিয়া হাস্য করেন । অশিক্ষিত রমণীগণ, যেমন রসে মীন নষ্ট হয়, তদ্বপ পরপ্রলোভনে আপনারা নষ্ট হইয়া থাকে; দণ্ড ও ভূত-ভয় দেখাইয়া অনেকে যেমন ইহাদিগকে কলঙ্কিত করে, সেইরূপ আবার

ଅବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦିଯାଓ ଘୋର କଲୁଷେ ନିମଜ୍ଜନ ଏବଂ
ଅନ୍ତରେ ନରକେ ନିକ୍ଷେପ କରିଯା ଥାକେ । ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାଗଣ
ଦର୍ଶନାକ୍ଷିସ୍ତରୂପ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଦୈତ୍ୟର ବ୍ୟତୀତ କାହାକେବେ ଭୟ କରେନ
ନା ; ସ୍ଵତରାଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ପରାୟନ ଅଧାର୍ତ୍ତିକେବା ମୃତ୍ୟ ଓ ଦ୍ଵେଷ-ଭୟ
ଦେଖାଇଯା ଇହାଦିଗେର ନିକଟ ଯେମନ କୁତକାର୍ଯ୍ୟ ହଇତେ ପାରେ
ନା ; ମେଇକ୍ରପ ଅର୍ଥ କି ଧର୍ମ-ପ୍ରଲୋଭନେବେ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦିନି କରିତେ
ସମର୍ଥ ହୁଏ ନା । ଶ୍ରୀରାମଦୟତୀ ସୀତା ସଦି ଅଶିକ୍ଷିତୀ
ହଇତେମ, ତବେ କି ରାବଣେର ଭର୍ମାନକ ଦ୍ଵେଷରେ ଓ ଅପରି-
ହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନେ ତିନି ଆପନ ଦୃଢ଼ତା ଓ ପତିଭକ୍ତି ଅଚଳୀ
ରାଖିତେ ପାରିତେନ ? ସୀତାରୀ ଦମୟନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାବିତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର
ପାଠ କରିଯାଛେ, ତୀହାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାଗଣେର ଅନ୍ତଃକ୍ରମ
କ୍ରତ ଦୂର ବଲବାନ୍ ତାହା ବିଲକ୍ଷଣ ବୁଝିଯାଛେନ । ଅଶିକ୍ଷିତ
ରମ୍ଭଣୀରୀ ସନ୍ତାନଗଣକେ ପାପ ପଥେ ପଦାର୍ପଣ କରିତେ ଦେଖିଲେ ଓ
ଶିକ୍ଷାଭାବେ ଓ ଅବିହିତ ସ୍ନେହେର ଅଲୁବୋଧେ ବାଧା ଦିତେ ପାରେ
ନା । ତାହାତେ ସନ୍ତାନଗଣେର ମାନସ-କ୍ଷେତ୍ରେ ଯେ ସକଳ କୁସଂକ୍ଷାର
ଓ ପାପାଙ୍କୁର ବନ୍ଦମୂଳ ହୁଏ, ତାହା ଜ୍ଞାନାନ୍ଦ୍ରେର ସାହାଯ୍ୟେ ଓ ସମ୍ୟକ୍
ପ୍ରକାରେ ଉନ୍ମୂଳିତ ହୁଏ ନା । ତ୍ରିଫଳା-ନିର୍ଯ୍ୟାସ-ମସୀ-ରଞ୍ଜିତ ବଞ୍ଚ
ଦେମନ ଶତ ଧୌତେବେ ଏକବାରେ ଅକଳକ୍ଷ ହଇତେ ଦେଖା ଯାଏ ନା,
ତଜ୍ଜପ ମାତ୍ରମୁକରଣ-ଦୋଷର ଶିକ୍ଷକରେ ସହଜପାଇବା ଉପଦେଶେ ଓ
ଏକବାରେ ବିଦୂରିତ ହୁଏ ନା । ଜଗଜ୍ଜୀବନ ବାସୁ ଦୋଷାଶ୍ରୟ
କରିଲେ, ଯେମନ ଜୀବଗଣେର ଜୀବନହତ୍ୟା ହୁଏ, ତଜ୍ଜପ ଅକପଟ
ସ୍ନେହେର ଆଧାର ମାତ୍ରାଓ କାର୍ଯ୍ୟ-ବିଶେଷେ ସନ୍ତାନେର ଶକ୍ତ ହଇଯା
ଥାକେନ । ଶିକ୍ଷିତ ରମ୍ଭଣିଗଣ ଶିକ୍ଷକାଳ ହଇତେ ସନ୍ତାନଗଣକେ
ନାନାଅକାର ସହପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଯା ନୀତି ଓ ଧର୍ମର ଆଧାର

করেন। তাহাদিগের সন্তানগণের স্বকুমার হৃদয়ে শিক্ষাকাল হইতে জননীদত্ত যে ধর্মবীজ বিক্ষিপ্ত হয়, তাহা আচার্যের শিক্ষা-সলিলে ক্রমাবয়ে অঙ্গুরিত হইয়া উঠে।

চন্দ্রিমাৰ এইকৃপ বজ্রতা শুনিয়া উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে! অশিক্ষিত অবলাগণ পাপ-পক্ষে প্রদার্পণ করে, আৱ শিক্ষিতেৱা তাহাৰ নিকট দিয়াও যান না, এ কথা বলিও না। বাস্তুবিক যিনি ঈশ্বৰকে প্রত্যক্ষ জানিয়া পৰকালেৱ ভয় না কৰেন, (শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই) তিনি পাপপক্ষে পতিত হইয়া ক্রমাগত নিমগ্ন হইতে থাকেন। আৰি গুৰুধৰে নিমিত্ত নিকাশিত হইলে, অতীক্রান্ত অপেক্ষা শাশ্বতাত্ত্ব যেমন অধিক ভৱস্তু হয়, মেইকৃপ পাপোদ্যত অশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে শিক্ষিত ব্যক্তি মহাভীষণ হইয়া থাকেন। ঈশ্বৰ অজ্ঞ পাপীকে যেমন ক্ষমা কৰেন, জ্ঞানী পাপীকে তদ্বপ ক্ষমা কৰেন না। বিবেচনা কৰিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে, (শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই) যিনি পাপ-প্রলোভনে একবাৰ পতিত হইয়া পুনৰ্বাৰ ধৰ্মেৰ পথে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনি ধন্য।

চন্দ্রিমা কহিলেন, উমে! তা সত্য বটে, কিন্তু অশিক্ষিতেৱা বেকৃপ সচৰাচৰ প্রত্যারিত হইয়া পাপ-পথে চলে, শিক্ষিতেৱা তদ্বপ প্রত্যারিত হন না। বস্তুতঃ অশিক্ষিত শ্রেণীতে যেমন দোষেৰ ভাগ অধিক, শিক্ষিত শ্রেণীতে মেইকৃপ শুণেৰ ভাগ অধিক দেখা যায়। তবে যে গোকে শিক্ষিতদিগেৰ শুণাপেক্ষা দোষাংশই অধিক দেখেন, ইহাক কাৰণ এই যে, তত্ত্ব বন্ধে বিকুল-পৱিমাণ মদীও অধিক-

তুর উজ্জ্বলতা ধারণ করে। শিক্ষিতেরা লোকপরিবাদ যেমন কন্টকস্বরূপ বিবেচনা করেন, অশিক্ষিতেরা তাহাকে সেই-স্বরূপ ভূষণ-স্বরূপ ভাবিয়া থাকে। এইনিমিত্ত লোকাপ বাদুড় তাহাদিগের নিকট পরাত্ম হইয়াছে। চজ্জিমা এই কথা উমাকে কহিয়া তদনস্তর স্বরূপারীকে কহিলেন, স্বরূপারি ! অশিক্ষিত স্ত্রীদিগের চরিত্রের কথা কহিলাম, আবার কুসংস্কারবিশিষ্ট জাত্যভিমানী নির্দিষ্ট পুরুষদিগের কথা শ্রবণ কর ; তাহারাই অবলা স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রধান বৈরী। যদি তরুণবয়স্ক সরলহৃদয় কোন যুবা পুরুষ বালিকাগণের বিদ্যাভ্যাস-বিষয়ে কোন প্রস্তাব করেন, তবে তাহাদিগের ক্রোধের আর পরিসীমা থাকে না, অসন্তানলে স্বত্ত্বাহিতির ন্যায় অগ্রি-অবতার হইয়া রাম রাম, কেহ মহাভারত ইত্যাদি শব্দ করিয়া কাণে হাত দেন। আবার কেহ কেহ বস্ত্রাবরণে অনল গোপন করিবার ন্যায় কোতুক করিয়া কহেন—এখন কতই হবে ; স্ত্রীলোকে বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া রাজসভার সভ্য হইবে ; পুরুষেরা তাহাদের পরিচ্ছদ লইয়া অস্তঃপুরে বসিয়া থাকিবে।—এইস্বরূপ আপত্তিকারীরা বিদ্যাশিক্ষা যে কি জন্য, তাহার কিছুই জানেন না। কেবল পরের দাসত্ব হেতু বিদ্যাভ্যাস, এই কুসংস্কার-মন্দে মুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। বিদ্যাকিকারণ শিক্ষা করা আবশ্যিক, যাহারা ইহার তৎপর্য না জানিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন, অথবা বিষান্ন নামে বিখ্যাত হন, তাহারাও এইস্বরূপ পুস্তকবাহক চতুর্পাদ, বোধ হয় ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হব না। বিদ্যা অমূল্য ধন ও অভেদ্য অস্ত্র। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত বিবেচনা হয়। আপনার

ও অন্যের শুভসাধন করা যায়। ঈশ্বরের মঙ্গলদায়ক নিয়ম জ্ঞাত হইয়া শারীরিক ও মানসিক স্বৰ্থ-সাধন করিতে পারা যায়। বিশ্বস্তার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্ধ হওয়া যায়। ইহা সেই মৃচ্ছ মহুয়েরা না জানিয়া বিপরীতভাব-বলম্বন করিয়াছে।

এইরূপ কথোপকথনে রজনী প্রভাত হইল। দিননাথ পূর্ব দিক হইতে উদিত হইয়া অঙ্ককারকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে বায়সকুল ব্যাকুল হইয়া সভয়ে কা কা ধ্বনি করিতে লাগিল। বসন্তকুমার প্রাতঃসময়ের কর্তব্য কর্য (ঈশ্বরোপাসনা) সম্পন্ন করিয়া কুমুমবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এই কালে শুকুমারী সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া পুপচয়নার্থ বৃক্ষবাটিকার দ্বারে উপনীতা হইলেন। চক্রিমা দূর হইতে বসন্তকুমারকে দেখিতে পাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা শুকুমারীকে কহিলেন, সখি ! ঐ দেখ, তোমার স্বপ্ন বুঝি প্রত্যক্ষ হইল। শুকুমারী মুখ উন্নত করিয়া দৃষ্টি করিলেই যেন লজ্জিত হইয়া উভয়েই উভয়ের নেত্র-পুত্তলিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পক্ষপুটুষ্পর নিমিষ পরি-গ্রহ করাতে তাঁহাদিগের সেই অভিসন্ধি বিফঙ্গ হইল। এই সময় স্বপ্নদর্শিত সমুদ্র ভাব মূর্তি-পরিগ্রহ করিয়া শুকুমারীর হৃদয়-মন্দির অধিকার করিল। স্বতরাং তিনি ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বসন্তকুমারের পরিচয় গ্রহণ-মিমিত্ত পদে পদে তাঁহার নিকটবর্তীনী হইতে লাগিলেন। তখন উমা শুকুমারীর গাঁজে অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা কহিলেন, অযি অভি-সারিকে ! আস্ত্রণ সকলি বিস্তৃত হইলে। শুকুমারী লজ্জায়

ନାମ୍ରଥୀ ହଇୟା ଆର ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତିନୀ ହଇତେ ପାରିଲେନ ନା, ମେଇ ମନୋମୋହନ ରୂପ ମନୋମଧ୍ୟେ ଭାବିତେ ଭାବିତେ ଗୃହେ ପ୍ରତିଗମନ କରିଲେନ । ବସ୍ତ୍ରକୁମାର ସ୍ଵକୁମାରୀର ଅଦର୍ଶନେ, ଚିରପ୍ରଣୟିନୀର ଅଦର୍ଶନେର ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଜୁନୀଭୂତ ହଇୟା ମନେ ମନେ କହିତେ ଲାଗିଲେନ, କେନ ଏହି ଅପରିଚିତ ପ୍ରତୀପଦର୍ଶିନୀକେ ଦର୍ଶନ କରିଯାଆମାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିରବିରହୀର ନ୍ୟାୟ ବାକୁଳ ହଇତେଛେ । ଆହା ! ମନେର କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିକାର !

ସ୍ଵକୁମାରୀ ନୃତ୍ୟମଣ୍ଡପେ ପ୍ରିୟସଥୀଗନ୍ଧକେ ଡାକିଯା କହିଲେନ, ସଥି ଚଞ୍ଚିମେ ! ସମ୍ମଦ୍ରିଷ୍ଟ ଯେନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଇଲ । କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଦର୍ଶିତ ସମ୍ମତ ଭାବ ବାନ୍ତବିକ କି ଅଲୋକିକ, ତାହା ଜାନିତେ ମନ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହଇତେଛେ । ଉମା କହିଲେନ, ସ୍ଵକୁମାରି ! ଶୂର୍ଯ୍ୟଦର୍ଶେ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ ହଇୟା ଥାକେ, ଏବଂ କମଳ ବିକମିତ ହଇଲେ ଅବଶ୍ୟଇ ତାହାର ସୌରଭ ବିନ୍ଦୂର ହୟ, ତଙ୍ଗନ୍ୟ ଗୌଣ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିତେ ହଇବେ ନା । ଇହା ଶୁଣିଯା ସ୍ଵକୁମାରୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ହଇଲେନ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତୀହାର ଅନ୍ତଃକରଣେ ବସ୍ତ୍ରକୁମାରେର ମେଇ ମନୋହର ଲାବଣ୍ୟ ସର୍ବକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରହିଲ । କୋନ୍ ସମୟେ କୋନ୍ ସ୍ଥାନେ ତୀହାକେ ଦେଖା ପାଇବେନ, ଅହନ୍ତିଶ ଏହି ଧ୍ୟାନ, ଏହି ଜ୍ଞାନ, କ୍ରମେ ଶରୀର ଶୀର୍ଷ, ବିବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୁର୍ବଲ କରିତେ ଲାଗିଲ ।

ଚଞ୍ଚିମା ସ୍ଵକୁମାରୀର ଏହିରୂପ ପୂର୍ବରାଗ-ସଙ୍କାର ଦେଖିଯା ଉଗାକେ କହିଲେନ, ସଥି ! ଆମାଦେର ପ୍ରିୟସଥୀ ସ୍ଵକୁମାରୀ ପତି-ଚିନ୍ତା କରିଯା ଦିନ ଦିନ ଶୀର୍ଷ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହଇତେଛେନ । ଦେଖ ପୂର୍ବମତ ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଆର ଆଶାପ କରେନ ନା, ସହି ଆମରା କିଛୁ କହି, ତବେ ବିରକ୍ତି ବୋଧ କରେନ । ଚଳ ଦେଖି, ଆଜି ପ୍ରିୟସଥୀକେ ମୁଦିଶେଷ ଜିଜ୍ଞାସା କରି, ତିନି ସର୍ବଜ୍ଞମ୍

মৌনাবলম্বনে কি চিন্তা করেন । এই বলিয়া উভয়ে স্বকুমা-
রীর নিকট গমন করিয়া অস্তরাল হইতে দেখিতে ও শুনিতে
লাগিলেন । স্বকুমারী একথানি পুওক হস্তে করিয়া পাঠ
করিতে করিতে কহিতেছেন, বিদর্ভে ! আপনি বিহঙ্গকর্তৃক
প্রতারিত হইয়া নানাপ্রকার যত্নগা পাইয়াছিলেন, তাহা
অসম্ভব নহে ; কেননা, পরে পরকে ক্লেশ দিয়াই থাকে ।
কিন্তু আমি আপনি আপনার ক্লেশের কারণ হইয়াছি ।
মরালমুখে নজ-রাজাৰ শুণ ও যশোবর্ণন শুনিয়া, আপনি
অবৈর্য হইয়াছিলেন, আমি মনোমোহনের মনোহর মূর্তি
স্বচক্ষে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছি । অতএব উৎপত্তিৰ
প্রভেদ থাকিলেও আপনার অবস্থা যেপ্রকার পাঠ করিতেছি,
আমারও অবস্থা অবিকল সেইরূপ হইয়াছে । অনস্তর
তিনি—এখন ত আৱ পাঠ করিতে ভাল লাগে না,—এই
বলিয়া নৈবধ ত্যাগ করিলেন । যোগিনীগণের যোগচিন্তার
ন্যায় কিয়ৎক্ষণ মৌনবতী থাকিয়া, লেখনী গ্রহণ করিলেন ।
মনের ভাব কি, এবং তিনি কি নিমিত্তই বা লেখনী সঞ্চালন
করিতেছেন, তাহার নিশ্চয় নাই । স্বতরাং ঈশ্বরের নাম
এবং এ, ও, তা, লিখিয়া, বিরক্ত হইয়া লেখনী পরিত্যাগ
করিলেন । কি চিত্ত করিতেছেন প্রথমে তাহার
সিদ্ধান্ত না করিলেও, মন্ত্রাদ্যান ও তন্মধ্যস্থ সরোবৰ প্রভৃতি
যেন আপনিই চিত্রিত হইল । তিনি লিখিতে লিখিতে তার
পৰ বসন্তকুমারের সেই মুনিবেশ-বৃক্ষ মনোহর প্রতিমা লিখিয়া
অঙ্গোনিবেশপূর্বক দেখিতে দেখিতে কিঞ্চিৎ অস্তরে নিক্ষেপ

করিলেন, এবং মানিনীর ন্যায় বিস্থী হইয়া বসিয়া থাকিলেন। আর দেখিব না ভাবিয়া ছটা নয়নও মুদ্রিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ খণ্ডিতার ন্যায় বিলাপ করিয়া চিত্পটখানি পুনর্বার নিকটে আনিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনি কি তাপস? না রাজপুত? যদি তাপস হন, তবে কেন তপোবনের বিকল্পাচরণ করিতেছেন? লৌহই আপনি দক্ষ হইয়া অপরকে দক্ষ করে, কিন্তু তপস্বীরা স্বরং যত্নণা পাইলেও অন্যাকে যত্নণা প্রদান করেন না, বরং স্বয়়ী করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। অক্ষ মুনির পুত্র দিক্ষু শক্তভেদী শরে বিন্দু হইয়াও রাজা দশরথকে অভিসম্প্রাপ্ত করেন নাই, বরং তাহাকে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। হে পুণ্যরীকাঙ্ক্ষ মুনিবেশধারিন! আপনি নিরপরাধে কেন কুলকুমারীকে যত্নণা দিতেছেন? এই কি তাপসশ্রেষ্ঠ সার্ধাঙ্গ মুনির উপদেশের, বিবিধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের, ও তপো-বনস্থ সাধুসঙ্গের ফল? মৃগয়াসক্ত নৃপতিগণ ভয়বিহ্বলা হইরণীর চঞ্চল নেত্র দেখিয়াও যেমন নির্দিয় হইয়া তাহার বক্ষে শর নিক্ষেপ করেন, আপনার ব্যবহারও তদ্রূপ দেখিতেছি। ইহাতেই বোধ হয়, আপনি তাপসপুত্র নহেন, রাজপুত্র হইবেন। কিন্তু আপনার পরিধেয় বক্ষল ও করস্থ অক্ষমালা প্রত্যুতি মুনিসামগ্রী প্রতিবাদ করিয়া আমার এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতেছে। আপনি কি অমৃগ্রহ করিয়া আমাপরিচয়-প্রদানে সন্দেহ-দৃঃখ-সাগর হইতে আমাকে পরিআগ করিবেন?

স্বরূপারী ক্ষিপ্তগ্রাম এইক্রমে নানাপ্রকার বাক্য প্রমোগ

করিতেছেন, এমন সময় চন্দ্রিমা অস্তরাল হইতে কহিয়া উঠিলেন, সুকুমারি ! তাই, তোমার মিষ্টান্তই অকাট্য । এই কথা শুনিবামাত্র সুকুমারী লজ্জার সন্ধূচিত হইয়া বন্দুঝলে চিত্তপটখানি আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন । উমা ও চন্দ্রিমা গৃহপ্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার প্রবোধ প্রদানের পর, চন্দ্রিমা সুকুমারীকে কহিলেন, সথি সুকুমারি ! তুমি কি অমুশোচনে দিনবামিনী ঘোনবতী থাক, এবং সময়ে সময়ে উন্মত্তার ন্যায় চিত্তবিকার প্রকাশ কর, তোমার মনের কথা কি ? আমরা তোমার স্থৰী, আমাদের কাছে মনের ব্যথা বাস্ত করিতে ভয় কি আছে ? দীর্ঘকাল গত হইয়াছে, অল্পকাল বাকী, মনোমত বরে প্রয়ঃবরা হইলেই মনোরথ পূর্ণ হইবে, তজ্জন্য অনর্থক চিন্তার প্রয়োজন কি ?

উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে ! তুমি আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, যার মনের জালা সেই জানে, দাবানলে বন দন্ত হয়, বড়বানল জল দহে, চিতানলে শব দাহ হয়, ইহাই সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, কিন্ত অনিবার্য বিরহানল অহরহঃ দেহ দাহ করে, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, অথচ করিভক্ষিত কপিথের ন্যায় শরীর পদার্থশূন্য হয় । পূর্বরাগ-নঞ্চার হওয়ায়, সুকুমারীও করি-ভক্ষিত কপিথের ন্যায় হইয়াছেন । সুকুমারী সহাস্যমুখে কহিলেন, উমে ! আমার পূর্বরাগ হইয়াছে বটে, কিন্ত তোমার দশম দশা ।

অনস্তর সুকুমারী চন্দ্রিমাকে কহিলেন, সথি ! আমার মন যাহার জন্য এত ব্যাকুল তাহাকে সহজেই পাইতে পারি । কিন্ত তিনি তাপস-পুত্র, কি রাজকুলোক্তব, অথবা

ସାଧାରଣ ମହୁୟ, ତାହାର କିଛୁ ଜାନିତେ ନା ପାରିଯା, ପରେ ଆମାର ଦଶା କି ହେବେ, ଏହି ଅଳୁଶୋଚନାର ଚିନ୍ତାକୁଳ ହିତେଛି । ଚାନ୍ଦିମା, କହିଲେନ, ସଥି ! ସେଜନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କି ? ତୁମି ଆପନ ଅଳୁକ୍ଳପ ବରେଇ ଅଳୁରାଣ୍ଗିଣୀ ହଇଯାଇ । ଆମି ଏକ ଦିନ ପୁଷ୍ପଚୟନାଚଳେ ମନ୍ତ୍ରୋଦାନେ ଗମନ କରିଯା ସାରଦ୍ବାଜ ମୁନିକେ ପରିଚୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରାତେ ତିନି ସବିଶେଷ କହିଲେନ, ତୋମାର ପ୍ରାଣେଶ୍ଵର ଜୟପୁରାଧିପତି ଜୟଦେନ ରାଜାର ପୁତ୍ର । ସୁକୁମାରୀ ଏହି ଶୁଭ ସଂବାଦ ଶ୍ରବଣେ ଆନନ୍ଦିତା ହଇଲେନ ।

ସ୍ଵର୍ଗବର-ବାଟୀ ଅନ୍ତର ହଇଲେ, ନିକ୍ରମିତ ଦିବସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ହିତେ ଶକ୍ଟ ବାଜୀ ଗଜେ ନୃପତିଗଣ, ପଦବ୍ରଜେ ବୁଧଗଣ, ଆଗମନ କରିଯା, ମୁଁଚିତ ମନ୍ଦାନାନନ୍ଦର ଯଥାବୋଗା ଆସନେ ସକଳେ ଉପବେଶନ କରିଲେନ । ସୁକୁମାରୀ ପରିଣୟ-ସ୍ତଚକ ବେଶେ ସହଚରୀଗଣେ ପରିବେଷ୍ଟିତା ହଇଯା ସ୍ଵର୍ଗବରମାଜେ ଗମନ କରିଲେନ । ଭୂପାଳଗଣ ସଭା-ମେଘ-ମଣ୍ଡଳୀତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟା ତାରକାମାଳାର ସହିତ ବିଦ୍ୟ-ଜ୍ଞାତା ଉଦିତ ଦେଖିଯା, ନିମେଷଶୂନ୍ୟ-ଲୋଚନେ ସୁକୁମାରୀର ମେହି ଶୁରମ୍ୟ ମୁଖ-ଚତୁରମା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ସୁକୁମାରୀ କୋନ ରାଜାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଲେନ ନା, ଯଥାବିଧାନେ ବସନ୍ତକୁମାରକେ ବରମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଯା ଗୁହେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଲେନ ।

ଶ୍ରୀଜେଶ୍ବର୍ଗ ବସନ୍ତକୁମାରେର ପରିଚୟ ଅବଗତ ଛିଲେନ ନା । ଶୁତରାଂ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ବିବେଚନାର ଆନନ୍ଦମୟ ନୃପତିକେ ଉପହାସ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ସାରଦ୍ବାଜ ମୁନିବର ସଭାମଧ୍ୟେ ଦଶ୍ରୀଯମାନ ହଇଯା ନୃପତିଗଣକେ ସର୍ବୋଧନ କରିଯା କହିତେ ଲାଗିଲେନ, ହେ ନରେଶ୍ବର୍ଗ ! ଜଗନ୍ନାଥର ଆପନାଦିଗେର ହତେ ଅଳ୍ପକ୍ଷ

লোকের ধন, মান, ও প্রাণ রক্ষার ভারাপূর্ণ করিয়াছেন। আপনারা ধর্মাধিকরণের উজ্জ্বল নক্ষত্র; ন্যায় ও অন্যায় বিবেচনা করিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধান ও শিষ্ট জনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া যদি নির্দোষীকে দণ্ড প্রদান করেন, তবে তাহা বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর হয়। বৃক্ষমূলশ্ল তরুলতা যেমন যাহাকে আশ্রয় করে, তাহারই রসে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং স্র্যালোক রক্ষ করিয়া কেবল নিকটবর্তী গুল্মলতার অপকার করে না, পরিশেষে আশ্রয়-বৃক্ষকেও নষ্ট করে; সেইক্রম সন্দেহ মহুষের অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া নানাপ্রকার আন্দোলনে পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং লক্ষিত বাস্তির অপকার-সাধন করিয়া, পরিশেষে আশ্রয়কেও নষ্ট করে। অতএব সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তদ্বপ্তির কারণ অমুনন্ধান করা কর্তব্য। সন্দেহ কি নিমিত্ত হৃদয়-স্থান অধিকার করিয়াছে, অমুনন্ধান করিয়া দেখিলে, তাহাতে আপনার ও অপরের অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। পেচক যেমন স্র্যালোক অপেক্ষা অঙ্ককারময় কোটৰে বসিয়া সকল বিষয় স্পষ্ট দেখিতে পায়, সেইক্রম সন্দেহ মহুষ্যের মনে থাকিয়াই নানাপ্রকার বিষয় স্পষ্ট দৃষ্টি করে। কিন্তু পেচক কোটৰ পরিত্যাগ করিয়া স্র্যালোকে বহির্গত হইলে যেমন কিছুই দেখিতে পায় না, তদ্বপ্ত সন্দেহ মহুষ্যের অন্তঃকরণ হইতে বহির্গত হইলে অঙ্ক হয়। এইনিমিত্ত বলিতেছি, সন্দেহকে অন্তঃকরণে না রাখিয়া বহির্গত করিবে। হে সদাশয় নরেন্দ্রগণ! আপনারা বসন্ত-সুম্মারের বিষমে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন; হইতে পারেন; কিন্তু

ମେହି ମନେହକେ ମନୋମଧ୍ୟେ ନା ରାଧିରା, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିରା ଜିଜ୍ଞାସୁ ହଇଲେଇ, ମହାରଥ ଆନନ୍ଦମୟ ନୃପତିକେ ଶୈସ କରିତେନ ନା । ବାନ୍ତବିକ ଆପନାରା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଚିତ୍ତ ହଇଯା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କମଳ ଶୈବାଳାବୃତ୍ତ ଦେଖିଯା ଦୋରତ-ଶ୍ର୍ମ୍ୟ ବିବେଚନା କରିତେଛେନ । ମୃଗ୍ନ ପାତ୍ରେ ହୀରକଥାର ରାଧିଲେ କଥନ କି ତାହାର ଔଜ୍ଜ୍ଵଳ ହ୍ରାସ ହଇଯା ଥାକେ ? ପୃଥିବୀମଣ୍ଡଳେର ଛାଯାତେ ମହୁସାଗଗ ଯେମନ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଥର୍ବ ଦେଖିଯା ଥାକେନ, ବାନ୍ତବିକ କି ତାହାର ଜ୍ୟୋତିଃ ଧରଂସ ହଇଯା ଥାକେ ? ଅତ୍ୟବିରାମ ଆପନାରା ଗୁଣ ନା ଜାନିଯା କେବଳ ବାହଶୋଭାମୁରୋଧେ ପିକବରକେ ଅବମାନନା କରିତେଛେନ । ଉତ୍ତମ ପରିଚନ୍ଦ ପରିଧାନ କରିଲେଇ ଯଦି ସହିଦ୍ୟାଶାଲୀ ଓ ସଂକୁଳୋତ୍ତବ ହୟ, ତାହା ହଇଲେ କି ଏ ପୃଥିବୀତେ ଅଭଦ୍ର ଓ ମୂର୍ଖ ଥାକିତ ? ଅତ୍ୟବିରାମ ଆପନାରା ସବିଶେଷ ନା ଜାନିଯା ଆନନ୍ଦମୟ ନୃପତିକେ କେନ ଅମାଦର-ସ୍ତର ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିତେଛେନ ? ଶୁଭତି ଶୁକୁମାରୀ ଆପନ ଅଲୁକୁପ ବରେଇ ସ୍ଵର୍ଗବରା ହଇଯାଛେନ । ଯେହେତୁ ସମସ୍ତକୁମାର ଜୟପୁରାଧୀଶର ଜୟମେନ ନୃପତିର କୁମାର ; ଦୈବ-ତୁର୍ରିପାକେ ଏହି ଦୁଃଖର ଦଶାର ପତିତ ହଇଯାଛେନ । ଅଗ୍ରେ ପରିଚଯ ନା ଲାଇଯା କୋନ ସ୍ଵର୍ଗକେ ଭବ୍ୟମନା ଓ ଶୈସ କରା କି ଭନ୍ଦେର ଉଚିତ ହୟ ? ନୃପତିଗଗ ମୁନିବରେର ଦୈନିକ-ବାକ୍ୟ-ଶ୍ରବଣେ ମୌରବ ହଇଯା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସ୍ଵହାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ଆନନ୍ଦମୟ ନୃପତି ବିଷାଦ-ନାଗରେ ପତିତ ହଇଯାଛିଲେନ, ଏକଷେ ଆନନ୍ଦନୀରେ ଭାସମୀନ ହଇଲେନ, କେନନା ବନସ୍ତକୁମାରେର ପରିଚୟାଭାବ ସଂପରୋନାଣ୍ଟି ବିମର୍ଶର କାରଣ ହଇଯାଛିଲ, ଏକଷେ ପରିଚର ପାଇଯା ତାହାର ଅନ୍ତରେ ଶୁଦ୍ଧମିକ୍ଷୁ ଉଦ୍ଦେଲ ହଇଲ ।

ଅନ୍ତର ପିୟକ-ରୀତ୍ୟହୁମାରେ ବିବାହ ମ୍ପନ ହଇଲେ, ମାରବଜୁ

ମୁନିବର କହିଲେନ, ମହାରାଜ ! ଆମି ବସନ୍ତକୁମାରକେ ଶିଖ-
କାଳାବଧି ପୁତ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଯାଛି । ଅତେବ ପୁତ୍ର ଓ
ପୁତ୍ରବଧୂ ସହିତ ଆଶ୍ରମେ ଯାଇତେ ନିତାନ୍ତ ଅଭିଲାଷୀ ହେ-
ତେଛି । ରାଜୀ ପ୍ରସନ୍ନାନ୍ତଃକରଣେ ଗମନୋଦ୍ୟୋଗ ପାଇତେ
ଲାଗିଲେନ ।

ସୁକୁମାରୀ ଗମନ-ସମୟ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ଦେଖିଯା ମାତାର ଅଞ୍ଚଳ
ଧରିଯା ଚଞ୍ଚଳନୟନେ ଅବାକୁମ୍ବରେ ରୋଦନ କରିଯା ଜନନୀର
ଅକପ୍ଟ ନ୍ରେହମୟ ହୃଦୟ-ସାଗର ବିଚ୍ଛେଦ-ତରଙ୍ଗ-ମାଳାଯ ବିଚଲିତ
କରିଲେନ । କୁମୁଦିନୀ ଯେମନ ପତିକେ ମେଘାଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଯା
ପ୍ଲାନିଭାବେ ମୃଗାଲୋପରି ଆକାଶମୁଖୀ ହିସା ଥାକେ, ସଥୀରୀ
ତଞ୍ଜପ ସୁକୁମାରୀର ବିରହ-ବିକାରାଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖଚଞ୍ଜମା ଅନିମିଷ-
ନୟନେ ଦେଖିତେ ଲାଗିଲେନ । ମହିଷୀ ଆପନି ହଞ୍ଚ ଧରିଯା
କନ୍ୟାକେ କର୍ଣ୍ଣିକା-ରଥେ ଉଠାଇଯା ଦିଲେନ । ବସନ୍ତକୁମାର ରାଜୀ
ଓ ରାଜମହିଷୀକେ ପ୍ରଣାମ କରିଯା ବିଦ୍ୟାଯ ହିସେ, ମୁନିବର ତ୍ାହା-
ଦିଗକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଯା ଯାତ୍ରା କରିଲେନ ।

ତ୍ରୀହାରା ଯଥାସମୟେ ତପୋବନେର ସନ୍ନିହିତ ହିସେ, ଏହି ଶୁଭ
ସଂବାଦ ପ୍ରାପ୍ତିମାତ୍ର ମୁନିପଟ୍ଟୀ ମକଳେ ଅଗ୍ରଗାମିଣୀ ହିସା କଳ୍ୟାଣ-
ଚକ୍ର-ବାକ୍ୟ-ପ୍ରୋଗେ ମଞ୍ଜଳାଚରଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ସାର-
ଦ୍ଵାଜ ମୁନିର ପତ୍ନୀ ସୁଦକ୍ଷିଣୀ ଆହ୍ଲାଦେ, ଏସ ଆମାର ମା ଏସ,
ବଲିଯା ସୁକୁମାରୀକେ କ୍ରୋଡ଼େ କରିଯା କୁଟୀରେ ଗମନ କରିଲେନ,
ଏବଂ ତ୍ରୀହାର ଦେଇ ଅକଳକ ମୁଖଶଶୀ ଦେଖିଯା କହିତେ ଲାଗି-
ଲେନ, ଆଃ ! ପୁତ୍ରବଧୂ ମୁଖ ଦେଖିଯା ଆମାର ଚିରମାଧ ପରି-
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାପିତ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ହିସେ । ହାୟ ! ଇହା କି କାହାରୁ
ମରେ ହିସେ, ରାଜଲଙ୍ଘୀ ଏହି ଦୀନ ଦୃଢ଼ିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରେ

উদয় হইবেন। মুনিপঙ্কী এইপ্রকারে মনসন্দৰ্ভে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বসন্তকুমার স্বকুমারীর সমভিব্যাহারে তপোবনে ক্রিয়া দিন অধিবাস করিয়া, আনন্দনগরে প্রতিযাত্রা করিলেন। রাজা আনন্দনগর রাজধর্ম হইতে অবসর লইয়া প্রশাস্তিচিত্তে ঈশ্বরে মনোভিনিবেশ করিতে একান্ত অভিলাষী হইলেন, এবং জামাতাকে নিকটে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, বৎস ! সাম্রাজ্যেধর হইয়া ন্যায়পরতায় দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্যেগতোগ কর। আমার তৃতীয় কাল গত হইয়াছে, চরম কাল উপস্থিত। এখন আর রাজ্যকার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া পরকালের কর্তব্য কর্ম বিশ্বৃত হওয়া আমার পক্ষে উচিত হয় না। মহুষ্যের জীবন নলিনীদলস্থিত-জল-স্বরূপ। না জানি কখন् কোন্ দিক্ হইতে মৃত্যু-রূপ বায়ু প্রবাহিত হইয়া অমনি বিচলিত করিবে। অতএব তোমাকে রাজ্যাস্পদে অভিযিক্ত করিয়া অবশিষ্ট কাল নিরালয়ে অবস্থিতিপূর্বক মহুষ্যের কর্তব্য-সাধনে অনু-রক্ত থাকি, আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

বসন্তকুমার কহিলেন, মহারাজ ! রাজকীয় ও সংসা-রীয় তাবদ্ধার গ্রহণে আমি অঙ্গীকৃত হইলাম, তজ্জন্য মহা-রাজের অন্যোন্তেগ কিছুই থাকিবে না, কিন্তু আপনি নিরা-লয়াপেক্ষ। লোকালয়ে অবস্থিতিপূর্বক অভীষ্টসিদ্ধি করিলে, বোধ করি আপনার উদ্দেশ্যের বিশেষ ব্যাপাত হইবে না। নৃপতি কহিলেন, না বৎস ! তাহাতে বিশেষ কোন হানি দর্শে না বটে, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রবেত্তা ঋষিরা কহিয়াছেন, লোকা-লয় অনেকপ্রকার কৃত্রিম ব্যবহারপ্রণালীর বশবর্তী, ক্ষারণ

সর্বসাকল্যের এককূপ অভিপ্রায় কথনই সিদ্ধ হইতে পারে না, স্বতরাং বাধ্য হইয়া কুত্রিমতা ও কপটতার অমূল্যবৰ্ত্তী হইতে হয়। অতএব ঋষি সকল নির্বারসমীপবৰ্ত্তী পর্বত-কল্পে অথবা শ্রোতৃস্বত্ত্বাত্তীরস্ত নির্জন কাননে পর্গকুটীর নির্মাণ করিয়া নিরুৎকর্ষে ঈশ্বরোপাসনা করেন। আমরা দল্পতীও কুলাচার্যের আশ্রমে গমন করিয়া নিরুৎস্বে কাল অতিবাহিত করিব। বসন্তকুমার অগত্যা রাজ্যাস্পদ-গ্রহণেছি প্রকাশ করিলেন। রাজা বসন্তকুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, আঙ্গীয় জনগণ স্থানে চিরবিদায় লইয়া সহধর্মীণী সমভিব্যাহারে আচার্য্যাশ্রমে বাত্রা করিলেন।

রাজা যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইয়া তদর্শনে কহিলেন, আহা ! তপোবনের কি আশৰ্য্য মহিমা ! কি অনুশংস অমায়িক ভাব ! পতঙ্গগণ নির্ভয়ে বিহঙ্গের কুলায়-কোটৰে অবস্থিতি করিতেছে। কিঞ্চুলুক বর্ষাত্তুর পদতলে লুঁচিত হইতেছে। ভুংস্ত শিথিপুঁচ্ছাপরি বিস্তৃত-ফণ হইয়া আতপত্তাপ নিবারণ করিতেছে। হরিণশিশু নিঃশঙ্খে কেশরিণীর 'সন্ধ্যপাতী হইয়াছে। আম্রপাদপমণ্ডলী ফলে মুকুলে অবনতশাখা হইয়া বায়ু হিলোলে ইতস্ততঃ দোলিত হইতেছে, দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহারা পরমার্থ-রসে মত হইয়া নৃত্য করিতেছে। বিহঙ্গকুল সচ্ছন্দমনে স্বজাতীয় স্বরে জগন্মীষ্টের শুণগান করিতেছে। এইকপে তপোবন-বাসী সকলে একতান হইয়া অনাদি অনন্ত পুরুষের পবিত্র নাম, মহত্তী কীর্তি, অকলক্ষ মহিমা, বিচিত্র শক্তি, অপার ক্রকুণা ও অকপট প্রেমের চিহ্ন, প্রত্যক্ষ করিয়া বিমলানন্দ-

নীরে নিমগ্ন হইয়াছে। রাজা এইরূপ দেখিতে দেখিতে আচার্য্যাশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

বসন্তকুমার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, অস্তরে সংকল্প-বর্জিত ও বাহিরে কর্তৃত করিতে লাগিলেন। প্রশংসন-চিত্ত শিষ্ট জনগণের প্রতি শিষ্টাচারে, পরদ্রোহী পাপপরায়ণ কলহকারীদিগকে দণ্ডবিধানে, রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত থাকিলেন। একদা তিনি রাজকার্য হইতে অবসরানন্তর নির্জন নিকেতনে বসিয়া, ধর্মপ্রস্তক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় শুকুমারী তথায় উপস্থিতি হইয়া কহিলেন, প্রিয়তম ! আপনি পতিরূপে বৃত হইয়া পতির কর্ম কি করিলেন ? আমি আর্য্যা আচার্য্যানীর নিকট শুনিয়াছি, স্বামী আপন পঞ্জীকে যত্নের সহিত উপদেশ প্রদান করিবেন। স্বয়ং যে ধর্মপরায়ণ হইয়া নির্মল আনন্দ ও নিত্য সুখ সন্তোগ করেন, আপন স্ত্রীকেও দেই পথের অধিকারী করিবেন। সহ-ধর্মিণীর অস্তঃকরণে যদি কোনপ্রকার কুসংস্কারকূপ কণ্টকী-লতা বক্ষমূল হইয়া থাকে, তবে স্বীয় জ্ঞানান্তরে তন্ত্রলোকুলন করিবেন। স্ত্রী যদি বিদ্যাবিষয়ে একবারে বিরতা ও উদাসীনা থাকে, অহুক্রমে উপদেশ প্রদান করিয়া তদ্বিষয়ের পরিহার করিবেন। যিনি স্ত্রীকে এইরূপে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি যথার্থ পতির ধর্ম প্রতিপালন করেন। নচেৎ যে স্বামী ইতরেজিয়-সুখ-লালসাম অথবা পরিচর্যাহেতু পাণিশ্রান্ত করেন, তিনি কদাচ স্বামীর ধর্ম প্রতিপালন করেন না। তজ্জন্য ধর্মসন্ধানে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবেন সন্দেহ নাই।

বসন্তকুমার প্রেমসীর একপ শুকুমার বাক্য শ্রবণে জ্ঞতি-

শৰ প্রীত হইয়া কহিলেন, প্রিয়বদে ! তোমার এই পুঁশ-
স্তুক মধুর-বাক্য-প্রভাবে আমার হৃদয়পুণ্ডরীক প্রফুল্ল হইল ।
স্বামী স্ত্রীকে ধর্মবিষয়ে উপদেশ দিতে যত্নবান् হইলে,
অন্যান্য স্ত্রী তাহাতে যত্নবত্তী হওয়া দূরে থাকুক, বরং বি-
রক্তিবোধ করিয়া থাকেন । প্রিয়ে ! তুমি যে আপনি এ
বিষয়ে শ্রদ্ধাভিত্তা হইয়াছ, ইহা অপেক্ষা স্বত্ত্বকর বিষয় আর
কি আছে ? প্রথমে কোন্ বিষয় শুনিতে অভিলাষ হয়,
বল, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি । স্বকুমারী কহিলেন,
প্রিয়বদ ! স্ত্রীদিগকে প্রথমতঃ পতিত্রতা-ধর্ম জ্ঞাত করান
পতির পক্ষে কর্তব্য কি না ? বসন্তকুমারী স্বকুমারীর করণ্য-
পূর্বক কহিলেন, অয়ি শুণভূষিতে ! তোমার স্বচাকু-বাক্য-
রিন্যামে আমার মন ক্রমেই দ্রব হইতেছে । অতএব
প্রাচীন ঋষিগণ পতিত্রতা-ধর্ম যেৱপ বর্ণন করিয়াছেন,
সঙ্গেপে তাহার কিঞ্চিদ্বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

স্বামী স্ত্রীর পরমার্থ্য ও পরম শুক্র । এই ভূমণ্ডলে
স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আর অন্য শুক্র নাই । স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য
শুক্র কর্তৃক উপদিষ্টা হইলে, সকল ধর্ম হইতে পতিতা হন ।
স্ত্রী ছায়া তুল্য স্বামীর অমুগতা, ও সংবী তুল্য তাহার প্রিয়-
কার্যসাধনে যত্নবত্তী হইবেন । সদা প্রিয়বাদিনী ও সদা-
চারা, এবং সংযতেজ্জি঱া হইয়া সংসারায়াত্মা-নির্বাহে যত্নযুক্তা
হইবেন । কখন প্রলাপবিলাপিনী বা ধর্মকর্ষে বিরোধিনী
হইবেন না । ভ্রমেও অন্য পুরুষকে মনে স্থান দিবেন না ।
পতি ভিন্ন অন্যের উপদেশে অবহেলা করিবেন । কেননা,
ঐমেশীয় ছন্দবেশী অনেক ধার্মিক উপদেশের ছলনায় অনেক

ଅବଲାର ସର୍ବନାଶ କରିଯାଛେନ । ସତୀ ଶ୍ରୀ, ସେ ସ୍ଥଳେ ପତି-
ନିଳା ଅଥବା ଅମ୍ବ ବିଷୟର ଆଲୋଚନା ହିଁବେ ତଥାର, କି
ମୁଖୀର ଆଲୟ, କି ଶୁରୁଜନଗ୍ରହ, ଏମନ ହାନେ ତିଳାର୍କ କାଳଙ୍ଗ
ଥାକିବେନ ନା । ଆପନାର ଅନ୍ତଃକରଣେ ସେ ସକଳ ଭାବେର ଉଦୟ
ହିଁବେ, ପତିର ନିକଟେ ତ୍ରୈସମୁଦ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାକାଶ କରିବେନ,
କଦାଚ ଗୋପନ ରାଖିବେନ ନା । ହର୍ତ୍ତାଗ୍ର୍ୟକ୍ରମେ ପତି ସଦି ଜଡ,
ରୋଗୀ, ଅଧନ ଅଥବା ମୂର୍ଖ ହନ, ତଥାପି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେନ
ନା । ପତି ବ୍ୟାଭିଚାରାକ୍ରାନ୍ତ ହିଁଲେଣ ଉତ୍ସବାଦିନୀ ନା ହିଁଯା
ଶହଜ କୌଶଳେ ନିବାରଣ କରିତେ ସ୍ଵର୍ଗବତୀ ହିଁବେନ ; ନତୁବା
ପୁରୁଷ ସେମନ ବ୍ୟାଭିଚାରିଣୀ ପତ୍ନୀକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିତେ ପାରେନ,
ଶ୍ରୀଓ ବ୍ୟାଭିଚାରାକ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷକେ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ ଶାନ୍ତ ବା ଧର୍ମ-
ବିକଳ୍ପ ଅପରାଧିନୀ ହନ ନା । ସର୍ବଦା ପତି ଜ୍ଞାନ, ପତି ଧ୍ୟାନ,
ପତି ପ୍ରାଣ, ପତି ପରମ ଶୁରୁ, ପତିସେବାଇ ପରମ ଧର୍ମ, ପତି-
ସନ୍ତୋଷଇ ପରମ ସନ୍ତୋଷ । ସାର୍ଵବୀ ଶ୍ରୀ ଦେବତାଦିଗେର ଆଦରନ-
ଶୀଯା । ଇନି ଇହଲୋକେ ପରମ ଶୁଦ୍ଧ ସନ୍ତୋଷ କରେନ ଏବଂ ପର-
କାଳେ ସ୍ଵର୍ଗବାସିନୀ ହନ । ଇହା ଭିନ୍ନ ସକଳ ଶ୍ରୀଇ ପରକାଳେ
ନରକଗାମିଣୀ ହସ୍ତ ମନ୍ଦେହ ନାଇ ।

ବନସ୍ତ୍ରକୁମାର ଏଇନ୍ଦ୍ରପ ଶୁଣବତୀ ଓ ବିଦ୍ୟାବତୀ ସତୀ ପ୍ରଣୟନୀର
ବନ୍ଦବାସେ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଓ କାବ୍ୟରମ-ପ୍ରସଙ୍ଗେ ନାନା ରଙ୍ଗେ
ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ପାଇଁ ଦିନ-ଧାରିନୀ ଯାଗନ କରିତେ ଲାଗି-
ଲେନ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

বৎস সকল ! পূর্বে কতবার কহিয়াছি, মুখ দুঃখের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না । বসন্তকুমার রাজ্যপদে পাইয়া নিরন্দেগে বিরাজ করিতেছেন, অকস্মাত রাজ্য-মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল । বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও উল্কা-গাত হইয়া দাবদাহস্বরূপ গ্রাম নগর দক্ষ হইতে লাগিল । মহুষ্য সকল উৎকটব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালের করাল কবলে পতিত হওয়ার, নগর জনশূন্য অরণ্য হইয়া উঠিল । গৃহিণী ও শিবা-রব জীবিত মনুষ্যের জীবনে সংশয় জন্মাইতে লাগিল । কুলায়-কোটির-বিশিষ্ট অশ্বথ বৃক্ষের উচ্চতর শাখা, স্মরণচিহ্নের অতুচ্ছ চূড়া, কীর্তিস্তম্ভের ধৰ্জা, দুর্গোপরিষ্ঠ জয়পতাকা, প্রাসাদের শিরঃস্থ চন্দ্রশালা, এককালে বিশীর্ণ হইয়া ভূতলশারী হইল । বিহগকুলের আর্তস্বরে, কুকুরের ক্রন্দনে, মনুষ্যের হাহারবে, গ্রাম নগর অমঙ্গল-ধৰ্মনিতে পূর্ণ হইতে লাগিল ।

এই সাংঘাতিক বিপত্তি উপস্থিত দেখিয়া রাজ্যের ভদ্র ও সাধারণ সমাজের প্রজা সমুদায় একত্রিত হইয়া গোপনে সভা করিলেন । তৎকালে এই নিয়ম অতি প্রচলিত ছিল, রাজ্যমধ্যে কোন দৈব দুর্বিপাক উপস্থিত হইলে রাজ্যাধি-কারীকে দেশাস্ত্র হইতে হইত । উক্ত সভাতেও এই প্রস্তাৱ

ହଇଲେ ବେ, ରାଜ୍ଞୀ ଆନନ୍ଦମୟ ନିଜ ଜାମାତାକେ ରାଜ୍ୟାଧିକାର ପ୍ରେଦାନକରଣାବଧି ରାଜ୍ୟମଧ୍ୟେ ଏହି ଦୈବ-ତୁର୍କିପାକ ଉପଶ୍ତିତ ହଇଯାଇଁ, ଏ କ୍ଷଣେ କିଛୁ ଦିନେର ନିମିତ୍ତ ରାଜ-ଜାମାତାକେ ସ୍ଥାନା-
ନ୍ତର କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

‘ନାଧାରଣ ନମାଜେର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବଦ୍ଦତକୁ ମାରେର ନିକଟ ଉପଶ୍ତିତ ହଇବାମାତ୍ର ତିନି ରାଜ୍ୟାଧିକାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯାଇ ବନ୍ୟାତ୍ମା କରିତେ ସ୍ଵିକୃତ ହଇଲେନ । ଏବଂ ନଗରଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟାନାର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦୟ ପ୍ରଜାବର୍ଗକେ ଆହାନ କରିଯାଇ ସରଲଙ୍ଘଦରେ ଓ ମେହପୂର୍ଣ୍ଣ-ବିଦନେ କହିତେ ଲାଗିଲେନ, ହେ ରାଜ୍ୟପ୍ରାଣ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ! ତୋମରା ରାଜ୍ୟେର କଳ୍ୟାଣାର୍ଥ ଆମାର ନିକଟ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଯାଇ, ତାହା ନ୍ୟାୟାନୁମୋଦିତ ନା ହଇଲେ ଓ ଲୋକରଙ୍ଗନ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏବ ଆମି ସନ୍ତୃଷ୍ଟିଚିତ୍ତେ ତ୍ୱରିତିପାଲନେ ସତ୍ତ୍ଵାନ୍ ହଇବ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରେନର ପୂର୍ବେ ତୋମାଦିଗକେ ଯେ କୟେକଟି ଉପଦେଶ ପ୍ରେଦାନ କରିତେଇଁ, ଭରସା କରି, ତୋମରା ତାହା ପ୍ରତିପାଲନ କରିଯାଇ ରାଜ୍ୟେର କଳ୍ୟାଣ-ବର୍ଦ୍ଧନେ ଆମାକେ କୃତାର୍ଥ କରିବେ । ରାଜ୍ୟ ଦୈବ-ତୁର୍କିପାକକେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହଇଲେ, ରାଜ୍ଞୀ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ମେହପୂର୍ଣ୍ଣ-ବୋଧେ ମେହି ଘଟନା ସଂଘଟିତ ହେ, ଅମାଦ-ଦୂଷିତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯାଇ, ବିଜ୍ଞ ଲୋକେରେ ଆକୃତିକ ନିୟମାନୁସନ୍ଧାନେ ଦେଶେର ହିତନାଧନ କରେନ । କିନିମିତ୍ତ ଶ୍ୟାକ୍ଷେତ୍ର ସକଳ ଅନୁର୍ବର ଓ ଶ୍ୟାହୀନ ହଇତେଇଁ, କିନିମିତ୍ତ ଉତ୍କଟ ବ୍ୟାଧି ଚିକିତ୍ସକେର ଅସାଧ୍ୟ ହଇଯା ଅକାଲେ ପ୍ରଳୟ କାଲେର ନ୍ୟାୟ ଲୋକସଂହାର କରିତେଇଁ, କିନିମିତ୍ତ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଉପର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅବାହିତ ଓ ବ୍ରଜୁଲେପ ନିର୍ଧାତିତ ହଇଯା ରାଜ୍ୟ-ଶ୍ରୀ ଧଂସ କରିତେଇଁ, ତୋମରା ଇହାର ଯଥାର୍ଥ ତହାନୁସନ୍ଧାନ କରିଲେ ଜାନିତେ ପାରିଷ୍ଟେ ।

রাজার অদৃষ্ট তাহার কারণ নহে। প্রাচীন নগর সমুদ্রায় বিক্রতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এইরূপেই অবস্থান্তর গ্রহণ করে। রাজ্যাধিকারী রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন আর রাজ্যমধ্যে দৈব-চৰ্লিপাক উপস্থিত হইবে না, তোমরা এই ভূমান্ত হইয়া কদাচ নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখিবে, কোথায় জল, কোথায় স্থল, কোথায় গৃহ, কোথায় উদ্যান, বিক্রত হইয়া জীবের জীবনস্বরূপ বায়ুকে গরলবৎ ছুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে; তন্ত্রিবৰ্কন এই দৈব-চৰ্লিপাক উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ঐ সমুদ্র জল ও স্তলাদি সংস্কৃত হইয়া বাহাতে বায়ু সংশোধিত হইল তাহার উপায় করিবে। তাহা হইলে অবিলম্বে দেশের দুর্বল বস্থা বিদ্রিত হইবে। বসন্তকুমার এইরূপ সদপদেশ-পূর্ণ বক্তৃতা করিয়া প্রজাবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রকৃতিবর্গও নানাপ্রকার শিষ্টাচারে রাজ্যভূক্তি প্রদর্শন করিয়। বিদায় গ্রহণ করিল। বসন্তকুমার বনগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

স্বরূপার্থী এই অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণে পতিসন্নিহিত। হইয়া সজলনেত্রে কহিলেন, আযুশ্মন্ত! প্রজার হিতের নিমিত্ত আপনি বনবাত্রা করিতে সংস্কৃত হইয়াছেন, আমিও আপনার অশুগ্রামিনী হইব। বসন্তকুমার কহিলেন, কুল-পালিকে! তুমি রাজার দুষ্টিতা, অতি যত্নের ধন, স্বৰ্থ বিনা কখন দ্রুঃখের যাতন। জান না, অতএব সবিনয়ে নিবারণ করিতেছি, বনগমনে বাসনা করিও না। তোমার স্বরূপে অঙ্গ কখন বন-পর্যটনের অসুস্থ যাতনা সহিতে পারিবে

না । স্বকুমারী কহিলেন, হৃদয়নাথ ! পতিই কেবল সতীর একমাত্র গতি ও জীবন-সর্বস্ব, অতএব জীবন-পতি বনে বিদ্যার দিয়া শূন্য দেহ গৃহে রাখিয়া ফল কি ? দেখুন মহারাজ সত্যবানের জায়া সাবিত্রী, ভগবান् রামচন্দ্রের সীম-স্তুনী সীতা, শ্রীবৎসের দয়িতা চিত্তা, নলের ললনা দময়ন্তী পতিসঙ্গে বনচারিণী হইয়া, পতির পদসেবা করিয়া, ইহলোকে ও পরলোকে যশস্বিনী হইয়াছিলেন ; অতএব আমি ও তাহা-দিগের প্রদর্শিত পতিধর্মের পথবর্তিনী হইব, আপনি তাহার অন্তর্বায় হইয়া আমাকে অনুগামিনী হইতে নিষেধ করিবেন না । গৃহস্থ ব্যক্তি অতুল-ঞ্জিষ্ঠ্য-স্বামী হইয়া স্ত্রীবিহীন হইলে, তিনি যেমন গৃহস্থ বলিয়া গণ্য হন না এবং পদে পদে বিপদাপন্ন হন, সেইক্রমে, লোকে যথাসর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সন্ত্বীক বনবাসী হইলেও গৃহস্থাখ্য পরিত্যাগ ও বিপদাশ্রয় করেন না । আমি কি স্বুখে গৃহে থাকিব ? আপনার পদসেবার্থ আপনার সহিত বনবাসিনী হইব । যদি নির্দল হইয়া আপনি আমাকে পরিত্যাগপূর্বক বনে গমন করেন, তবে আমি দুঃখভারাক্রান্ত দেহ উন্মনে ত্যাগ করিব ।

বসন্তকুমার নির্মল হইয়া সারথিকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, সারথে ! অঙ্গাগণের হিতার্থ অদ্য রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আমি বনযাত্রা করিব, স্বরায় রথ প্রস্তুত কর । সারথি সত্ত্ব প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, মহারাজ ! রথ প্রস্তুত, আরোহণ করুন । তিনি সভাসদগণের নিকটে বিদ্যার লইয়া স্বকুমারীর আগমনাপেক্ষায় স্বারে দণ্ডায়মান থাকিলেন ।

সুকুমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিয়া পুরবাসিনীগণের স্থানে একে একে বিদায় লইয়া ছলছলচক্ষে স্থৰ্যাদিগকে কহিতে লাগিলেন, সখি চন্দ্রিমে ! সখি উমে ! আমি পতির সঙ্গে বনে যাইতেছি, তোমরা আমাকে বিদায় দাও । স্থৰ্যার অকস্মাত এই নির্দারণ কথা শুনিয়া সরোদন-বদনে কহিলেন, সখি ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে বল । আমরা তোমার বিচ্ছেদ কথন সহিতে পারিব না, আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চল । সুকুমারী কহিলেন, সখি ! আমি দৈবজুর্দিপাকে পড়িয়াছি, না জানি কত কষ্টই বা ভোগ করিব : যদি জীবিতা থাকি, তবে কোন না কোন সময় তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্থৰ্যী হইব ; নতুবা জন্মের মত বিদায় হইলাম । সখি ! তোমাদিগের আয়ীয় সহচর ও প্রজারঞ্জন ভূপতি, আমার অপেক্ষায় বাহিরে দাঢ়াইয়া আছেন, তোমরা আমাকে বিদায় দাও । এইরূপ কহিতে কহিতে তাহার হটা চক্ষু অশ্রঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল । স্থৰ্যাও তাহাকে সজলচক্ষে বিদায় করিলেন ।

দম্পত্তী রথারোহণ করিলে, সারবি রথ চালাইতে লাগিল । চন্দ্রিমা আর উমা, বরাহ বেঞ্চেকার হতজান হইয়া অগ্নি দর্শন করে, কুরঙ্গ যেঞ্চকার বাধগণের বংশীধনি শ্রবণ করে, তাহার ন্যায় রথপানে অনিমিষনেত্রে চাহিয়া থাকিলেন । বখন তাহার ধর্জা পর্যন্ত অদর্শন হইল, তখন উভয়ে দীর্ঘনিশ্চাস পরিত্যাগ করিয়া সরোদন-বদনে গৃহে আগমন করিলেন । রথ রাজধানী নগর গ্রাম পশ্চাত করিয়া এক বনের দলিলিত হইল । বসন্তকুমার কহিলেন,

ଶ୍ରୀ ! ଆମରା ଏହି ସ୍ଥାନ ହିତେ ପଦ୍ମବ୍ରଜେ ଗମନ କରିବ, ତୁମି ସଂବାଦ ଲାଇୟା ରାଜଧାନୀତେ ପ୍ରତିଗମନ କର । ଏହି ବଲିଆ ତୋହାରା ପତି ପତ୍ନୀ ରଥ ହିତେ ଅବରୋହଣ କରିଲେନ ।

ଆହା ! ମେହି ସମୟେର କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ! ଧର୍ମ ଯେନ ମୂର୍କିମାନ ହଇୟା ଅଧର୍ମେର ଭାସେ ନଗର ପରିତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ନିର୍ଜନ ବନେ ଗମନ କରିତେଛେନ, ଏବଂ ରାଜଲଙ୍ଘୀ ଯେନ ରାଜାନ୍ତଃପୁର ହିତେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହଇୟା ଧର୍ମେର ପଶ୍ଚାତ ପଶ୍ଚାତ ଚଲିତେଛେନ ! ଏହିକୁପେ, ପତିରତା ସ୍ଵକୁମାରୀ ପତିର ପଶ୍ଚାତ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ବନ୍ଦୁର-ଭୂମି-ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବାରଂବାର ପଦ୍ମବଳନ ହଇୟା କଷ୍ଟର ଓ କଣ୍ଟକାଦିତେ ତୋହାର ସ୍ଵକୁମାର କୁମୁଦଳ-ସଦୃଶ ପଦତଳ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହଇବାର, ଶୋଣିତେର ଧାରା କଣ୍ଟକଚିହ୍ନେର ଲାବଣ୍ୟ ବୁନ୍ଦି କରିଲ ; ମହା ଗମନ ଦେଖିରା ପତି ପାଛେ ବିରକ୍ତି ବୋଧ କରେନ, ଏହି ଭାସେ ତିନି ଦେଇ ଅମ୍ଭ ବାତନାଓ ସହ କରିଯା ଅକ୍ଷରଳ ଅସ୍ତରେ ସଂବରଣ କରିତେ କରିତେ ପତିର ଅନୁଗାମିନୀ ହଇଲେନ । କିନ୍ତୁ କିଛୁ ଦୂର ଗମନ କରିଲେ ପର କୋମଳାଙ୍ଗୀ ରାଜବାଲାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦୟ କ୍ରମଶଃ ଅବଶ୍ୟାର ହଇୟା ଆମିଲ ; ସୁତରାଂ ତଥନ ତିନି ବିପରୀତ-ବାୟୁ-ତାଙ୍ଗିତ ରଥପତାକାର ନ୍ୟାୟ ତରଞ୍ଚିନୀ ହଇୟା ଅଗ୍ରବତ୍ତୀ ପତିକେ କାତରସ୍ଵରେ କହିଲେନ, ପ୍ରିୟତମ ! ଧୀରେ ଚଲ, ଆମି ଡ୍ରତଗମନେ କ୍ରମେଇ ଅକ୍ଷମ ହିତେଛି । ବସ୍ତ୍ରକୁମାର ଅନୁବ୍ରଜେ ତୋହାକେ ହତେ ଧରିଯା ଗମନ କରିତେ କରିତେ କହିଲେନ, ପ୍ରିୟେ ! ଅଗ୍ରେଇ ବଲିଆଛି, ତୁମି ଦୁଃଖ ବନପଥେ ଚଲିତେ ପାରିବେ ନା । ତଥନ ଆମାର ବାରଣ ଶୁଣିଲେ ନା, ଏଥନ ଅତି ଅନ୍ଧକଷଣ ଚଲିଆଇ ଶ୍ରୀକରମାନ ଲତିକାର ନ୍ୟାୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହଇଲେ ; ହାୟ ! ଇହାର

পর দুর্গম পথে তোমার কি দশা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ঘ হইতেছে ।

এই অবস্থায় কতক দূর গমন করিয়া বসন্তকুমার কহিলেন, প্রিয়ে ! এই দেখ তমোমরী যামিনী ঢারি দিক অঙ্ককার করিয়া আক্রমণ করায় দিনপতি ক্রোধে আরক্ষ হইয়াছেন। দিবা-বসানের অধিক বিশ্ব নাই, চল এই সময়ে দ্রুত গমন করিয়া আমরা কোন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হই। নতুবা এই বিজন বনে রজনী হইলে বনবিহারী হিংস্র পশুর তীব্র নথরে শরীর বিদীর্ঘ হইয়া, আমাদিগের শোণিত পৃথিবী বা বৃক্ষোদরে স্থিতি করিবে। স্বকুমারী সভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। দৈবঘোগে তাঁহারা প্রদোষসময়ে এক মুনির আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তথায় আতিথ্যসংকার গ্রহণানন্দে যামিনীযাপন করিলেন, পর দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পুনর্বার বনপথে চলিলেন।

বৎস নকল ! বিপদে পতিত হইলে, বিহান ব্যক্তিও বিবেচনাশূন্য হন, এবং বৃহস্পতি-সন্দৃশ বৃক্ষিমান ব্যক্তিও হত্তবুদ্ধি হইয়া, বিপরীত ভাব অবলম্বন করেন ; নতুবা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কেন স্বর্ণমূগালুসারে গমন করিয়া, সহধর্মীনী সীতাকে দুর্জয়-রাবণ-হস্তে সমর্পণ করিবেন ? বসন্তকুমার সপ্তুরীক হইয়া বনভ্রমণ করিতেছেন, এক দিন অক্ষয়ে যেন “অরে প্রাণের ভাই বসন্ত !” এই বাক্যটী তাঁহার ঝটিগোচর হইল, তখন বিজয়চন্দ্রের কথা আদো-পাণ্ড যত শুরুণ হইতে লাগিল, তিনি ততই ব্যাকুল হইতে-

লাগিলেন, কিন্তু কোন্ দিকে ত্রি শব্দ হইল কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না ; হতবুদ্ধি ও ছন্নমতি হইয়া, প্রিয়তমা সহচরীকে পরিতাগ করিয়া বাইতে মনে মনে স্থির করিলেন । অনন্তর দম্পত্তী এক দিবস প্রাতঃকাল অবধি দ্বিতীয় প্রেরণ পর্যন্ত বনভ্রমণ করায় অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া, এক অশ্বখ বৃক্ষের বিস্তীর্ণ ছায়ায় বসিলেন । অস্র্যস্পর্শকুপিনী স্বরূপারী অনন্ততাপিত বন-পন্ডবিনী-তুল্য বিশীর্ণা হইয়া, পতির অঙ্কদেশে মন্তক রাখিয়া শরন করিলেন ; এবং জলশূন্য সরোবরের নলিনীর ন্যায় আকাশমূর্তী হইয়া, পতির আতপ-তাপিত মুখ দেখিতে লাগিলেন । তাহার মন বিচলিত হইয়াছে, ইহা বুবিতে পারিয়া কহিলেন, নাথ ! যে মুখেন্দু দেখিয়া আমার মুখ সিঙ্ক উচ্ছলিত হয়, আজি তাহাতে বিচ্ছেদতরঙ্গ উঠিতেছে কেন ? অন্য দিন ত এমন হয় না । আজি অস্তাগিনীর মন কেন অকথা কহিতেছে ? প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হইতেছে ? হৃদয় কেন দহিতেছে ? অস্তঃকরণ নিমেষকালও স্থির নয়, আমার এ কি হইল ? কেন দক্ষিণ চক্ষু নাচিতেছে ? প্রাণনাথ ! আজি কেন ছলছলচক্ষে বাবে বাবেই দাসীর মুখ পানে ঢাহিতেছে ? দীর্ঘ নিষ্পাস ত্যাগ করিতেছে ? কথা কহিতে কহিতে আর কহিতে পারিতেছে না ? প্রিয়া বলিতেই ছুটী নয়ন জলে ভাসিতেছে ; ভাবে বোধ হয়, বুঝি আমার সর্বনাশ করিবে । এইরূপ কহিতে কহিতে তিনি শ্রান্তিতে মৃতপ্রায় নিহিত হইয়া পড়িলেন ।

বসন্তকুমার স্বরূপারীকে অতিনিদ্রিত দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাকে পরিত্যাগ করিবার এই এক

সময় উপস্থিত । এইরূপ চিন্তা করত জাতুদেশ হইতে প্রেরণীর অস্তক নামাইয়া অতি ধীরে ধীরে ভূমিতে রাখিয়া, কতক দূর চলিয়া গেলেন । আহা ! অণ্যের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ, প্রদোষ-কালে চক্রবাক যেমন চক্রবাকীকে সম্মেহ-নয়নে নিরীক্ষণ করে, তিনি প্রত্যাগনন করিয়া প্রেরণীকে তদ্রূপ সম্মেহনযনে দেখিতে লাগিলেন । তখন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, বিনা দোষে কুলকামিনীকে পরিত্যাপ করিয়া যাওয়া অতি নিষ্ঠুরের কর্ম । আমার অভাবে ইহার দশা কি হইবে ; এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এই কালে দুর্ঘত্তি আসিয়া তাঁহাকে কহিল, “তুমি কি চিন্তা করিতেছ ? তোমার অগ্রজ বড় ব্যাকুল হইয়াছেন । স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে কথন তাঁহার অব্যবেগ হইবে না, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র চল ।” তখন তিনি এককালে হতজ্ঞান হইয়া প্রণয়নীর নিগৃত প্রণয়-পাশ বিমোহাত্ত্বে ছেদন করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

স্বকুমারী অনাধিনী হইয়া একাকিনী বিজন বনে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন । দেখিলে বোধ হয় যেন সৌদামিনী স্থিরমূর্তি হইয়া দৈর্ঘ্যাবলম্বনে ধরণীপৃষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছেন । পতির গমনের পর অক্ষয়হরাস্তে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল । তিনি চকিতা হইয়া গাত্রোথান করিলেন । দেখিলেন পতি নিকটে নাই । সেই সময় তাঁহার অস্তঃকরণে কত অঙ্গ জল ভাবেরই উদয় হইল । একবার মনে করিলেন, বুঝি অস্ত্রালে থাকিয়া নাথ আমার মন পরীক্ষা করিতেছেন । আবার মনে করিলেন, আমি বোর নিদ্রিত হইয়াছিলাম,

ନରରକ୍ତ-ଲୋଲୁଗ ବ୍ୟାଘ୍ର ତାହାକେ ବ୍ୟଥ କରିଯାଛେ । ଟିହା ଓ ମନେ କରିଲେନ ବୁଝି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ବୋଧ କରିଯା ନାଥ ଆମାକେ ପରି-
ତ୍ୟାଗ କରିଯା ଗିଯାଛେ । ତିନି ଏଇକୁପ ନାନା ଚିନ୍ତା କରିଯା
ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରମସ୍ତୋଧନେ ବାରଂବାର ଡାକିତେ ଲାଗିଲେନ, କୋନ
ଉତ୍ତର ପାଇଲେନ ନା । ତଥନ ଏକବାରେ ହତାଶ ହଇଯା ହାହା
ଶକ୍ରେ ଧରାତଳେ ପତିତ ଓ ବିଲୁଷ୍ଟିତ ହଇତେ ଲାଗିଲେନ, ଏବଂ
ଆପନାର ନୟନକେ ନସ୍ତୋଧନ କରିଯା କହିଲେନ, ରେ ଅଭାଗ-
ନୀର ନୟନ ! ଆମି ତୋକେ ପତିର ପ୍ରହରୀ ରାଧିଯାଛିଲାମ,
ତୁଇଁ କି କାଳ-ନିନ୍ଦା ଆନିଯାଛିଲି ? ରେ ପରଦର୍ଶନ-ଚତୁର !
ତୁଇଁ ଚିର-ପରିଚିତ ଅନ୍ଧବମ୍ବ ହଇଯାଓ ବିଶ୍ୱାସବାତକ ହଇଲି ?
ତୋର ଦୋଷେଇ ଆମି ତେଜୋମୟ ପୁତ୍ରଲି ହାରାଇଲାମ,
ଜୁତର୍ଯ୍ୟଂ ଚାରି ଦିକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖିତେଛି ; ହାଯ ! ଆଜନ୍ମ
ତୋକେ ସ୍ୟତ୍ରେ ରକ୍ଷା କରିଲାମ, ତାହାର କଳ କି ଶେଷେ ଏହି
ହଇଲି ! ଆମି ତ ଇହା କଥନ ଜାନି ନା, ଆମାର ଅଞ୍ଚଳ
ହଇତେ ଅମୂଳ୍ୟ ନିଧି ଅରଣ୍ୟ-ପାଥାରେ ଖସିଯା ପଡ଼ିବେ । ଶୟନେ
ସ୍ଵପନେ କଥନ କାହାରେ ମନ୍ଦ କରି ନାହିଁ, ତବେ କେ ଆଜି
ଆମାର ଶିରୋମଣି ହରଣ କରିଯା, ମଣିହାରା ଫଣିନୀର ଦଶା କରିଲ ।
ଓରେ ନିଷ୍ଠୁର ବିଚ୍ଛେଦ ! ଆମି ତୋର ଭୟେ ରାଜ୍ୟପାଂତ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଯା ପତିର ସଙ୍ଗେ ବନଚାରିଣୀ ହଇଲାମ, ଏହି ବିଜନ ବନେଓ ତୁଇଁ
ଉପସ୍ଥିତ ହଇଯା, ଆମାକେ ଆପନ-ଅଧୀନୀ କରିଲି ! ହାଯ !
ହାଯ ! କି ନରନାଶ ହଇଲ, ଏଥନ ଆମାର ଗତି କି ହଇବେ ?
ଆମି କାହାର ଆଶ୍ରୟେ ଦୀଂଡାଇବ ? କେ ଆମାଯ ରକ୍ଷା କରିବେ ?
ହା ମାତଃ ! ହା ପିତଃ ! ହା ପ୍ରିୟମସଥି ଚଞ୍ଚିମେ ! ହା ଉମେ !
ତୋମରା କୋଥାୟ ? ଆମି ଅନାଧିନୀ ହଇଯା, ଏକାକିନୀ ଏହି

বিজন বন-পাথারে পড়িয়াছি, তোমরা আসিয়া এ দুঃখি-
নীকে আশ্রম দাও। হে বনদেবতে ! আশ্রম ও সহায়-
হীনা দুঃখিনী অবলার প্রতি সদয় হও, মুর্তিমান
হইয়া পতির প্রবেশপথ-প্রদর্শক হও, আমি আর পতির
বিরহ সহিতে পারি না। হা বিদে ! এ বিজন বনে
ত আমার কেহই নাই, কেবল তুমিই জাজল্যমান রহি-
য়াছ। তবে আর কে ? তুমিই আমার পতিকে চুরি করিয়াছ।
কেননা তোমার এই ব্যবসায়, তুমি কাহাকে কাঁদাও,
আবার কাহাকেও হাসাও। যদি বল, ব্যাপ্ত তোমার পতিকে
নষ্ট করিয়াছে, তবে তুমিই বাস্তুরূপ ধরিয়া আমার প্রাণ-
পতিকে নষ্ট করিয়াছ। যদি বল, তিনি দুর্ব্বিত হইয়া তোমাকে
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তোমাকেই বলি, তুমিই
পতিকে দুর্ব্বিত দিয়াছ। যেক্কপে হউক, তুমিই আমার
পতিকে লইয়াছ। অতএব তোমাকেই বলি, আমার প্রাণ
গেল তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহাকে নষ্ট করিও না, বিপক্ষে
আশ্রম দিও, ক্লান্ত হইলে তৎক্ষণাত কোলে করিও। এই-
ক্রমে রোদন করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে
সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি শোকে ও ভৰ্তৰে
জড়িভৃত হইয়া দুটা হস্ত-তুলিয়া উর্কন্দৃষ্টে কহিলেন, হে পর-
মেশ্বর ! তুমি অনাগ্নেয়, এ অনাধিনী বিপক্ষিতে পড়িয়া
তোমার শরণ লইতেছে, তুমি ধর্ম রক্ষা কর।

এই অবস্থায় কতক দূর চলিয়া গিয়া দেখিতে পাইলেন,
পর্বত-নির্বন্ধন-নিকটে পরিষ্কৃত-পার্শ্বাণ-নিশ্চিত একটা মসো-

ହର ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ପାଇତେଛେ, ଏବଂ ଅଳକ୍ଷ୍ମ୍ଭାବ ଏକଟୀ ଦିବାମୁଖନା, ସୋପାନାମନେ ବନ୍ଦିଯା, ହା ନାଥ ! ହା ନାଥ ! ଶବ୍ଦେ ରୋଦନ କରିତେଛେନ । ତାହାର ଅଶ୍ରୁଜଳ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପତିତ ହଇଯା, ତୁରନ୍ତିଲୀର ତରଙ୍ଗ-ତୁଳ୍ୟ ନିର୍ଭର-ନିର୍ଭର ମିଶ୍ରିତ ହଇତେଛେ । ଦେଖିଲେ ବୋଧ ହୟ, ଭାଗୀରଥୀ ଯେନ ଶାନ୍ତରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ବିରହେ ବ୍ୟାକୁଳୀ ହଇଯା ରୋଦନ କରିତେଛେ । ଏହି ଚମ୍ଭକାର ବାପାର ଦେଖିବା-ମାତ୍ର, ଶୁକୁମାରୀର ପତିବିରହାନଳ କତକ ନିର୍ବାଣ ହଇଲ । କେନନା ଆୟୁମଦୃଶ ଦୁଃଖିତ ଜନକେ ଦେଖିଲେ, ଆପନାର ଦୁଃଖେର ଅନେକ ଲାଘବ ହଇଯା ଆଇସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟେର ଦୁଃଖେର କାରଣ ଜାନିତେ ମନ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟାଗ ହଇତେ ଥାକେ ।

ଶୁକୁମାରୀ ମନେ ମନେ କହିତେ ଲାଗିଲେନ, ଆମାର ଦେଶା, ବୋଧ କରି, ଇହାରେ ମେଇ ଦେଶା ହଇଯା ଡାକିବେ, ତାହାତେ ବାନ୍ଦେଇ ନାହିଁ ; ଇନି ଓ ଆମାର ମତ, ହା ନାଥ ! ହା ନାଥ ! ବଲିଯା ରୋଦନ କରିତେଛେ । ପରେ ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତିନୀ ହଇଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, ପ୍ରିୟମଥି, ତୁମି ରୋଦନ କର କେନ ? ରୋଦନଶୀଳା ରମଣୀ କହିଲେନ, ପ୍ରିୟଭାଷିଣି ! କେନ ଆମାକେ ସଥୀ ବଲିଯା ଡାକିତେଛ ? ଆହା ! ତୋମାର ମୃଦୁର ସନ୍ତ୍ରାମଣେ ଆମାର ଆଗ ଶୀତଳ ହଇଲ । ଶୁକୁମାରୀ କହିଲେନ, ନା ଆମି ଆପନାକେ ସଥୀ ବଲିତେଛେ ; କେନନା ଆମି ଯେମନ ହା ନାଥ ! ହା ନାଥ ! ବଲିଯା ବନେ ବନେ ରୋଦନ କରିତେଛି, ଆପନି ଓ ତଜ୍ଜପ ହା ନାଥ ! ହା ନାଥ ! ବଲିଯା ରୋଦନ କରିତେଛେ । ରୋଦନଶୀଳା ରମଣୀ, ଶୁକୁମାରୀକେ ନିକଟେ ବସାଇଯା କହିଲେନ, ଭଦ୍ରେ ! ତୋମାର ମୁଖ-ପାନେ ଚାହିୟା ଆମାର ଦୁଃଖେର ଅନେକ ଲାଘବ ହଇତେଛେ, ବୋଧ

ইর তুমি জন্মাস্তরে আমার বাথার ব্যথিতা ছিলে, সন্দেহ নাই।
 সে যাহা হউক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেন বনে
 আসিয়া এই দুঃখের দশায় পড়িয়াছ? আপনার স্থী
 কিংবা জননীর নিকটে দুঃখের কথা কহিলে যেমন অনর্গল
 অক্ষয়ল নির্গত হয়, স্বরূপারী সোপানবাসিনীকে আপনার
 দুঃখের কথা কহিয়া সেইক্ষণ রোদন করিতে লাগিলেন।
 সোপানবাসিনী, স্বরূপারীর দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার
 দুঃখ হইতেও অধিক বোধ করিয়া রোদন-বদনে আপন বস-
 নাঞ্চলে স্বরূপারীর দৃঢ় চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন,
 এবং সাষ্টুনা করিয়া কহিলেন, ভাল, বল দেখি, তোমার
 অতি আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ হইতেছে কেন?
 যেন তোমার সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র ছিলাম, অতি অল্প দিনের
 জন্য বিচ্ছেন হইয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমাকে
 ভগিনী সম্বোধন করিব। স্বরূপারী কহিলেন, আপনাকে
 দেখিবামাত্র আমার মনে ভক্তি-রন্ধনের উদয় হইয়াছে। এবং
 ভগিনীর নিকটে দুঃখের কথা কহিলে যেমন দুঃখের লাঘব
 হয়, আপনার নিকটে দুঃখের কথা কহিবার সেইক্ষণ আমার
 দুঃখের অনেক লাঘব বোধ হইতেছে। অতএব আপনি
 আমার জোর্জা ভগিনী। উভয়ের এইক্ষণ কথোপকথন
 হইতে লাগিল।

অনন্তর স্বরূপারী কহিলেন, দিদি! আপনি কিরণে এই
 দুঃখের দশায় পড়িয়াছেন, তাহা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হই-
 তেছে। মন্ত্রবাসিনী পতিবিবহিতী কহিলেন, ভগিনি!
 আমার দুঃখের কথা সামাঞ্চ নয় যে সঙ্কেপে বলিব। তুমি

পতি-বিরহে বনে বনে রোদন করিয়া ব্যাকুল হইয়াছি এবং আমিও অনেক ক্ষণ রোদন করিয়া কাতর হইয়াছি। এস আমরা নির্বর-জলে হস্ত পদ প্রকালন করিয়া মন্দিরে গমন করি। যত দিন পতির সঙ্গে সাঙ্গাং না হয়, তত দিন এই নির্জন স্থানেই থাকিব। তুমিও আমাকে কত কথা কহিবে এবং আমিও তোমাকে কত দুঃখের কথা কহিব। এই বলিয়া দুঃখেই নির্বর-নীরে হস্ত পদ প্রকালন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরবাদিনী কহিলেন, ভগিনি ! আমার দুঃখের কথা শুন ।

বিজয়পুরাধিপতি রমণীমোহন নামে অতি পুণ্যশীল রাজা ছিলেন। আমি তাহার একমাত্র কন্যা, আমার নাম বিমলা। আমার বয়স ষণ্ঠন পাঁচ বৎসর, তখন পিতা সন্তুখ-সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করেন। মাতা কেবল আমাকে অবস্থন করিয়া পতিবিরহ বিস্তৃত হইলেন, প্রধান মন্ত্রী রাজকার্য করিতে লাগিলেন। আমার কন্যাকাল গত হইলে, মাতা ঘৰ-জামাতার জন্য অনেক ষঙ্গ পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা সংষ্টুপ করিতে পারিলেন না। পরে দৈব-নির্বক্ষ দৈবেই সম্পন্ন করিলেন।

আমার পিতা মৃগনায় গিয়া কয়েকটী হস্তী ধৃত করেন, তাহার মধ্যে একটী হস্তী তাহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, হস্তিটী আৱ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। বিশেষতঃ সে পিতার আনকালে দন্তে সিংহসন ধরিয়া বাহিরে দীড়াইয়া থাকিত। পিতা আৱ অত্যহই তাহাতে উঠিয়া স্থান করিতে যাইতেন, এবং স্বহস্তে

তাহার গাত্র মার্জন করিয়া দিতেন। এইহেতু হস্তী তাহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। পিতার মৃত্যু হইলে হস্তী অত্যন্ত শোকান্বিত হইয়া উন্মত্তের প্রায় বনে গমন করে। অমাত্য তাহাকে নিবারণ করিতে অনেক যত্ন পাইলেন, সে বারণ কোন ক্রপেই বারণ মানিল না। পরে কয়েক বৎসর গত হইল হস্তী দৈবাং একদিন সুন্দরকাস্ত্রিযুক্ত একটী পুরুষকে করবেষ্টন করিয়া সভায় উপস্থিত হইল। দেশিয়া সকল লোক একেবারে বিস্ময়গ্রস্ত। তারিখ ! তুমি যে বলিলে, তোমার পতি বসন্তকুমারের অগ্রজ বিজয়চন্দ্র জন্ম আনিতে গিয়া আর কিরিয়া আমেন নাই, বোধ হয় ইনিই তোমার পতির অগ্রজ হইবেন।

তাহার পর হস্তী করবেষ্টিত পুরুষকে পিতার নিংহাসনে স্থাপিত করিল। সভায় সমস্ত লোকে ব্যস্ত হইয়া অনেক শুশ্রাৰ কৰায়, তিনি চৈতন্য পাইলেন। পরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, তোমার পতি যেমন জয়পূরাধিপতি জয়সেন রাজার পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন, ইনিও সেইক্রমে পরিচয় দিলেন, এবং যে যে দুরবস্থা হইয়াছিল তাহাও বিশেষ করিয়া কহিলেন। তাহার কনিষ্ঠ বসন্তকুমার পিপাসায় কাতর হইয়া মৃত্যবৎ হইলে, তিনি তাহাকে একাকী বিজন বনে রাখিয়া জন্মায়বনে গমন করিয়াছিলেন, হঠাৎ মন্ত্র মাতঙ্গ তাহাকে করবেষ্টন করিয়া সভায় উপস্থিত করিয়াছে। বসন্তকুমার বিজনবনে একাকী পতিত রহিয়াছেন—এইমাত্র কহিতেই তিনি ভাতুশোকে মুক্ত হইলেন। তাহার চক্ষু হৃষিতে অনর্গুল অঙ্গুধারা নির্গত হইতে লাগিল। অমাত্য

ଏହି ପରିଚୟ ପାଇଁବା ବସ୍ତ୍ରକୁମାରେର ଅସେଷଗେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ତୁର୍ଗତି ତୁରଙ୍ଗାରୋହିଦିଗକେ ପ୍ରେରଣ କରିଲେନ । ଭଗିନୀ ଶ୍ରୁତମାରି ! ତୋମାର ବାକ୍ୟାହୁନାରେ ବୋଧ ହିତେଛେ, ମାରବାଜ ମୁନି ବସ୍ତ୍ର-କୁମାରକେ ପୂର୍ବେଇ ଆପନ ଆଶମେ ଲଇଁବା ଗିଯାଇଲେନ । ଶୁତରାଂ ପ୍ରେରିତ ଅଖାରୋହି ଦୂତଗଣ ନିରାଶ ହଇଁବା ପ୍ରତାବର୍ତ୍ତନ କରିଲ । ଏହି ସଂବାଦ ଶ୍ରବଣେ ଆମାର ପତି ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଏକକାଳେ ହତଜ୍ଞାନ ହଇଲେନ । କ୍ରମେ ତାହାର ଆରୋଗ୍ୟେର ମହିତ ଶୋକା-ପନୋଦନ ହିତେ ଲାଗିଲ । ମାତା ତାହାର ବିଦ୍ୟା ବୁନ୍ଦି ଓ କ୍ରମେ ସନ୍ତୃଷ୍ଟ ହଇଁବା ତନ୍ମୟ କରେ, ଶୁଭ ଦିନେ ଆମାକେ ସମ୍ପଦାନ କରିଲେନ । ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ତିନି ପ୍ରଜାବର୍ଗେର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ହଇଁବା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।

ଆମି ଏକ ଦିନ ଇଚ୍ଛାବତୀ ହଇଁବା କହିଲାମ, ପ୍ରାଣପତେ ! ଚିନ୍ତତୋଷ-ବିପିନେ ଆମାର ପିତାର ଏକ ପ୍ରମୋଦମ୍ଭଗ୍ନ ଆଛେ, ସବୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତବେ ଚଲୁନ, ତଥାଯା କିଛୁ କାଳ ବାସ କରିବା ବନ୍ଦରଗଣେର ସ୍ଵାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶନ କରି । ତିନି ତାହାତେ ସମ୍ମତ ହଇଁବା ଆମାର ସଙ୍ଗେ ତଥାଯା ଗମନ କରିଲେନ । ନାନାକ୍ରମ କୌତୁକେ କିଛୁକାଳ ଗତ ହଇଲ । ପରେ ଏକ ନିଶି ତିନି ଅକ୍ଷ୍ୟାଂ ଶ୍ୟାମ ହିତେ ଉଠିଲା “ପ୍ରାଣେର ଭାଇ ବେ ବସ୍ତ୍ର !” ଏହିମାତ୍ର କହିଁବା ରୋଦନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ଆମି ଅନେକ ବାର ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ, ଆମାର କଥାଯା ଉତ୍ତର ନା ଦିଯାବା ଉତ୍ତରର ନ୍ୟାୟ ବନାତିଭୁଷେ ଚଲିଲେନ, ଆମିଓ ତାହାର ପଶ୍ଚାତ ପଶ୍ଚାତ ଚଲିଲାମ । ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ତିନି କ୍ରତବେଗେ କୋନ ଦିକେ ଚଲିଯାଇଲେନ, କିଛୁଇ ନିଶ୍ଚର କରିତେ ନା ପାରିଯାଇ ଆମି ବନେ ବନେ ରୋଦନ କରିତେ କରିତେ ଚଲିଲାମ । କିଛୁ

দিন পরে এই স্থান পাইয়া, পতির বিরহ-বাসরে বাস করিতেছি।

বিমলা আপনার দুঃখের কথা সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, ভগিনি ! তোমাকে যথার্থ ই ভগিনী সম্বোধন করা হইয়াছে। কেননা দুজনের পরিচয়ে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তোমার পতি আমার পতির কনিষ্ঠ ভাতা। এরূপ কহিয়া দুজনেই রোদন করিতে লাগিলেন। রঞ্জনীও প্রভাতা হইল।

প্রত্যাপে বনমধো কল কল শব্দ হইতে লাগিল, ক্রমে ঐ শব্দ নিকটবর্তী হওয়াতে, বিমলা শুনিতে পাইলেন, “হাঁ কি হল রে ! এত পর্যটন করিলাম কোন স্থানে ইঁহাদের অন্বেষণ পাইলাম না, ইঁহারা কোথায় গেলেন !” কেহ কহিতেছে “এই নিদর্শন কথা শুনিলে মতিষ্ঠীর কি দশা হইবে, তাহা মনে করিতেই বুক বিদীর্ঘ হইতেছে, তাহার সবে মাত্র এক কন্যা-রত্ন অবলম্বন। তিনি কন্যা-জামাতাকে তিলার্ক কাল না দেখিলে, বৎস-হারা গাতীর ন্যায়, ব্যাকুল হন। ভাল অমাত্য মহাশয় ! এই যে মন্দিরটা দেখা যাইতেছে ঐ থানে একবার গমন করুন দেখি, কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় কি না !” এই বলিয়া সকলেই মন্দিরাভিমুখে আগমন করিল। বিমলা কহিলেন, ভগিনি শুকুমারি ! আর ভৱ নাই, আমাদের অন্বেষণে সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অমাত্য আসিয়াছেন। এই বলিয়া মন্দিরের বাহিরে দোড়াইলেন। অমাত্য দূর হইতে দেখিয়া ক্রতবেগে নিকটে আসিয়া কহিলেন, “ই মা ! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা

পতি পঞ্জী উভয়ে কি জন্য হিংস্রসন্ত্র আবাস বন পর্যাটন করিতে আনিয়াছিলেন ? যদি এই মন্দির দেখিতে আনিয়া থাকেন, তবে কেন পরিচারকদিগকে সঙ্গে করিয়া আনেন নাই । এ ক্ষণে মহারাজ কোথায় ?” বিমলা যে ঘটনা হইয়া-ছিল, সমস্ত কহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । অমাত্য সাস্তনা করিয়া কহিলেন, বৎস ! আর রোদন করিও না, আমি সন্তুষ্ট তাহাকে অব্বেষণ করিয়া আনিতেছি । অনন্তর, সুকুমারীর দিকে বারংবার দৃষ্টি করায়, বিমলা অমাতোর অভিপ্রায় বুঝিয়া, সুকুমারীর সহিত যেকোপে তাহার পরিচয় হয়, সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন । শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইল । অমাত্য কহিলেন, বিমলে ! আকার প্রকারে বোধ হইতেছে, ইনি আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী । যাহা হউক, মহিষী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, চলুন শীঘ্র শীঘ্র রাজধানীতে গমন করা যাইক । পরে এক সঙ্গে সকলেই গমন করিলেন ।

স্থাসময়ে সকলে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, মহিষী বিশেষ সংবাদ পাইয়া জানাত শোকে অতিশয় কাতরা হইলেন । অনন্তর বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের অব্বেষণে দেশ-দেশান্তরে লোক প্রেরণ করিলেন । কিন্তু তাহারা কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না । পরে অনেকের নম্মতিতে নির্কপিত হইল, বিমলা ও সুকুমারীর পুনর্বার বিবাহ-ঘোষণা, পত্র দ্বারা, সর্বত্র প্রকাশ করা যাইক । বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার যদি জীবিত থাকেন তবে ঘোষণা শ্রবণমাত্র, অবশ্যই বিজয়পুরে উপস্থিত হইবেন । দুতগণ ঘোষণা-

পত্র গ্রহণ করিয়া নানা দেশ-দেশান্তরে গমন করিতে লাগিল ।

নৃপতিগণ পতঙ্গপালের নায় চারি দিক্ষ হইতে আসিয়া সমাজাক্ষ হইলেন । সারবাজ মুনি ও রাজা আনন্দমংগল, সন্তুষ্ট বসন্তকুমারের বন-যাত্রার সংবাদ পাইয়া নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন, অতএব স্নেহ-প্রতত্ত্ব হইয়া তাহারা ও সন্তুষ্ট বিজয়পুরে উপস্থিত হইলেন । অধিক কি, এই কৌতুক দেখিতে রাজা জরসেনও বিজয়পুরে উপস্থিত হন । বিজয়চন্দ্র ও বনস্তকুমার, বিমলা ও সুকুমারীর পুনঃ পরিণয় হইবে, পরম্পর বিভিন্ন দেশে এই সংবাদ শ্রবণে যাবপরনাই উদ্বিগ্ন হইয়া, বিজয়পুরে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু সহসা সভাপ্রবেশ না করিয়া দুইজনেই বহির্বারে দাঢ়াইয়া থাকিলেন । কেননা তৎকালীন মেই দুঃখের দশা দেখিয়া সভাপ্রবেশকালে দ্বারা পাছে অপমান করে, তাহা-দিগের অস্তঃকরণে এই আশঙ্কা হইয়াছিল । চিনিবার সাধ্য নাই, তথাচ দুজনে পরম্পর মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন, এবং অপরিচিত সন্তানে প্রণয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । বসন্তকুমার কহিলেন, মহাশয় ! ইত্ততঃ বিবেচনা করিতেছেন কেন ? বহির্বারে দাঢ়াইয়া আর কি ফল আছে, আসুন সভামণ্ডলে প্রবেশ করি । বিজয়চন্দ্র কহিলেন, ভাই ! সমাজের নিয়ম অবগত না হইয়া তাহাতে হঠাৎ গমন করা উচিত হয় না । বসন্তকুমার আর বিলম্ব না করিয়া অগ্রেই সভাপ্রবেশ করিলেন । দৌরান্তিক বিজয়চন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহার মেই দীন বেশ

ଏବଂ ଶକ୍ତିଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିଯା ମଲିହାମ ହଇଯା କହିଲ, ଆପନିଙ୍କ ସଭାର ସାଇତେ ପାରେନ, ବାରଣ ନାହିଁ । ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଦୌରାରିକେର କଥା ଶୁଣିଯା ବିବେଚନା କରିଲେନ, ଏ ଆମାକେ ଚିନିଯା ଥାକିବେ, ଭୟେ ପ୍ରକାଶ କରିତେହେ ନା, ଏହି ଚିନ୍ତା କରିଯା ମଭାମଣ୍ଡପେ ପ୍ରବେଶପୂର୍ବିକ ଅପରିଚିତ ବିଦେଶୀୟ ଲୋକେର ପଞ୍ଚା- ଶାଗେ ବଶିଲେନ ।

ବିମଳା କର୍ମିଗୁହ ହଇତେ ପତିକେ ଚିନିତେ ପାରିଯା ଶୁକୁ- ମାରୀକେ ଅନୁମୀ-ସଙ୍କେତ ଦାରା ଦେଖାଇଯା କହିଲେନ, ଭଗିନୀ ! ଆମାର ପତି ମଭାର ଉପସ୍ଥିତ । କିନ୍ତୁ ତୋମାର ପତି ଆମିଯା- ଛେନ କି ନା, ଜାନିତେ ନା ପାରିଯା ଆମାର ହନ୍ଦର ବଡ଼ ବାକୁଳ ହଇତେହେ । ଶୁକୁମାରୀ କହିଲେନ, ଦିଦି ! ତିନି ଓ ଆମିଯାଛେନ, ଏହି ବଲିଯା ସବନିକାର ଅନ୍ତରାଳ ହଇତେ ଦୁଇନେଇ ଦୁଇନେର ସ୍ଥାନିକେ ଦେଖାଇତେ ଲାଗିଲେନ ।

ମୃପତିଗଣ ମଭାକୁଳ ହଇଲେ, କି ପ୍ରବନ୍ଧେ ତୀହାଦିଗକେ ବିଦ୍ୟା କରା ବାଇବେ, ତହପାଥ ପୂର୍ବେଇ ଶ୍ରୀକୃତ ହଇଯାଛିଲ । ବିମଳା ଓ ଶୁକୁମାରୀ ଆପନ ଆପନ ପତିର ନିକଟେ ତୀହାଦିଗେର ପୂର୍ବୀ- ବନ୍ଦୀ ଯେକୁପ ଶୁଣିଯାଛିଲେନ, ତଦ୍ଭୁଦାରେ ରାଜୀ ଜୟମେନେର ପୂର୍ବ- ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅବଧି ଏହି ମଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମୁଦୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମନ୍ତଳନ କରିଯା ଲିପିବକ୍ତ କରେନ । ଏ କଣେ ବିମଳା ତାଲବୃତ୍ତ-ବାଜନିକାର କରେ ମେଇ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରିଯା କହିଲେନ, ବୃତ୍ତ-ବାଜନିକେ ! ଅମାତ୍ୟକେ ମଭାମନ୍ୟେ ଏହି ପତ୍ରିକା ପାଠ କରିତେ ବନ । ବୃତ୍ତ- ବ୍ୟଜନିକା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ, ଅମାତ୍ୟ ଉଚ୍ଚେଷ୍ଟରେ ପାଠ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।

ବ୍ୟନ୍ଦଗଣ ! ତୋମରୀ ନିଦ୍ରାମନ୍ୟେ ନିତାନ୍ତ କାତର ହଇଯା

ষষ्ठ অধ্যায় ।

ক্রমেই অন্যমনস্ত হইতেছে ; বর্ণনীয় প্রস্তাব আৰ অধিক নাই, জাগৱিত থাকিয়া কিয়ৎকাল মনোনিবেশ কৰ। আমি অবিলম্বেই প্ৰবক্টী উপসংহাৰ কৱিতেছি। বিমলা ও স্বৰূপারী তাহা রচনা কৱিয়া প্ৰবক্টাকাৰে পৰিণত কৱেন, তাহা পুনৰুল্লেখ কৱিলে, বিজয়-বনস্ত্ৰে জন্মাবৃত্তান্ত হইতে এই সত্তা পৰ্যান্ত নমুনায় বৰ্ণন কৱিতে হৈ। অতএব তাহা কেবল দ্বিকৃতি মাত্ৰ। তোমৱা মনে মনে শ্ৰবণ কৱিয়া অনুভব কৱ। এ ক্ষণে পত্ৰপাঠে যে ফল ফলিত হইল, বিস্তাৱপূৰ্বক আমি তাহাই বৰ্ণন কৱিতেছি ; শ্ৰবণ কৱ।

পত্ৰিকাৰ কিয়দংশ পাঠ হইলে প্ৰথমতঃ মৃপতি জয়সেন রোদন কৱিতে লাগিলেন, পৰে বিজয়চন্দ্ৰ, তদন্তে বনস্ত্ৰ কুমাৰ। অমাত্য স্বৰূপারীৰ দৃঃপুবিষ্য়িগী বক্তৃতা কৱণ-স্বৰে পাঠ কৱিতে আৱস্ত কৱিলে, তাহা শ্ৰবণ কৱিয়া রাজা আনন্দময় মৃপতি, সংসাৱ বাসনা পৱিত্ৰ্যাগ কৱিয়া ও অক্ষ-ভল সংবৰণ কৱিতে পাৱিলেন না। সারদাজ মুনি তাহাকে প্ৰবেশ প্ৰদান কৱিতে লাগিলেন। এই ক্ৰন্দনই তাহাৰ দিগেৰ পৱিত্ৰ সকলৈৰই পৱিত্ৰ প্ৰদান কৱিল। বিজয়চন্দ্ৰ বাহুবুগল দ্বাৰা বনস্ত্ৰকুমাৰেৰ কষ্ঠদেশ বেষ্টন কৱিয়া রোদন কৱিতে লাগিলেন। ঘনীভূত শোকসাগৰ অস্তস্তাপে নবীভূত হইয়া উঠিল। বনস্ত্ৰকুমাৰও অক্ষ বিসৰ্জন কৱিতে কৱিতে অগ্ৰজকে সাস্তনা কৱিতে লাগিলেন। সত্যগণ অকস্মাৎ কয়েকজন প্ৰদান ব্যক্তিকে রোদন কৱিতে দেখিয়া প্ৰথমতঃ আশৰ্য্য বোধ কৱিলেন ; পৰে পত্ৰিকাৰ শ্ৰেণীশ পঞ্চিত হইলে, সকলেই রাজা জয়সেনকে ভৎসনা কৱিয়।

বিজয়-বসন্ত

গৃহে গমন করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে মৃগতি জয়সেন, বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারকে নিকটে বসাইয়া সরোদনে-বদনে কহিলেন, পিতা মাতা অশেষ দোষী হইলেও পুত্রের পরি-ত্যাজ্য নয়। সহেদুরব্য পিতাকে বদনাতে সাম্ভুনা করিয়া, মুনির সহিত রাজা আনন্দময়কে প্রণাম করিলেন। তাহারা বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের অহুরোধে আপন আপন সহ-ধর্মিণীর সহিত রাজা রমণীমোহনের অস্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। অকস্মাত জনক জননী ও সারবাজ মুনিকে সমা-গত দেখিয়া স্বরূপুরীর আনন্দধারা বহিতে লাগিল। এই-ক্ষণ পরস্পর সন্তানবন্ধে ও পরিচয়-গ্রহণে দিনমণি অন্তর্মিত হইল। যামিনীরোগে বিমলা ও স্বরূপুরীর পতি-নমাগমে ছুঁথের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিল। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার পরস্পর আপন আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জনা-প্রার্থনায় স্বসন্দৰ্ধর্মিণীকে সাম্ভুনা করিলেন। অনস্তর সার-বাজ মুনি ও রাজা আনন্দময় বিজয়পুরে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার শাস্তাকে দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া সহধর্মিণী নহিত জয়-পুরে গমন করিলেন।

শাস্তা তাহাদিগের আগমনসংবাদ পাইয়া দরিদ্রের স্বর্ণলাভ ও অক্ষের নয়নপ্রাপ্তির ন্যায়, আহ্লাদিতা হইল। তৎকালে তাহার জরাবঙ্গা, চলৎশক্তি ছিল না, তথাচ যষ্টিতে নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। দম্পত্তীদ্বয় রথ হইতে অবরোহণ করিয়া শাস্তাকে প্রণাম ও সন্তানগুরুক অস্তপুরে বিমাতাৰ সন্তানবন্ধে চলিলেন। রাজ্ঞী প্রণত পুত্-

দিগকে সন্তুষ্যবদনে “আয়ুগ্নান্ত হও” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, এবং বধুব্রতকে সাদরে নিকটে বসাইয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার এইরূপে দুঃখের তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল জয়পুরে অবস্থিতির পর, স্বস্বধন্ত-রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। জয়মেন রাজাৰ পরলোক হইলে, স্বস্বধন্ত-রাজ্য পৈতৃক রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া কিছুকাল মর্ত্তালোকে সুখ-সন্তোগ পূর্বক, শাপাস্তে স্থানে গমন করিলেন।

—

মহর্ষি এইরূপে উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, বৎস সকল ! শুনিলে ত, এই এক দুষ্কর্মের প্রায়চিত্ত হেতু গন্ধৰ্ব-পতিরা পতি পত্নী কত দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণ অথবা যে কোন জাতি হটক না কেন, মনে ক্লেশ পাইয়া কোন অভিসম্প্রাপ্ত করিলে তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। রঞ্জনী প্রায় শেষ হইয়াছে, তোমরা গিয়া শয়ন কর, এই বলিয়া তিনি আপনি ও শয়ন করিলেন।

সমাপ্ত ।

